ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

JAGARAN ■ 9 March, 2021 ■ আগরতলা, ৯ মার্চ ২০২১ ইং ■ ২৪ ফাল্গুন ১৪২৭ বঙ্গাব্দ, মঙ্গলবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

सत्यमेव जयते

Government of Tripura

ENHANCING EASE OF LIVING FOR PEOPLE OF TRIPURA

Inauguration of

Maitri Setu over River Feni at Sabroom
Integrated Command and Control Centre (ICCC) Agartala
Agartala – Udaipur NH-08
40000 PMAY (Urban) Houses
State PWD Roads

Laying of Foundation Stone for

Integrated Check Post, Sabroom (LPAI)
Kailashahar – Khowai NH-208
Multilevel Car Parking cum Commercial Complex at Old Motor Stand
Upgradation and widening of Existing Airport Road from two lane to four lane

NINE PROJECTS WORTH ₹3,518 CRORE

HIGHLIGHTS

Maitri Setu over River Feni at Sabroom

Benefits:
- Transportation of essential goods to North Eastern Region at lesser cost
- Boosting exports of horticulture and forest produce from North East Region
- Making Tripura "Gateway of the North East"

Salient Features:
- Project cost : ₹ 133 Crore
- Total Project Length : 1.9 KM
- Connects Sabroom in India with Chattogram Port in Bangladesh

Integrated Check Post, Sabroom

Benefits:
- Import & Exports of goods between India and Bangladesh
- Better connectivity to Chattogram Port
- Boosting exports from Tripura and North East India

Salient Features:
- Project cost :₹232 Crore
- Land Allotted : 49 acre .
- Passenger Terminal Building with all modern facilities
- Cargo Terminal Building
- Quarantine Building
- Warehouse Export & Import storage facility
- Cold Storage Facility (Controlled Atmosphere)

Agartala-Udaipur, NH - 08

Benefits:
- Connecting capital of Tripura with Udaipur, Holy city of Maa Tripura Sundari
- Faster movement of goods to boost trade and business activities
- Improve transport of agricultural goods & access to greater markets

Salient Features:
- Length of the Road : 48 KM
- Project Cost : ₹ 765.50 Crore

Kailashahar-Khowai section of NH - 208

Benefits:
- Reduction of Travel Time between Agartala & Kailashahar
- Better Connectivity to Unakoti Tourist Place
- Reduces traffic congestion on NH - 44

Salient Features:
- Project Length : 80 KM
- Project Cost : ₹ 1078.44 Crore

Integrated Command & Control Centre

Benefits:
- Monitoring security through CCTV surveillance
- Monitoring & management of vehicular traffic
- Citizen awareness through Visual Message Display

Salient Features:
- City Surveillance System using (CCTV) cameras
- Traffic Violation Detection System
- Variable Message Display
- Digital Information Kiosk Emergency Call Box,
- Public Address System & Public Wi-Fi
- 156 km of Optical Fiber Cable
- Project Cost :₹135 Crore

Pradhan Mantri Awaas Yojana (Urban)

Benefits:
- Housing for All in Urban areas
- Promote construction activities in urban areas
- Provide employment in construction sector

Salient features:
- Total houses sanctioned 80,544
- Financial Assistance to each beneficiary ₹ 1,66,666
- Total Houses Completed 40,978 (50%)
- Total Expenditure ₹813 Crore

Multilevel Car Parking Cum Commercial Complex at Old Motor Stand, Agartala on PPP Basis

Benefits:
- Decongestion of busy city area
- Provision of 2-wheeler & 4- wheeler parking
- Commercial complex for retail, public plaza,
- Children play area, food court Multiplex, Hotel & Roof top restaurant.

Salient Features:
- 2-Wheeler Parking : 131
- 4-Wheeler parking : 113
- Total Land Allotted : 1.40 Acres
- Total Lease duration : 87 years
- Estimated Project Investment : ₹ 200 Crore

State PWD Roads

Benefits:
- All weather road connectivity to interior tribal areas.
- Road Connectivity to harvest minor forest produce and agriculture.
- Providing employment opportunity.
- Better access to health and educational facilities.

Salient Features:
- Project Details : 7 Roads with total length of 31 KM, 04 bridges
- Total cost : ₹63 Crore

Upgradation and widening of Existing Airport Road from two lane to four lane.

Benefits:
- Accommodate larger density of traffic volume
- Wider space for traffic negotiation
- Green corridors for exigency traffic movements.
- Pedestrian pathway on both sides of road

Salient Features:
- Project Length : 6 KM
- Right of Way : 20 Mrs.
- Design Life of 20 Years.
- Project Cost : ₹96 Crore

by

Narendra Modi

Prime Minister

(Through Video Conferencing)

in the august presence of

Ramesh Bais
Governor, Tripura

Biplab Kumar Deb
Chief Minister, Tripura

Jishnu Dev Varma
Dy.Chief Minister, Tripura

Tuesday, 9th March, 2021 at 12 Noon, Swami Vivekananda Stadium, Agartala,Tripura

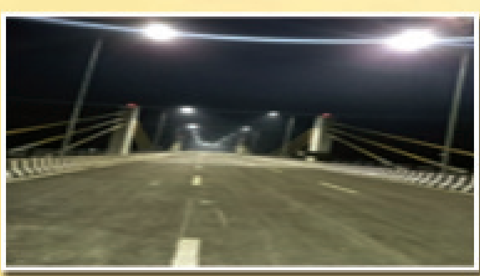

Maitri Setu over River Feni at Sabroom

Integrated Check Post, Sabroom(LPAI)

Agartala-Udaipur NH - 08

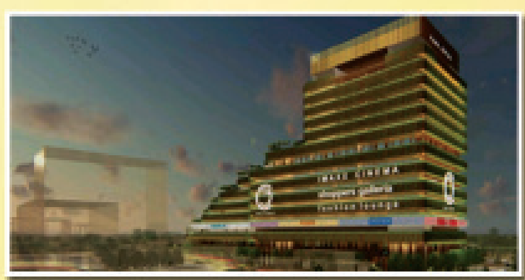

Multilevel Car Parking cum Commercial Complex at Agartala

ICA/D-1633/2020-21

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৭ ▫ সংখ্যা ১১৫ ▫ ৯ মার্চ ২০২১ ইং ▫ ২৪ মাঘ ▫ মঙ্গলবার ▫ ১৪২৭ বঙ্গাব্দ

আত্ম অনুসন্ধানের দিন

আন্তর্জাতিক নারী দিবস শ্রমজীবী নারীর অধিকার অর্জনের দিন। দুঃখের কথা হইল, আজকের ভারতে কর্মী নারীর অধিকার ক্রমশ সঙ্কুচিত হইতেছে, দেশের কর্মী-বাহিনীতে মেয়েদের অংশগ্রহণও দিন-দিন কমিতেছে। ২০২০-র ওয়ার্ল ব্যাঙ্কের তথ্য অনুযায়ী, মেয়েদের কর্মী-বাহিনীতে অংশগ্রহণ মাত্র ২০.৩ু, তুলনায় পুরুষের অংশগ্রহণ ৭৬ু। লক্ষণীয়, ২০১১-১২'তে আইএলও-র প্রতিবেদন অনুযায়ী পরিসংখ্যান ছিল ২৭.২ু। এই ক্রমহ্রাসমান সংখ্যা এ দেশে মেয়েদের অবস্থা সম্পর্কে অনেক কিছু বলে। বিশেষত দেশের জিডিপি যখন ঊর্ধ্বগামী, তখন কর্মী-নারীর সংখ্যায় নিম্নগতি প্রমাণ করে এ দেশে নারীর প্রতি বৈষম্য কত গভীর!

ঢাকঢোল পিটাইয়া ৮ মার্চ পালন করিবার সময় ভাবিয়া দেখা দরকার যে, কোন কোন সামাজিক প্রতিবন্ধকতার কারণে মেয়েরা উৎপাদনের কাজ থেকে বাদ পড়িয়া যাইতেছে। শুরুতেই ঘরের দিকে তাকানো প্রয়োজন। সম্প্রতি প্রকাশিত অক্সফ্যামের 'অন উইমেন'স ব্যাক, ইন্ডিয়া ইনইকুয়ালিটি রিপোর্ট, ২০২০'-র শুরুর লাইনটিই বলে, "দ্য হোম ইজ ওয়ান অব দ্য মোস্ট কনটেস্টেড স্পেসেস হোয়েন ইট কামস টু জেন্ডার রিলেশনস।... ইট ইজ দ্য ব্রিডিং গ্রাউন্ড ফর জেন্ডার ইনইকুয়ালিটি।" ঘরের কাজের অপরিসীম বোঝা মেয়েদের টাকা রোজগারের কাজে প্রধান অন্তরায়। আইএলও-র ২০১৮ সালের প্রতিবেদন অনুযায়ী, ভারতবর্ষে শহরে ও গ্রামে মেয়েরা প্রতি দিন যথাক্রমে ৩১২ এবং ২৯১ মিনিট বিনা মাইনের গৃহস্থালির কাজে পরিশ্রম করেন। একই কাজে পুরুষ শহরে ২৯ মিনিট এবং গ্রামে ৩২ মিনিট মাত্র সময় ব্যয় করেন। শুধু তা-ই নয়, মেয়েদের এই সেবার কাজের কোনও স্বীকৃতিও আমাদের রাষ্ট্র অথবা সমাজ দেয় না। অথচ মেয়েদের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলেই দেশের উৎপাদনের চাকা নিয়মে চলে। কাকভোর থেকে রেঁধেবেড়ে মেয়েরা ঠিক সময়ে পুরুষের মুখের কাছে ভাতের থালা ধরেন বলিয়াই বাড়ির রোজগেরে ছেলেটি খেয়েদেয়ে, কাচা পোশাক পরে যথাসময়ে কাজে পৌঁছাইতে পারে।

মেয়েদের অর্থকরী কাজে অংশগ্রহণের নিম্নগতির আর একটি কারণ, মেয়েদের গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ এবং ঘরে-বাইরে নির্যাতন। বাড়ির বাইরে পা রাখিতে গেলে, কোন সময় থেকে কোন সময় বাড়ির বাইরে কাজ করা যাইবে, কত দূরে কাজে যাওয়া যাইবে, এ সব বিষয়ে এখনও বেশির ভাগ মহিলার পরিবারের অনুমতির প্রয়োজন হয়। অক্সফ্যাম-এর ২০১৯-এর একটি রিপোর্টে দেখা গিয়াছে, পরিবারের অনুমতি ব্যতিরেকে বাড়ির বাইরে পা রাখিলে ভারতবর্ষে ৫৪.৪ু মহিলার কপালে মার জোটে এবং ৮৬.৪ু মহিলা কড়া সমালোচনার শিকার হন। গতিবিধির স্বাধীনতার অভাবে অনেক মেয়েই বাড়ির থেকে দূরের কাজে যোগ দিতে পারেন না। এ ছাড়াও আছে কাজের জায়গায় যৌন হেনস্থা। কাজের জায়গায় যৌন অত্যাচারের ফলে বহু মেয়ে কাজ ছাড়িতে বাধ্য হন। ঘরের কাজের চাপ, গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ এবং পারিবারিক ও কর্মক্ষেত্রে নির্যাতন মেয়েদের রোজগারের সুযোগ খর্ব করে।

কারিগরি প্রশিক্ষণের অভাবও মেয়েদের রোজগারের সুযোগকে সঙ্কুচিত করে। মেয়েদের অর্থকরী কাজের প্রশিক্ষণ মানেই আমাদের সমাজ এবং রাষ্ট্র বোঝে সেলাই, বড়ি, পাঁপড়, বিউটিশিয়ানের কাজ। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর চোখের মণি ন্যাশনাল স্কিল ডেভলপমেন্ট মিশন-এও মেয়েদের দক্ষতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রগুলি প্রথাগত দক্ষতার মধ্যেই সীমিত। প্রথাগত দক্ষতার বাইরে গিয়েও যে মেয়েদের ইলেকট্রিশিয়ান, প্লাম্বার, গাড়ির অথবা বাসের ড্রাইভার ইত্যাদির কারিগরি প্রশিক্ষণে যুক্ত করা যায়, এবং তার ফলে মেয়েদের কাজের সুযোগ প্রসারিত হয়, সে চিন্তা আমাদের রাষ্ট্র করে না।

কোভিড ১৯-এর ফলে মেয়েদের কাজের অবস্থা আরও সঙ্গিন হইয়াছে। কাজ হারাইয়াছেন অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিকরা এবং দেশের অসংগঠিত ক্ষেত্রে কর্মীদের মধ্যে ৯৩ু নারী। এক দিকে মেয়েরা কাজ হারাইয়া বাড়িতে থাকিতে বাধ্য হইতেছেন, অন্য দিকে পরিসংখ্যান বলিতেছে, অতিমারির পর মেয়েদের উপর গার্হস্থ হিংসা আগের তুলনায় তিন গুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। বাড়িতে বসিয়া থাকিবার ফলে মেয়েদের উপর ঘরের কাজের হুকুমও বৃদ্ধি পাইয়াছে। বিশেষত পুরুষরাও অনেকে কাজ হারাইয়া বাড়িতে থাকিবার ফলে, বাচ্চাদের স্কুল বন্ধের ফলে সংসারের কাজ বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে, কিন্তু সেই কাজে সাধারণত পরিবারের পুরুষদের অংশগ্রহণ দেখা যায় না।

অতিমারির আগে অথবা পরে আমাদের সরকার মেয়েদের কর্মী-বাহিনীতে অংশগ্রহণ বাড়াইবার তেমন কোনও উদ্যোগ করেনি। সরকারের উচিত অসংগঠিত ক্ষেত্রের মেয়েদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা। কারিগরি শিক্ষার ক্ষেত্রে মেয়েদের জন্য প্রথাবহির্ভূত কাজের প্রশিক্ষণ চালু করা দরকার। নারী-নির্যাতন প্রতিরোধে ব্যবস্থা দরকার। মেয়েদের উপর ঘরের কাজের দায় কমাইবার জন্য পাড়ায় পাড়ায় বাচ্চা রাখিবারর ক্রেশ নির্মাণ, মেয়েদের জন্য পথেঘাটে পরিচ্ছন্ন টয়লেট ইত্যাদি পরিকাঠামোও জরুরি। সরকার ছাড়া এ কাজে এগিয়ে আসবে কে!

বই আমাদের পথ দেখায়

।।তীর্থঙ্কর দেব।।

অবশেষে পাওয়া গেল কাঙ্খিত স্টলটিকে। অনেক স্টলের গোলকধাঁধার মাঝে হারিয়ে ফেলেছিলাম। প্রেক্ষাপট ৩৯তম আগরতলা বইমেলা। মেলার এই রূপান্তরের সাক্ষী হয়ে ম'তির গহন অরন্যে বিচরণ করতে করতে শৈশবে বই উল্টেপাল্টে দেখার অভি'তাগুলি পুনরায় সজীব হয়ে উঠছিল। হ্যাঁ, শৈশবেও আসতাম বইমেলায়, বাবার হাত ধরে, গুটি গুটি পায়ে। তখন শিশুমন বিভোর হয়ে থাকত পাহাড়, জঙ্গল, রূপকথায়, অভিযানের নেশায়, ঠাকুরমার ঝুলিতে, রাক্ষস-খোক্ষসের গল্পে, জিয়ন কাঠি মরন কাঠির জাদুতে। উপরি পাওনা বইমেলা ঘুরে দেখার আনন্দ, খাওয়া-দাওয়া। বড় হওয়ার পর গোয়েন্দা গল্পের ভূত মাথায় চেপে বসল। লণ্ডনের সেই বিখ্যাত ২২১ বি, বেকার স্ট্রীটের বাড়ীতে বসে গোয়েন্দা শালর্ক হোমস ও তার সদা বিশ্বস্ত সাথী ডা. ওয়াটসন কি করছেন, তাদের পরবর্তী অভিযান ছিল অন্যতম আকর্ষণ। তখনও সামাজিক মাধ্যম বলতে কি বোঝায় সে সম্পর্কে কোন ধারনাই ছিলনা। টেলিভিশন যা ছিল তা মূলত দূরদর্শনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল, এখনকার মত চ্যানেলের এত ছড়াছড়ি ছিলনা। পত্রিকার গুরুগম্ভীর প্রতিবেদন বোঝতাম না, স্কুলের রোজ নামচা ভালো লাগতো না। ফলে গল্পের বই, পৌরানিক কাহিনী, জলদস্যুদের কাল্পিনিক অভিযানে ব্যাপৃত হয়ে থাকতাম। বই ছিল আমার নির্বাক বন্ধ ও নিরব সাথী।

সেই সময়ে বইমেলার বিস্ত'তি আজকের মত এতটা ছিলা না। সময়ের বিবর্তনে প্রক'তির নিয়মেই মেলার পরিবর্তন ঘটেছে। পরিবর্তন হয়েছে ভাবনায়, আঙ্গিকে, রূপায়নে, পরিসরে। শৈশবের মেলা কৈশোর অতিক্রম করে যৌবন অতিক্রম করছে। এক্ষেত্রে সদর্থক ভূমিকা নিয়েছেন রাজ্যের বুদ্ধিজীবি মহল, সহায়তায় এগিয়ে এসেছে রাজ্য সরকার। আলোচনা হয়েছে কিভাবে এই মেলাটিকে আরও বৃহৎ পরিসরে নিয়ে যাওয়া যায়, আরও আধুনিক রূপ দেওয়া যায়, এর পরিচিতি কিভাবে আরও বাড়ানো যায় তা নিয়ে। যার ফলশ্রতিতে মেলা স্থানান্তরিত হয়েছে আগরতলার হাঁপানিয়াস্থিত আন্তর্জাতিক মেলা প্রাঙ্গনে। কারণ মেলা করার মতো পর্যাপ্ত জায়গা ও সুব্যবস্থা রয়েছে এখানে। রয়েছে সংস্ক'তিক অনুষ্ঠান করার সুবিশাল স্থায়ী ম', দর্শকসনের ব্যবস্থা, খাওয়ার স্টল, মেলা সুষ্ঠ ভাবে পরিচালনা করার জন্য আলাদা, আলাদা অফিস, যানবাহন ও পার্কিং এর ব্যবস্থা।

এবারের বইমেলা নিয়ে শুরুতে একটা অনিশ্চয়তা ছিল। করোনা অতিমারিতে আক্রান্ত হল সমগ্র পৃথিবী। লক্ষ লক্ষ মানুষ আক্রান্ত হলেন। বহু প্রাণ চলে গেল করোনায়। সমাজ ব্যবস্থা, অর্থব্যবস্থা, ব্যবসা বানিজ্যে আঘাত পড়ল। কোটি কোটি লোক গৃহবন্দী হয়ে রইলেন দিনের পর দিন। সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখা ছিল করোনা অতিমারি প্রতিরোধে এক মাত্র অ'। এমতাবস্থায় বইমেলার ভবিষৎ নিয়ে প্রশ চিহ্ন ছিল। কিন্তু বি'ানীরা বি'ানকে হাতিয়ার করে কোমড় বেধে নেমে পড়লেন করোনার প্রতিষেধক আবিস্কারে। দীর্ঘদিনের সাধনায় অবশেষে বহু আকাঙ্খিত প্রতিষেধক আবিষ্ক'ত হলো। আমাদের দেশে এবং রাজ্যে সাফল্যের সঙ্গে টিকাকরণও শুরু হলো।

রাজ্যের বইপ্রেমীরা, লেখক-প্রকাশকরা আশায় বুক বাঁধলেন। সবার একটাই কথা বইমেলা যেন আবার শুরু হয়, প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্যবিধি মেনে, সতর্কতা অবলম্বন করে। বইমেলা শুধু ক্রেতা বিক্রেতার সম্পর্কে আবদ্ধ একটি মেলা নয়। বইমেলা মনন ও মেধার মেলা। বইমেলার এই কয়েকটি দিনের জন্য সারা বছর আমরা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করি। কারণ বই আমাদের বিশ্বস্ত বন্ধ। বই আমাদের পথ দেখায়।

নিঃসঙ্গতাঃ নিদারুণ এক সামাজিক অভিশাপ

প্রথমরঞ্জন ভট্টাচার্য

ছোটবেলার পাড়ার চিত্রাদি। মা-বাবা নেই, মামার বাড়িতে মানুষ। সুশ্রী, ফর্সা ছিপছিপে চেহারা। ভারি সুন্দর মুখের মিষ্টি হাসি সমস্ত মুখ ছড়িয়ে, বিনম্র ব্যবহার, মার্জিত রুচিসম্পন্ন কথাবার্তা। সবাই ভালোবাসে। বাড়িতে ঘরকন্নার সমস্ত কাজ করে যেটুকু সময় পান তাই দিয়ে স্কুল, কলেজ। সাম্মানিক বিএ পাশ করে স্কুলে চাকরি। অবিবাহিত না। ওনার বিয়ে নিয়ে মাথা ঘামিয়ে কেউ সময় নষ্ট করেনি। উনি নিজেও নিজের জন্য সচেষ্ট হয়ে কোনও উদ্যোগ নিতে পারেননি। সহকর্মীদের চেষ্টায় একফালি জমি কিনে, পেনশনের টাকায় ছোট একটা বাড়ি। চিত্রাদি একা। অনেক খোঁজখবর করে গিয়েছিলাম দেখা করতে। শীর্ণ চেহারায় অনেক পরিবর্তন। বদলায়নি শুধু সেই সুন্দর মিষ্টি হাসি। খোঁজ নেওয়ার নেই কেউ। নেই কোনও অভিযোগ। পিছনের ঘরে জানালার গরাদে মাথা ঠেকিয়ে চুপচাপ আকাশ দেখেন। মাধে মাধে নিজের নিস্তব্দতা, একাকীত্ব, নিঃসঙ্গতা ভাঙেন। মোবাইলে অ্যালার্ম দেন মাঝে মাঝে, বেজে ওঠে আলার্ম। অলীক স্বপ্নের ঘোরে ভাবন-এই তো, ফোন করেছে কেই। খোঁজ নিতে। তারপর ফোন নিজে নিজেই নিস্তব্দ হয়ে যায়। দিন গিয়ে রাত কাটে, ভোর হয়। নেই কোনও ছন্দপতন, কোনও কিছু নতুন। অনেকত নিঃসঙ্গদের মধ্যে উনি একজন। চলে আসার সময় পিছনে তাকিয়ে দেখি—জানালার গরাদ দরে ক্লিষ্ট মুখে, অপলক চোখে, মুখে সেই সুন্দর মিষ্টি হাসি নিয়ে স্থিরচিত্রে চিত্রাদি থাকিয়ে আছে আমার দিকে। পিচনে চাপ চাপ শূন্যতা আর জমাট বাঁধা নিঃশঙ্গতা---আই ফিল সো লোনলি—দেয়ার ইজ অ্যা বেটার প্লেস দান দিস এমন্টিনেস। শুনতে ভালো লাগে--- আজ অ্যা হোয়চি ক্যান্ডাল ইন অ্যা হোলি প্লেস, সো ইজ দ্য বিউটি অব অ্যান এজেড ফেস। কিন্তু বাস্তবে সত্যিই কি তাই? মন্দিরে আমরা তো অনেকেই মোমবাতি জ্বালাই কিন্তু খোঁজ নিই কি কোন বয়সী মুখের? এমনকি সে যদি আমাদের মধ্যেই থেকে থাকে, আমাদেণই পরিবারে। সময় হয় কি আমাদেণ? বয়সের ভারে বলিরেখা বিন্যস্ত মুখের কথা শোনার আঁকিবুঁকি কাটা তাঁদের মুখের সুন্দরতা খোঁজার বা দেখার? রিকি মার্টিনের বিখ্যাত পপ সঙ্গীতের মর্মবেদনা—নো বডি ওয়ান্টস টু বি লোনলি' অনেকের বুকে জমে থাকা কান্না---আই অ্যাম সো লিসেনিং.... তবুও বুকভরা নিঃসঙ্গতার বেদনা ও বোঝা নিয়ে থাঁদের মন গেঠে ওঠে। বড় একা লাগে এই আঁধারে কেমনে ছিলেন বুলে এই বেদনাকে এই তো ভালো ভাবি একা ভুলে থাকা।

সবকিছু ভুলেই একা থাকেন তাঁরা থাকতে হয়। শূন্যতার আর একাকীত্বই তাঁদের একমাত্র সম্বল আর সঙ্গী। ভারতে বর্তমান জনসংখ্যা ১৩৮.৬ মিলিয়ন, পৃথিবীর জনসংখ্যার (৭.৮ বিলিয়ন) ১৭.৭ শতাংশ।

২০২১ সালে সমীক্ষা অনুযায়ী ভারতে বয়স্ক লোকের (৬০ বছর বা তার বেশি) সংখ্যা ১০৪ মিলিয়ন যার মধ্যে মহিলা ৩৫ মিলিয়ন এবং পুরুষ ৫১ মিলিয়ন। ওই সমীক্ষা অনুযায়ী ১৫ মিলিয়ন মানুষ একদম একা থাকে এবং নিঃসঙ্গ এবং এর তিন চতুর্থাংশ মহিলা নিঃসঙ্গাতা আত্মহননের চিন্তায় আচ্ছন্ন করে রাখতে পারে এবং অনেকেই এই রকম চিন্তা বর্শবর্তী হয়ে আত্মহত্যার চেষ্টায় উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠতে পারেন, যদিও প্রকৃত ইচ্ছা তা নয় (প্যারা সুইসাইড)। অনেকে অ্যালজাইমার বা বিস্মরণে বোগেন, যা শরীরের প্রকিরক্ষা ব্যবস্থা (ইমিউন সিস্টেম) এবং হৃদযন্ত্র প্রভৃতিকে ক্ষতিগ্রস্থ করে তুলতে পারে, নিঃসহগতা প্রতিরক্ষাজনিত ব্যবস্থার ক্ষতি (ইমিউনোলজিক্যাল ই ম্পেযাব মেন্ট), কার্ডিয়ো-ভাস্কুলার ব্যবস্থা মধ্যে অসঙ্গতি এবং স্নায়িবিক-অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি (নিউরো এন্ডোক্রাইন) -দের মধ্যে পরিবর্তন ঘটিয়ে আমাদের শারীরিক ও মানসকিভাবে দুর্বল করে তুলতে পারে এবং আমরা সহজেই রোগের শিকার হয়ে উঠতে পারি। অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি আমাদের শরীরে নানারকম উৎসেচক (এনজাইন এবং হরমোনোর ক্ষরণের জন্য দায়ী এবং এদের মধ্যে পরিবর্তনেরফলে উৎসেচক এবং হরমোনের ক্ষরণের মাত্রার তারতম্য ঘটে পলে শারীরিক, মানসিক এবং স্নায়বিক অসুস্থতা দেখা দেয়। নিঃসঙ্গাতা কবলমাত্র বয়স্ক লোকদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, অনেকে বাল্য বয়স থেকেই এর শিকার হয়। অনেকে পরিবারের মধ্যে থেকেও নিঃসঙ্গ হয়ে পড়েন। পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের সময় নেই তার দিকে নজর দেওয়ার, খাঁজখবর করার বা কথা বলার। বিশেষ করে বিধবা এবং বিপত্নীক বয়স্কদের ক্ষেত্রে। খুব উচ্চবিত্ত পরিবারে স্বামী খুব উচ্চপদস্থ এবং কর্মব্যস্ত স্ত্রীরা সাধারণত একা হয়ে পড়েন। যে পরিবারে স্বামীনস্ত্রী দু''জনেই খুব উচ্চপদস্থ এবং কর্মব্যস্ত, সেখানে সন্তান একাকী হয়ে পড়ে, মা-বাবার সাহচর্য থেকে বঞ্চিত হয়ে। নিঃসঙ্গতার প্রকারভেদ:

একাকীত্ব বা নিঃসঙ্গতাকে তিনটি পর্যায়ে ভাগ করা যেতে পারে:

১. অবস্থার গতিকে নিঃসঙ্গ: আর্থ-সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক পরিস্থিতি, অপ্রীতিকর এবং অভাব,

পরিযানের (মাইগ্রেশন) ফলে, ব্যক্তি সংঘাত এবং সংঘর্ষ, পারিবারিক দুর্ঘটনা, স্বজন বা নিকট কাউকে হারানো প্রভৃতি কারণে নিঃসঙ্গতা দেখা দেয়, বিশেষ করে বয়স্ক লোকদের মধ্যে। গড় আয়ুর বৃদ্ধির সাথে সাথেএবং জনসংখ্যায় মহিলাদের অনুপাত বৃদ্ধি এই ধরনের নিঃসঙ্গতা বৃদ্ধির মূলে।

২. উন্নতি তি নিঃসঙ্গতা: প্রত্যেক মানুষের এক ইচ্ছা অন্তরঙ্গ হওয়ার এবং অন্যের সাথে সম্পর্কিত হওয়ার। মানুষ হিসেবে আমাদের উন্নতির জন্য এটা অপরিহার্য এবং অত্যাবশ্যক। আবার এই প্রয়োজন ছাড়াও ব্যক্তিস্বাতনর এবং নিজেকে জানা এবপং স্বীয়সত্বকে উন্নত ও প্রস্ফুটিত করে তোলার জন্য অত্যন্তপ্রয়োজন একা হওয়া এবং স্বেচ্ছা একাকীত্ব। সর্বাধিক সন্তোষজনক উন্নতি ও বিকাশের জন্য এই দুইয়ের মধ্যে খুব প্রয়োজন এক ভারসাম্য অবস্থা। এর অভাব ঘটলে ব্যক্তির জীবনে দেখা দেয় শূন্যতা, অপরিণতি, অপূর্ণতা এবং একাকীত্ব। ব্যক্তি জীবনে অভাব, অপরিণত উন্নতি ও বিকাশ, সামাজিক যোগাযোগের স্বল্প পরিসর, দারিদ্র, জীবনযাত্রার দুরবস্থা, শারীরিক/মানসিক অসামর্থতা প্রভৃতি এই ধরনের নিঃসঙ্গতার মুলে। ভাইবোন বা পরিবারের অন্যদের সঙ্গে মানসিক যোগাযোগের অভাব বয়সের বিরাট পার্থক্যের ফলে, অন্তরঙ্গতার অভাব এই নিঃসঙ্গতার সৃষ্টি করে।

৩. অভ্যন্তরীণ নিঃসঙ্গতা: একা থাকা মানেই কোনও ব্যক্তি নিঃসঙ্গ, তা নয়। একা থাকার উপলব্ধি এবং বোধ এবং সেই ধরনের নেতিবাচক চিন্তাভাবনা কোনও মানুষের একাকী ও নিঃসঙ্গ হওয়ার মূলে। নিজের সম্বন্ধে নীচু ধারণা এবং নিজের যোগ্যতা সম্পর্কে নিম্নমানের ধারণা এবং নিজেকে অনুপযুক্ত ভাবা মানুষকে একাকী ও নিঃসঙ্গ করে তোলে। ব্যক্তিত্ব, মানসিক তাড়না, অপরাধ বোধ, নিজের সম্বন্ধে অনুপযোগী ধারণা এই নিঃসঙ্গতা মূলে।

নিঃসঙ্গতা নির্ণয়:

নিঃসঙ্গতা নিরাময়যোগ্য এবং একমুখী (ইরিভারসবল) নয়। লোকের সাথে ক্রমশ যোগাযোগ বাড়িয়ে, সমমনোভাবাপন্ন লোকের সানিধ্যে, এড়িয়ে চলা থেকে বিরত থেকে (অ্যোভয়েডিং দ্য আযাভয়েডিং টেন্ডেলি), সুস্থ এবং স্বাভাবিক চিন্তাভাবনার মাধ্যমে। তবে গুরুতর পর্যায়ে অথবা তার আগেই মনোবিদের পরামর্শ (কাউন্সেলিং) এবং সুচিকিৎসকের সাহায্য নেওয়া উচিত। নিঃসঙ্গতা এখন এক গুরুতর সামাজিক স্বাস্থ্য সমস্যা এবং নিদারুণ এক সামাজিক অভিশাপ হিসেবে দেখা দিয়েছে। মাদার এবং মারাত্মক রোগ টিবি বা লেপ্রসি নয় বরং অবস্থিত হওয়া, ভালোবাসার অভাব, অযত্ন এবং একাকীত্ব। শারীরিক রোগ আমরা সুচিকিৎসার মাধ্যমে সারাতে পারি ওষুধের সাহায্যে, কিন্তু নিঃসঙ্গতার অসহায়তাকে এবং মানসিক দুর্দশাকে নির্মূল করতে পারে একমাত্র ভালোবাসা..."। সুতরাং মানসিক রোগ একটি ব্যাধি। সুচিকিৎসা, সহৃদয় পরিবেশ এবং একটু সহযোগিতা ও সহমর্মিতা সুস্থ ও স্বাভাবিক করে তুলতে পারে অমূল্য একটি জীবন।

জীববিজ্ঞানে: সামাজিক বিচ্ছিনতা এবং একাকীত্বের অনুভূতি যে কোনও বয়সে হতে পারে। পরিবারের মধ্যে থেকেও অনেকে নিঃসঙ্গ। অল্পবয়সী বয়স্কদের ক্ষেত্রে নিঃসঙ্গতা উদ্বেগ, উৎষ্ঠা, ক্রোধ, নেতিবাচক নৈপুণ্যতার অভাব, আবেগজনিত স্থায়িত্বের অভাব প্রভৃতির শিকার হন। যদিও বয়স্ক লোকদের মধ্যেই এবং ৬০ বছরের উর্ধ্বে সামাজিক বিচ্ছিন্নতা এবং নিঃসঙ্গতা দেখা যায়। অবসর গ্রহণ এবং কম আয় প্রিয়জনদের দূরে সরিয়ে দেয় এবং শারীরিক অসুবিধা এই দূরত্ব আরও বাড়িয়ে দেয়। বর্তমানে সামাজিক মাধ্যম, ইন্টারনেট, স্মার্ট ফোন, ল্যাপটপ প্রভৃতি "দুর থেকে অন্তরঙ্গ হেল্টিম্যাসি ত্যাট ত্যা ডিসট্যান্স) হয়ে ওঠে। যদিও এর ভালোমন্দ নিয়ে প্রশ্ন আছে। অংশগ্রহণে অক্ষমতা নিঃসঙ্গতার বোঝা আরও বাড়িয়ে দেয়।

বিবত র্নবা দেত্ত (এভোলিউশনারি থিয়োরি অব লোনলিনেশ, ইটিএল) নিঃসঙ্গতার হদিশ পাওয়া যায় হোমিনিভদের উদ্ভবেরও অনেক আগে। সামাজিক বিচ্ছিন্নতা অর্থাৎ একাকীত্বের অনুভূতি জাগে যখন পারস্পরিক সুবিধা ও পরার্থপরতার (অ্যালটইজম) ভিত্তিতে গড়ে ওঠা সমাজে বিবর্তনজনিত সক্ষমতার অভাব ঘটে ব্যক্তিবিশেষের তখন তার কাছে অন্যান্য জীবের বিবর্তনজনিত সক্ষমতাকে স্বার্থপরতা বলে মনে হয়। মানুষের মধ্যে এই স্বার্থপরতা তার অবচেতন সত্তায় কাজ করে এবং সক্ষমতার এই অভাবের সমস্যা বিবর্তনের মতই প্রাচীন এবং সেই সূত্রে মানুষের নিঃসঙ্গতাও। ইটিএল নিঃসঙ্গতার অভিযোজিত।

প্রাণরসায়নে (বায়োকেমিষ্ট): নিঃসঙ্গতা চিন্তাভাবনার ক্ষতি করে, বিশেষ করে তথ্যাদি বিশ্লেষণে। জ্ঞানাত্মক ক্রিয়াকর্ম ও সামর্থের অক্ষমতা, অবসাদভাব, অনিদ্রা, রক্তচাপ বৃদ্ধি ইত্যাদি। নিঃসঙ্গতা স্মৃতিশক্তিরও ক্ষতি করে। নিঃসঙ্গ ব্যক্তির কর্টিসল নামে স্ট্রেস হরমোনের ক্ষরণের মাত্রা বৃদ্ধি পায় ফলে জ্ঞানাত্মক ক্ষমতা এবং ক্রিয়াকর্ম ব্যাহত হয়, প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা (ইমিউন সিস্টেম) ক্ষতিগ্রস্থ হয়, ভ্যাস্কুলার সমস্যা বৃদ্ধি পায় এবং অবসাদ ও উদ্বেগ, উৎকণ্ঠাকে বাড়িয়ে দেয়। মস্তিষ্কে বিটাত্ত অ্যামাইলয়েড এবং টাও প্রোটিনের মাত্রা বৃদ্ধি পায়। এই প্রোটিনরা বিস্মরণ বা আযলজাইমার রোগের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। তা ছাড়াও মানসিক যন্ত্রণা, নেতিবাচক চিন্তাভাবনার মুলেও এই প্রোটিনরা।

মনোবিজ্ঞানে: দেখা গিয়েছে নিঃসঙ্গতার সাথে ব্যক্তিত্বের নিবিড় যোগ আছে। প্রবল ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ব্যক্তিদের এবং কম ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ব্যক্তিদের নিঃসঙ্গ হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা বেশি। প্রথম ক্ষেত্রে লোকে আর গুরুত্ব দেয় না বলে এবং দ্বিতীয় ক্ষেত্রে গুরুত্ব পায় না বলে। ফলে তারা নিজেদের নিঃসঙ্গ করে নেন। এই স্বেচ্ছা-নিঃসঙ্গতা বংশানুগত এবং ৩৫ শতাংশ উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত।

বহির্মুখী ব্যক্তিরা কম নিঃসঙ্গ বোধ করেন তুলনায় ইনট্রোভার্ট ব্যক্তিরা নিউরোটিক (দেশনগ্রস্থ ওয়ারি) ব্যক্তিরা বেশি নিঃসঙ্গতায় ভোগেন। এবং এই বিষয়ে বংশানুগত প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। বংশানুগত যোগাযোগ (জেনেটিক রিলেটেডনেস): ব্যবহারিক (বিহেভিয়রাল) জেনেটিক্সের মতে নিঃসঙ্গতা অনেকটা উত্তরাধিকার সুত্রে প্রাপ্ত বৈশিষ্ট্য। স্নায়ু সংবাদ পবি বাহক (নিউরেক্রামিটারস) এবং প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার সাথে যুক্ত বিভিন্ন বংশানু এর মূলে। ব্রিটেনে ৪৮৭,৬৪৭ জন ব্যক্তির এক সমীক্ষায় জানা গিয়েছে ১৫টি বংশানুসংলগ্র অংশ দায়ী। মেদবৃদ্ধি এবং সেই সংক্রান্ত বংশানুদের সাথেও নিঃসঙ্গতার যোগ আছে। যদিও "নিঃসঙ্গতার বংশানু লোনলিনেস জিনস) বলে কোনও বংশানুকে এখনও শনাক্ত করা যায়নি। তবে বংশানুর প্রভাব সুনিশ্চিত।

স্নায়ুবিজ্ঞান নিউরোসায়েস) স্নায়ুবিজ্ঞানী কে টাই এক প্রশ্নের উত্তর খুঁজছিলেন-ত্ত মানুষ যখন নিঃসঙ্গ বোধ করে তখন তার সামাজিক যোগাযোগের আকাঙক্ষা কি একজন ক্ষুধার্ত মানুষের খাবারের আকাক্ষঙার মতোইপ্রবল হয়ে ওঠে? বিজ্ঞানীরা উত্তর খুঁজছিলেন মতিক্ষের স্নায়ুবর্তনিতে (নিউরোলজিকাল সার্কিট) "অপ্টোজেনেটিক্সের (আলোকসম্মলিত বংশানুগত পদ্ধতি)-র সাহায্যে। আলোক সংদেনশীল প্রোটিনকে মস্তিষ্কের স্নায়ুকোষের মধ্যে ঢুকিয়ে ফাইবার-অপ্টিক কেবলের মাধ্যমে আলোক -প্রক্ষেপণের দ্বারা সেই সযুকোষদের উজ্জীবিত বা নির্জীবিত করে কার্যেক্রমেই উদ্দেশ্য করে যা স্বল্পস্থায়ী জীবিত অবস্থার উপযোগী কিন্তু বর্তমান সমাজে এর দীর্ঘস্থায়ী কুফল দেখা দেয়। এই ব্যাপারে মানুষের মস্তিষ্ক এবং আচরণ অনেকাংশ দায়ী। বর্তমানে সমাজ সামাজিক গঠনমূলতার বৈশিষ্ট্যকে কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে মনে করে না বরং সামাজিক এবং জৈবিক মনে করে না বরং সামাজিক এবং জৈবিক প্রক্রিয়াগুলিকে বিশেষ প্রাধান্য দেয়। বিবর্তনজনিত সক্ষমতার ফলে কোনও যুবক যদি দ্রুতপদে কোনও বয়স্ক লোকের থেকে এগিয়ে যায় এবং বয়সী ব্যক্তি যদি যুবকের সাথে হেঁটে পাল্লা দিতে না পারে তাহলে যুবকের পক্ষে লোকটিকে অপাঙক্তের মনে হতেই পারে এবং বয়স্ক লোকটিরও যুবককে স্বার্থপর মনে হতে পারে যে যুবকটি তাকে ফেলে চলে গেল। অথচ দুটো ঘটনাই বিবর্তনের দিক থেকে স্বাভাবিক। জবনের শেষ প্রান্তে প্রায় সমস্ত বয়স্ক লোকদের ক্ষেত্রে এটাই ঘটে এবং তাঁদের একা হয়ে যেতে হয়। এবং এক রকম ঘটতে বহু যুগের ওপারেও অন্যান্য জীবদের ক্ষেত্রে এই পৃথিবীর বুকে মানুষের পদচারণারও আরও অনেক আগে।

অনুষ্ঠানে দু-একটা কথা দিয়ে শুরু করুন পাশের লোকের সঙ্গে। আপনি একা এই ভাবনাটা দূর করুন।

সমমনোভাবাপন্ন ব্যক্তিঃ আপনি যাতে অনুরক্ত---বই পড়া, লেখালেখি, সহগীত প্রভৃতি, সেইরকম কোনও ক্লাব বা সংগঠনে যোগ দিন মনের মতো লোক পাবেন মনের কথা বলার জন্য। নিঃসঙ্গতা দূর হবে।

মন্দিরে দেবলায় কাছাকাছি কোনও মন্দির বা দেবালয়ে যান, যেকানে জনসমাবেশ হয়। দু-একজনের সাতে দু-একটা বাক্যালাপ করুন, একাকীত্ব কাটবে।

লিখে ফেলুন আপনাকে লেখক হতে হবে না, শুধু নিজের চিন্তাভাবনা, অনুভূতি ও অভিজ্ঞতাকে কাগজে কলমে ফুটিয়ে তুলুন। একাকীত্ব ঘুচবে সময় কাটবে।

প্রাণী যোগাযোগ জীবজন্তরা আপনার ভালোবাসার মূল্য দেবে, তাদের সঙ্গে কিছুক্ষণ সময় কাটান। বালো লাগবে।

বাইরে যান একটা খাওয়া এবং কোনওরকমে গেলা—দুটো প্রায়ই একই। এর হাত থেকে পরিত্রাণ পেতে মাঝে মাঝে বাইরে খান। আপনার পাশে বসে একজন খাচ্ছে, ভালো লাগবে। নিজেক একা মনে হবে না।

চারদিকে চেয়ে দেখুন রাস্তার ধারে কোথাও বসে পথে লোকচলাচল দেখুন। কত বিচিত্র মানুষ, বেশভূষা, কত রকম আর্থ সামাজিক অবস্থা। দেখবেন পথচলতি দু-একজন হয়তো যেচে আপনাকে তাঁদের মনের কথা বলবে, মনোযোগ দিয়ে শুনুন। কেননা আমি হৃদয়ের কথা বলিতে ব্যাকুল শুধাইল না কেহ। না শুধানোর প্রয়োজন নেই, শুধু মন দিয়ে শুনুন সহমর্মী হন। আর্থিক সাহায্য অনেকেই চায় না, শুধু চায় একটু মনের কথা বলার এবং শোনা লোক। তাঁদের কথা শুনুন, তাঁরা হয়তো আপনার চাইতেও নিঃসঙ্গ। আপনার নিঃসঙ্গতা গুচবে।

গাছ ভালবাসুন ঘরে দু-একটা গাছ লাগান। একটা জীবন্ত প্রাণ আপনার সঙ্গী হবে। তাদের পরিচর্যা করুন, সময় কাটবে। সাহায্য নিন এত করেও যদি একাকীত্ব না ঘোচে তাহলে ডাক্তার মনোবিদের সাহায্য নিন।

সমাজের করণীয় সমাজের দায়িত্ব বয়স্ক, নিঃসঙ্গ ব্যক্তিদের সামাজিক বোঝা না ভেবে বর্তমান সুযোগসুবিধা ও সুখস্বাচ্ছন্দের মূলে তাঁদের অবদানকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করে তাঁদের সাহায্যে এগিয়ে আসা। বিদেশে অনেক ছাত্রছাত্রী স্বতস্ফূর্তভাবে বয়স্ক লোকদের সঙ্গ দেন, তাঁদের একাকিত্ব ঘোচান। আমাদের দেশের ছাত্র সংগঠন ওসমাজ সংগঠনগুলি এই ব্যাপারে এগিয়ে আসতে পারে এবং অনেকে হয়তো এগিয়ে এসেছেও।

আর নিঃসঙ্গতা ঘোচানোর সবচেয়ে মোক্ষম উপায় নিজেকে নিজের সবচেয়ে বড় সহগী এবং বন্ধু করে তুলুন। ভুল করে ও নিঃশঙ্গ ভাববেন না। মনে রাখবেন, হয়তো আপনি একা, কিন্তু নিঃসঙ্গ নন। অ্যালোন বাট নট লোননি। আপনার চারপাশে সবাই আছে। আপনি একা নন। আপনি নিঃসঙ্গও নন।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

আগরতলা বইমেলা রাজ্যের এক ঐতিহ্য

।। সিদ্ধার্থ শংকর পাল ।।

বই ছাড়া ঘর যেন আত্মা ছাড়া শরীর। সময়ের সাথে সাথে মানব সভ্যতা আধুনিক হচ্ছে। আর এই আধুনিকতাময় জীবনে বইয়ের গুরুত্ব দিনে দিনে বেড়েই চলছে। কারণ বই শুধু মানুষকে শিক্ষিতই করে না প্রক'ত অর্থে সচেতনও করে তোলে। মানব জীবনে ভালো মন্দ বোঝার ক্ষেত্রে পথপ্রদর্শক হিসেবে কাজ করে বই। বর্তমান সমাজে বহু প্রচলিত সামাজিক মাধ্যম মানুষকে ততটা 'ানী বা শিক্ষিত করতে পারে না যা করে তোলে একমাত্র বই। আর এই বইকে কেন্দ্র করেই বিশ্বের বিভিন্ন দেশে এবং ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্যেও আয়োজিত হয় বইমেলা। আমাদের পার্বত্য রাজ্য ত্রিপুরাতেও এর ব্যতিক্রম দেখা যায় না। ত্রিপুরায় প্রতিবছর আয়োজিত হয় বইমেলা। আশির দশকের শুরুতে রাজ্যে বইমেলার সূচনা হয়। শৈশব কাটিয়ে এখন আগরতলা বইমেলা এই রাজ্যের এক ঐতিহ্য। এ বছর ৩৯তম বইমেলা আয়োজিত হচ্ছে হাঁপানিয়া আন্তর্জাতিক মেলা প্রাঙ্গণে। মূলত গত বছর থেকে হাঁপানিয়ায় আয়োজিত হচ্ছে এই বইমেলা। মূল শহরের ভিড় থেকে কিছুটা দূরে হচ্ছে এই বইমেলা। মূল শহরের উপকণ্ঠে এই বইমেলার আয়োজন সত্যিই এক প্রশংসনীয় উদ্যোগ। রাজ্য সরকারের তথ্য ও সংস্ক'তি দপ্তর বইমেলার আকর্ষণ বাড়াতে নিয়েছে বিভিন্ন উদ্যোগ। শহরের বিভিন্ন এলাকা থেকে যেন অনায়াসে বইপ্রেমীরা বইমেলায় আসতে পারেন তার জন্য দেওয়া হয়েছে ফ্রি বাস সার্ভিস। করোনা পরিস্থিতির ফলে ব্যবসায়ীদের কথা মাথায় রেখে নেওয়া হচ্ছে না স্টল রেন্ট, রেজিস্ট্রেশন ফি, এমনকি ইলেকট্রিসিটি চার্জও। এবছর বইমেলায় ত্রিপুরার পাবলিশার্স ছাড়াও কলকাতা, গুয়াহাটি, দিল্লি থেকেও বই ব্যবসায়ীরা নিজেদের স্টল খুলে বসেছেন। রয়েছে আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ বাংলাদেশের প্যাভিলিয়ন।

বইমেলার পর্যাপ্ত পরিসরে বইপ্রেমীগণ শুধু বই কিনছেন এমনটাও নয়। নিজেদের বন্ধ বান্ধব, আত্মীয়দের সাথে উপভোগ করছেন প্রাক'তিক সৌন্দর্যও। আর এসব কারণেই প্রক'ত অর্থে এই মেলা তার স্বার্থকতা পাচ্ছে। এসব ছাড়াও বইমেলার সাংস্ক'তিক মং প্রতিদিন চলছে কবি সম্মেলন, আলোচনা সহ স্থানীয় এবং বহির্রাজ্যের শিল্পীদের পরিবেশনা। আসাম, মেঘালয়, সিকিম, নাগাল্যাণ্ড সহ উত্তর পূর্বের সবকটি রাজ্যের শিল্পীরা নিজেদের সাংস্ক'তিক নাচ গান তুলে ধরছেন এই মং। আসামের বিহু, মেঘালয়ের ওয়াংগালা, মিজোরামের ব্যাম্বো ডান্স ইত্যাদি বইপ্রেমিকদের মানসিক বিনোদন দিচ্ছে। এ সমস্ত উদ্যোগ যে এ বছরের বই মেলাকে স্বার্থক করে তুলতে বন্ধপরিকর তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। ২৬ ফেবয়ারি থেকে শুরু হওয়া ১৪ দিনব্যাপী এই বইমেলার সমাপ্তি দিন আগামী ১১ মার্চ। সবাই আশাবাদী আগামী দিনগুলিতে বই প্রেমীগণ আরও বেশি করে নিজেদের উপস্থিতির জানান দিয়ে এই বইমেলাকে পরিপূর্ণ করে তুলবেন।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

জাগরণ

গৌরবের ৬৭ তম বছর

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■9 March, 2021 ■আগরতলা, ৯ মার্চ ২০২১ ইং■ ২৪ ফাল্গুন ১৪২৭ বঙ্গাব্দ, মঙ্গলবার ■RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ পৃষ্ঠা তিন

নির্বাচনী আচরণ লঙ্ঘনের অভিযোগ এনে কমিশনে নালিশ সিপিএমের, কটাক্ষ বিজেপির

আগরতলা, ৮ মার্চ (হি.স.)।। ত্রিপুরায় সরকার গঠনর তিন বছর পূর্তিতে ৯ মার্চ স্বামী বিবেকানন্দ ময়দানে প্রস্তাবিত সমাবেশ-কে ঘিরে নির্বাচন আচরণ বিধি লঙ্ঘনের অভিযোগ এনে রাজ্য নির্বাচন কমিশনের দ্বারস্থ হয়েছে সিপিএম। তাতে, তীব্র কটাক্ষ করেছে শাসক দল বিজেপি। বিজেপি মুখপাত্রের কথায়, সিপিএম আসলে কমপ্লেইন পার্টি অফ ইন্ডিয়া। তারা শুধুই অভিযোগ জানাতেই জানে।

ত্রিপুরা এডিসি নির্বাচনকে ঘিরে স্ব-শাসিত জেলা পরিষদ এলাকায় নির্বাচন আচরণ বিধি লাগু হয়েছে। ৯ মার্চ ত্রিপুরায় বিজেপি-আইপিএফটি জোট সরকার গঠনের তিন বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে স্বামী বিবেকানন্দ ময়দানে সমাবেশের আয়োজন করেছে ত্রিপুরা সরকার। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ভিডিও কনফারেন্স-এ ওই সমাবেশে অংশ নেবেন। মৈত্রী সেতু সহ একাধিক প্রকল্পের উদ্বোধন করবেন তিনি।

সিপিএম ত্রিপুরা রাজ্য সম্পাদক গৌতম দাস ওই সমাবেশ থেকে এডিসি-এর ভোটারদের নানা প্রলোভন দেখানো হবে বলে অভিযোগ এনেছেন। তিনি রাজ্য নির্বাচন কমিশনারকে ওই সমাবেশের মাধ্যমে নির্বাচনী আচরণবিধি লঙ্ঘন করা হবে বলে ত্রিপুরা সরকারের বিরুদ্ধে নালিশ জানিয়েছেন। এবিষয়ে শাসক দল বিজেপি সিপিএমর তীব্র ভাষায় সমালোচনা করেছে। দলের মুখপাত্র সুব্রত চক্রবর্তী বলেন, সিপিএম আসলে কমপ্লেইন পার্টি অফ ইন্ডিয়া। তারা শুধুই অভিযোগ করতে জানে।

তাঁর কথায়, সিপিএম ক্ষমতাসীন থাকাকালীন কখনও কোন অভিযোগ গৃহীত হত না। এখন সেই পরিস্থিতির পরিবর্তন হয়েছে। তাদের অভিযোগর নির্বাচন কমিশন প্রয়োজনে ব্যবস্থা নেবে। এদিন বিজেপি প্রদেশ সাধারণ সম্পাদক টিঙ্কু রায় বলেন, ৯ মার্চ-এর অনুষ্ঠান সরকারিভাবে স্বামী বিবেকানন্দ ময়দানে অনুষ্ঠিত হবে। আমরা আমন্ত্রণ পেয়েছি। অন্য, রাজনৈতিক দলগুলিকেও আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। যাদের ইচ্ছা হবে তারা সমাবেশে অংশ নেবেন। জোর করে কাউকে সমাবেশে আনা যায় না। আইপিএফটির ওই সমাবেশে অংশ গ্রহণ-এর প্রসঙ্গে কটাক্ষের সুরে একথা বলেন তিনি।

প্রসঙ্গত, সরকার গঠনের তিন বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে ৭ মার্চ থেকে বিভিন্ন দলীয় কর্মসূচি শুরু করেছে বিজেপি। সুব্রত বাবু বলেন, যুব মোর্চার উদ্যোগে রক্তদান শিবির, নেশামুক্ত ত্রিপুরা গঠনে গণ স্বাক্ষর সংগ্রহ, মহিলা মোর্চার পোষণ অভিযান, এসসি মোর্চার তরফে ২ লক্ষ পরিবারের কাছে পৌছানো, ওবিসি মোর্চার উঠোন সভা, জনজাতি মোর্চার সাইকেল রেলি এবং সংখ্যালঘু মোর্চার উদ্যোগে ৭৪ টি মন্ডলে সভা সংগঠিত করা হবে।

খয়েরপুরে যান দূর্ঘটনায় মর্মান্তিক মৃত্যু হল দু'জনের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ মার্চ।। খয়েরপুরের চানপুর এলাকায় আসাম আগরতলা জাতীয় সড়কে একটি অটো এবং টাটা এইচ গাড়ির মধ্যে মুখোমুখি সংঘর্ষে দুই জনের মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে এবং অপর একজন গুরুতর ভাবে আহত হয়েছেন। খয়ের পুর এর চাঁদপুর এলাকায় জাতীয় সড়কে দুর্ঘটনায় রবিবার বিকেল নাগাদ তিনজন গুরুতরভাবে আহত হন।

একটি যাত্রীবাহী অটো টাটা এইস গাড়ির মধ্যে মুখোমুখি সংঘর্ষের ফলে এই দুর্ঘটনাটি ঘটে। দুর্ঘটনার পরপরই স্থানীয় লোকজন জানান ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন। খবর পাঠানো হয় দমকল বাহিনী এবং পুলিশকে।দমকল বাহিনীর জওয়ানরা আহত তিনজনকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যায়।জিবি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যু হয়।

মৃতরা হল ভক্তি লতা দেবনাথ এবং প্রসেনজিৎ বিশ্বাস। আহত অপর একজন বর্তমানে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। বোধজং নগর থানার পুলিশ দুর্ঘটনাগ্রস্ত অটো এবং টাটা গাড়ি আটক করেছে। তবে চালকদের আটক করতে পারেনি। এ ব্যাপারে মামলা হয়েছে। চালকদের অসাবধানতার কারণেই দুর্ঘটনাটি ঘটেছে বলে স্থানীয় লোকজন জানিয়েছেন। এদিকে ময়নাতদন্তের পর মৃত দুজনের মৃতদেহ পরিবারের লোকদের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। দুর্ঘটনায় দুজনের মৃত্যু সংবাদে এলাকায় শোকের ছায়া নেমে আসে।

মন্ত্রী সান্তনা চাকমা হাসপাতালে ভর্তি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ মার্চ।। সমাজকল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা মন্ত্রী সান্তনা চাকমা অসুস্থ। তাঁকে আগরতলায় একটি বেসরকারী হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছে। তাকে হাসপাতালে দেখতে যান সাংসদ প্রতীমা ভৌমিক এবং বিধায়িকা মিমি মজুমদার।

ক্যান্সার হাসপাতালে অবৈধ ভাবে চাকুরী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ মার্চ।। অটল বিহারি বাজপেয়ি রিজিওনাল ক্যান্সার হাসপাতালে ১৪ জন নার্সকে অবৈধভাবে নিয়োগের ঘটনাকে কেন্দ্র করে বেকার নার্সদের মধ্যে তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে।সাথে আরও কয়েকজনকে বিভিন্ন পদে নিয়োগ করা হয়েছে। মোট ৩৪ জনকে নিয়োগ করা হয়েছে। এর প্রতিবাদে বেকার নার্সরা সোমবার গোর্খা বস্তিতে স্বাস্থ্য অধিকর্তা অফিসের সামনে প্রতিবাদ বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন।বেকার সিনিয়র নার্সদের বঞ্চিত করে রাজের ক্যান্সার হাসপাতালে জুনিয়র ১৪ জন নার্সকে নিয়োগের ঘটনায় তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেছে নার্সরা।

এ ধরনের বিমাতৃসুলভ আচরণের প্রতিবাদ জানিয়ে বেকার নার্সরা সোমবার বোরখাবস্তিতে স্বাস্থ্য অধিকর্তা অফিসের সামনে প্রতিবাদ বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন।আন্দোলনকারীরা অভিযোগ করেছেন গত চার বছর ধরে রাজ্যে কোন ধরনের নার্স নিয়োগ করা হচ্ছে না। ফলে স্বাস্থ্য পরিষেবার ক্ষেত্রে চরম দুভর্গে পোহাতে হচ্ছে। রাজ্যের হাসপাতালগুলিতে প্রয়োজনীয় সংখ্যক নার্স নেই। বেকার নার্স থাকা সত্ত্বেও তাদের কে নিযুক্ত করা হচ্ছে না। ২০১৩ সাল থেকে অনেকেই বেকার বসে আছেন।

অবিলম্বে রাজ্যে ন্যূনতম পাঁচ হাজার নার্স সিনিয়রিটির ভিত্তিতে নিয়োগ করার জন্য তারা দাবি জানিয়েছেন। তারা অভিযোগ করেন গত ১৮ জানুয়ারি অটল বিহারী বাজপেয়ী রিজিওনাল হাসপাতালে ১৪ জন নার্সকে নিযুক্ত করা হয়েছে। সেই সাথে আরও কিছু লোক নিয়োগ করা হয়েছে বিভিন্ন পদে। চাকুরিপ্রাপকদের মধ্যে অনেকেই বয়সোত্তীর্ণ বলে জানা গিয়েছে। এই নিযুক্ত কে অবৈধ বলে তারা মনে করেন।অবিলম্বে এই নিয়োগ বাতিল করে সিনিয়রিটির ভিত্তিতে নার্স নিয়োগের দাবি জানান তার

।তারা আরও অভিযোগ করেন নার্স নিয়োগের জন্য সরকারের তরফ থেকে কোনো ধরনের বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়নি।বিজ্ঞপ্তি জারি না করে কিভাবে ১৪ জন নার্সকে অটলবিহারী বাজপেয়ী রিজিওনাল ক্যানসার হাসপাতালে নিয়োগ করা হলো তা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন আন্দোলনকারীরা।অবিলম্বে বেকার নার্সদের সিনিয়রিটির ভিত্তিতে নিয়োগের ব্যবস্থা করা না হলে তারা বৃহত্তর আন্দোলনে সামিল হবেন বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন।

এডিসি নির্বাচনের রণকৌশল নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর সাথে বৈঠক করলেন বিজেপি জনজাতি মোর্চার নেতৃত্বরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ মার্চ।। এডিসি ভোট নিয়ে শাসক দল বিজেপির জনজাতি মোর্চার রাজ্য নেতৃত্ব এবং জনজাতি আসনের বিধায়করা সোমবার রাতে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেবের সাথে বৈঠক করেছেন। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন উপমুখ্যমন্ত্রী যিষ্ণু দেববর্মন, সাংসদ রেবতী ত্রিপুরাও।

শ্রীত্রিপুরা বৈঠক শেষে সাংবাদিকেদর সাথে কথা বলতে গিয়ে জানিয়েছেন, এদিন মূলত এডিসি নির্বাচনের রণকৌশল নিয়ে আলোচনা হয়েছে। তবে জনজাতি মোর্চার তরফ থেকে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেবের কাছে দাবী জানানো হয়েছে যাতে ২৮টি আসনেই দল পৃথকভাবে প্রার্থী দেয়। সাংসদ রেবতী ত্রিপুরা আইপিএফটির সাথে জোট বা আসন সমঝোতা নিয়ে এখনও পর্যন্ত কোন চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়নি। আগামী দুই দিনের মধ্যে বিষয়টি পুরোপুরি স্পষ্ট হয়ে যাবে। তিনি বলেন, এডিসি ভোটের মুখে বিভিন্ন জনজাতি ভিত্তিক দলের আত্মপ্রকাশ ঘটেছে। এইসব দলগুলি ভোটের পর বিলীন হয়ে যাবে।

এডিসি ভোট ঃ ২৮ আসনেই প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করল প্রদেশ কংগ্রেস

আগরতলা, ৮ মার্চ (হি.স.)।। ঢাল-তলোয়ার ছাড়াই ত্রিপুরা উপজাতি এলাকা স্বশাসিত জেলা পরিষদ (টিটিএএডিসি) নির্বাচনে একা লড়াইয়ে নামছে কংগ্রেস। আজ ২৮টি আসনেই প্রার্থী তালিকা ঘোষণা দিয়েছে শতবর্ষ প্রাচীন এই দল। লোকসভা নির্বাচনের মতোই এডিসি নির্বাচনে কংগ্রেস একা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে প্রস্তুতি নিয়েছে।

আজ সোমবার সাংবাদিক সম্মেলনে এই ঘোষণা করে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি পীযূষকান্তি বিশ্বাস বলেন, নির্বাচনে কংগ্রেস জয়ের ব্যাপারে ১০০ শতাংশ নিশ্চিত। এদিন সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী সমীররঞ্জন বর্মণ। দীর্ঘদিন পর রাজনীতির ময়দানে ফিরে শাসকদল বিজেপি এবং বিরোধী সিপিএম-কে হুঁশিয়ারি দিয়ে তিনি বলেন, সঠিক সময়ে কিছু প্রশ্নের জবাব জানতে চাইব। তখন বিজেপি কিংবা সিপিএম কারোরই নির্বাচনে লড়াই করা সম্ভব হবে না।

এদিন পীযূষবাবু বলেন, কংগ্রেসের প্রার্থী তালিকায় আইপিএফটি-র ব্লক অ্যাডভাইজারি কমিটির চেয়ারম্যান অম্পিনগর থেকে সঞ্জীব কলই এবং মহারানি ও কিল্লা আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন দুই চাকরিচ্যুত শিক্ষক। এছাড়া, মহিলা প্রার্থী রয়েছেন একজন।

প্রসঙ্গত, এডিসি নির্বাচনে ২৬টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হবে। বামফ্রন্ট সবার প্রথমে প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করেছে। ইতিমধ্যে শাসক জোট শরিক পৃথকভাবে ১৮টি আসনে প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করেছে। আজ কংগ্রেসও প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করেছে। শুধু তা-ই নয়, রাজপরিবারের সদস্য প্রদ্যুত কিশোর দেববর্মণের নেতৃত্বে তিপ্রাহাও আজ প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করবে। শুধু বাকি রয়ে গেছে বিজেপি। দলের মুখপাত্র সুব্রত চক্রবর্তীর কথায়, ১২ ফেব্রুয়ারির মধ্যেই প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করা হবে। কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের সবুজ সংকেত পাওয়া গেলেই প্রার্থী তালিকা প্রকাশিত হবে।

এডিসি নির্বাচনে আইএনপিটি-তিপ্রা প্রার্থী ঘোষণা করেছে

আগরতলা, ৮ মার্চ (হি.স.) ।। ত্রিপুরায় এডিসি নির্বাচনে আইএনপিটি-তিপ্রা প্রার্থী ঘোষণা করেছে। ২১টি আসনে জোটের প্রার্থী ঘোষণা হয়েছে। তাতে তিপ্রা ১৬টি এবং আইএনপিটি পাঁচটি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে।

সোমবার দুই দফায় সাংবাদিক সম্মেলনে জোটের ঘোষণা এবং প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করেছে তিপ্রা ও আইএনপিটি। এদিন সন্ধ্যায় তিপ্রা-র চেয়ারম্যান রাজ পরিবারের সদস্য প্রদ্যুত কিশোর দেব্বর্মণ বলেন, জনজাতিদের কল্যাণে ঐক্যের বার্তাবাহক হিসেবে তিপ্রা ও আইএনপিটি জোট বেঁধেছে। কারণ, নিজেদের মধ্যে দূরত্ব তৈরি করার বদলে একতা কায়েমই আমাদের মূল লক্ষ্য। তাতে দিল্লিতে বার্তা পাঠানো সম্ভব হবে।

তাঁর কথায়, স্বচ্ছ আঞ্চলিক জোটের ভীষণ প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। কারণ, জনজাতিদের কল্যাণ আঞ্চলিক দলের পক্ষেই সম্ভব। তিনি বলেন, টিএসপি, আইএনপিটি, টিপিএফ এবং আইপিএফটি তিপ্রাহা এখন এক ছাতার নীচে এসেছে এবং আমরা এক জোট হয়ে এডিসি নির্বাচনে লড়াই করব। তিনি জানান, প্রাথমিক প্রার্থী তালিকা আজ ঘোষণা করা হয়েছে। বাকি আসনেও শীঘ্রই প্রার্থী ঘোষণা করা হবে।

এর পরই সাংবাদিক সম্মেলনে আইএনপিটি পাঁচটি আসনে প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করেছে। এতে ১৬টি আসনে তিপ্রা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে বলে স্থির হয়েছে, জানিয়েছেন আইএনপিটি সভাপতি বিজয়কুমার রাঙ্খল।

এডিসি ভোট ঃ বিভিন্ন স্থানে সিপিএম প্রার্থীদের মনোনয়নপত্র দাখিল শুরু

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা/ উদয়পুর, ৮ মার্চ।। ত্রিপুরা স্ব-শাসিত জেলা পরিষদের নির্বাচনে মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার কাজ শুরু হয়েছে। প্রথম দিনেই বামফ্রন্ট প্রার্থীরা বিভিন্ন স্থানে মনোনয়নপত্র জমা দিতে শুরু করেছেন। ত্রিপুরা স্ব-শাসিত জেলা পরিষদ নির্বাচনের জন্য সিপিআইএম প্রার্থীরা মনোনয়নপত্র জমা দিতে শুরু করেছেন।

প্রাক্তন মুখ্য নির্বাহী সদস্য রাধাচরণ দেববর্মা সোমবার জিরানিয়া অফিসে মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন। তাছাড়া গোমতী জেলার উদয়পুরে মহকুমা শাসক অফিসে মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন কিল্লা বাগমা কেন্দ্রের সিপিআইএম প্রার্থী অমৃত সাধন জামাতিয়া ও মির্জা কাঠালিয়া রাজাপুর কেন্দ্রের সিপিআইএম প্রার্থী পরীক্ষিত মুরাসিং। মনোনয়নপত্র জমা দেওয়া উপলক্ষে আয়োজিত জমায়েতে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে সিপিআইএম ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জলের পাম্প না বসিয়ে টাকা আত্মসাৎ, গ্রেপ্তার ঠিকেদার

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ৮ মার্চ।। বিশালগড় মহকুমার কমলাসাগর বিধানসভা এলাকার মিয়াপাড়াতে জলের পাম্প বসানোর টাকা আত্মসাতের ঘটনায় এক ঠিকাদারকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। তার নাম মিঠুন দাস।কমলাসাগর বিধানসভা এলাকায় মিয়াপাড়া তে জলের পাম্প বসানোর জন্য দায়িত্ব প্রাপ্ত হয়েছিল ঠিকাদার মিঠুন দাস। ২০১৫/১৬ অর্থবছরে মিয়াপাড়ায় পাম্প বসানোর কথা ছিল।

জলের পাম্পের কাছে যথারীতি শুরু করেছিল দায়িত্বপ্রাপ্ত ঠিকাদার মিঠুন দাস। অথচ পাম্পের কাজ শেষ না করেই প্রকল্পের ১১ লক্ষ টাকা হাতিয়ে নিয়েছে সে। ডিডব্লিউএস দপ্তরের বিশালগড় এরএসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার প্রশান্ত দাস এ ব্যাপারে থানায় মামলা দায়ের করেন।ঘটনার তদন্ত ক্রমে মধুপুর থানার ওসি তাপস দাস এর নেতৃত্বে পুলিশ মিঠুন দাসকে গ্রেপ্তার করতে সক্ষম হয়েছে। তার বিরুদ্ধে সরকারি অর্থ আত্মসাতের মামলা গৃহীত হয়েছে। আটক মিঠুন দাস এর বাড়ি উদয়পুরের নগর এলাকায়।বিগত বামফ্রন্ট সরকারের ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

স্ত্রীকে কুপিয়ে হত্যা অভিযোগে ফটিকরায়ে গ্রেপ্তার স্বামী, চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ মার্চ।। ফটিকরায় থানা এলাকার রাজনগর গ্রাম পঞ্চায়েতের ৫ নং ওয়ার্ডে স্বামীর ধারালো অস্ত্রের আঘাতে নিহত হয়েছেন স্ত্রী। লেখক এর নাম নিরুপমা দাস। অভিযুক্ত স্বামীর নাম অনন্ত দাস। পুলিশ অভিযুক্ত স্বামীকে গ্রেপ্তার করেছে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় তীব্র ক্ষোভ ও উত্তেজনা বিরাজ করছে।

বর্তমান সমাজ ব্যাবস্থায় একাংশ মানুষের সাধারন মনুষ্বত্যবোধ যে কোন পর্যায়ে গিয়ে ঠেকেছে তা আবারো উঠে এলো সোমবার রাজনগরের একটি ঘটনায়।এদিন ফটিকরায় থানাধীন রাজনগর গ্রাম পঞ্চায়েতের ৫ নং ওয়ার্ডের বাসিন্দা অনন্ত দাস পারিবারিক একটি ঝামেলাকে কেন্দ্র করে তার স্ত্রী নিরুপমা দাসের উপর বাড়িতেই নির্যাতন শুরু করে।এমনকি তার মেয়ে সহ বাড়িতর অন্যদের দিকে ধারালো অস্ত্র নিয়ে তেড়ে আসে বলে অভিযোগ।

পরে বাড়ীর অন্যরা পাশ্ববর্তী বাড়ীতে গিয়ে আত্মরক্ষা করলেও ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ধারালো অস্ত্র দেখিয়ে ছিনতাই মহিলাসহ পুলিশের জালে তিন

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ৮ মার্চ।। উত্তর প্রদেশের দুই যুবক এবং স্থানীয় এক মহিলা সহ মোট তিনজন মিলে কৈলাসহরের আন্তর্জাতিক পর্যটন কেন্দ্র ঊনকোটির পাহাড়ে বারো বছরের মেয়ের গলায় দা ধরিয়ে স্বর্নালংকার সহ নগদ টাকা ও মোবাইল ছিনতাই করে নিয়ে যাবার তিনদিন পর গ্রামের মানুষ তিন ছিনতাইকারীদের আটক করে উত্তম মধ্যম দিয়ে কৈলাসহর থানার পুলিশের হাতে তোলে দেয়। এই ঘটনায় গোটা ঊনকোটি জেলায় তীব্র আতংক এবং চাঞ্চল্য বিরাজ করছে। ধলাই জেলার কমলপুর মহকুমার কচুছড়া থানার অন্তর্ভুক্ত মেছুরিয়া গ্রামের স্থায়ী বাসিন্দা বিদ্যালক্ষী দেববর্মা সহ চারজন গত পয়লা মার্চ সোমবার কৈলাসহরের ঊনকোটির পাহাড়ে পূজা দিতে এসেছিলেন।

বিদ্যালক্ষী দেববর্মাদের সাথে বারো বছরের এক মেয়েও ছিল। পূজা শেষ করে উনারা পুরো ঊনকোটি ঘুরতে পাহাড়ের উপরে উঠার পর তিন ছিনতাইকারী হঠাৎ করে বারো বছরের মেয়ের গলায় দা ধরে বলে যে, চিৎকার চেচামেচি না করে টাকা পয়সা সহ সোনা দানা যা আছে সবকিছু দিয়ে দিতে। না দিলে বারো বছরের মেয়েকে অপহরণ করে মেরে ফেলা হবে। এই কথা বলার পর বিদ্যালক্ষী দেববর্মাদের কাছ থেকে নগদ দশ হাজার টাকা, একটি দামী মোবাইল, একটি সোনার বালা,একটি সোনার আংটি,একটি সোনার চেইন,একটি রুপার চেইন ছিনতাই করে নিয়ে ছিনতাইকারীরা পালিয়ে যায়। অথচ ঊনকোটি পাহাড়ে বেসরকারি সিকিউরিটিও রয়েছে। ছিনতাইকারীরা পালিয়ে যাবার পর চিৎকার চেচামেচি শুরু হলে ঊনকোটির পাহাড়ে থাকা ডিউটিরত বেসরকারি সিকিউরিটিরা ছিনতাইকারীদের একজনকে চিনতে পারলেও আটক করতে পারেনি।

এরপর বিদ্যালক্ষী দেববর্মারা কৈলাসহর থানায় এসে পুলিশকে সমস্ত ঘটনা জানিয়ে নিজ বাড়িতে চলে যায়। আজ চার মার্চ বৃহস্পতিবার দুপুরে এই তিন ছিনতাইকারী ঊনকোটি পাহাড়ে সম্ভবত ছিনতাই করতে ফের যাবার পর সিকিউরিটিরা চিনে ফেলে এবং তিন ছিনতাইকারীদের বেধড়ক মারধর করে কৈলাসহর থানার পুলিশকে জানায়। পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে তিন ছিনতাইকারীদের আটক করে থানায় নিয়ে আসে। পুলিশের তরফে এই খবর শোনে বিদ্যালক্ষী ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

নারী নির্যাতন বন্ধে মহিলা-পুরুষ উভয়ের সহযোগিতা চাইলেন ত্রিপুরা রাজ্য মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন

আগরতলা, ৮ মার্চ (হি. স.)।। আন্তর্জাতিক নারী দিবসে নারী নির্যাতন বন্ধ করতে নারী-পুরুষ উভয়ের সহযোগিতা চাইলেন ত্রিপুরা রাজ্য মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন বর্ণালী গোস্বামী। তাঁর মতে, সমাজ সংস্কারের মাধ্যমেই সমাজের পরিবর্তন আনা সম্ভব। সাথে তিনি নারী-পুরুষের সমানাধিকার চেয়েছেন। আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষ্যে সোমবার স্টেট এনএসএস ইউনিটের উদ্যোগে রাজধানী আগরতলা শহরে এক বর্ণাঢ্য রেলি সংগঠিত করা হয়েছে। মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন বর্ণালী গোস্বামী উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়াম থেকে রেলির আনুষ্ঠানিক সূচনা করে এ-কথা বলেছেন।

৮ মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবস। আজ নারীদের অধিকার আদায়ের দিন। গোটা বিশ্বের সঙ্গে আমাদের দেশেও আন্তর্জাতিক নারী দিবস যথাযোগ্য মর্যাদায় পালিত হচ্ছে। এ উপলক্ষ্যে রাজধানী আগরতলা শহরে স্টেট আরএসএস ইউনিটের উদ্যোগে এক বর্ণাঢ্য রেলি অনুষ্ঠিত হয়েছে। রেলিটি উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামের সামনে থেকে শুরু হয়ে আগরতলা শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করেছে। এদিন রেলির আনুষ্ঠানিক সূচনা করে রাজ্য কমিশনের চেয়ারপার্সন বর্ণালী গোস্বামী বলেন, সমাজ থেকে নারী নির্যাতন পুরোপুরি বন্ধ করার জন্য আজকের দিনে আমাদের শপথ গ্রহণ করতে হবে। শুধু তা-ই নয়, সর্বস্তরের মহিলা আজকের দিনে যাতে সঠিক দিশা খুঁজে পান, সে-বিষয় গুরুত্ব পেতে হবে।

তাঁর কথায়, আমাদের রাজ্যে যে-সব ছোটখাটো সমস্যা রয়েছে সেগুলো সম্পর্কে সকলকে সচেতন থাকতে হবে। তিনি আক্ষেপ করে বলেন, ২০২১ সালেও নারী-পুরুষের মধ্যে ব্যবধান রয়েছে। কাজের সময়ের মধ্যে ফারাক রয়ে গেছে। তিনি বলেন, বিংশ শতাব্দীতে শুরু হয়েছিল নারী স্বাধীনতা ও নারী মর্যাদার আন্দোলন। এ-বিষয়ে আমাদের নতুন করে চিন্তাভাবনা করতে হবে। তাঁর বক্তব্য, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বিশেষ প্রকল্প ঘোষণা করে নারীর কল্যাণের চেষ্টা চালাচ্ছেন। তবে, আমরা আজকের দিনে সমান অধিকার চাই।

এ-প্রসঙ্গে তিনি বলেন, সংসদে বর্তমানে মাত্র সাড়ে ১৫ শতাংশ নারী সদস্য রয়েছেন। কিন্তু নারীর সকল ক্ষেত্রে সমান অধিকার স্বীকৃত না হওয়া পর্যন্ত মহিলারা তাদের অধিকার সম্পূর্ণভাবে ভোগ করতে পারবেন না। এদিন তিনি আহ্বান জানান, নারী নির্যাতন বন্ধ করতে নারী-পুরুষ উভয়ের সহযোগিতা চাই। তাঁর মতে, সমাজ সংস্কারের মাধ্যমেই সমাজের পরিবর্তন আনা সম্ভব।

ত্রিপুরা জানালিস্ট ইউনিয়ন আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদ্‌যাপন করেছে সোমবার আগরতলা প্রেস ক্লাবে। ছবি ঃ নিজস্ব

কংগ্রেস সাংসদদের স্লোগানে উত্তাল রাজ্যসভা, কঠোর হলেন না নাইডু

নয়াদিল্লি, ৮ মার্চ (হি.স.): জ্বালানি তেলের মূল্যবৃদ্ধি নিয়ে সংসদের উচ্চকক্ষ রাজ্যসভায় আলোচনার দাবি জানাল কংগ্রেস। সোমবার সকালে রাজ্যসভার অধিবেশন শুরু হওয়ার কিছুক্ষনের মধ্যেই জ্বালানি তেলের মূল্যবৃদ্ধি নিয়ে রীতিমতো স্লোগান দিতে থাকেন কংর্গ্রেসে সাংসদরা। ফলে বেলা এগারোটা পর্যন্ত মুলতুবি হয়ে যায় রাজ্যসভার অধিবেশন। এদিন রাজ্যসভায় বিরোধী দলনেতা তথা প্রবীণ কংগ্রেস নেতা মল্লিকার্জুন খাড়গে বলেছেন, 'পেট্রোল ও ডিজেলের দাম যথাক্রমে লিটারপিছু ১০০ টাকা এবং লিটারপিছু ৮০ টাকার কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছে। এলপিজি গ্যাস সিলিন্ডারের দামও বেড়েছে। আবগারি শুল্ক ও সেস চাপিয়ে ২১ লক্ষ কোটি টাকা আদায় করা হয়েছে, এ জন্য কৃষকরা-সহ সমগ্র দেশবাসীকে ভুগতে হচ্ছে।' এর পরই জ্বালানি তেলের মূল্যবৃদ্ধি নিয়ে রাজ্যসভায় আলোচনার দাবি জানান কংগ্রেস সাংসদরা। তাঁরা স্লোগানও দিতে থাকেন। ফলে বেলা এগারোটা পর্যন্ত মুলতুবি করা হয় রাজ্যসভার অধিবেশন।

অধিবেশন মুলতুবি করার প্রাক্কালে রাজ্যসভার চেয়ারম্যান এম বেঙ্কাইয়া নাইডু বলেছেন, 'আমি প্রথম দিনই কোনও কঠোর পদক্ষেপ নিতে চাই না।' প্রসঙ্গত, সোমবার থেকেই শুরু হয়েছে সংসদের বাজেট অধিবেশনের দ্বিতীয় পর্যায়। এদিন সকালে রাজ্যসভার সদস্যদের উদ্দেশে চেয়ারম্যান বলেছিলেন, 'আমি কক্ষের সমস্ত সদস্যকে সভায় উপস্থিত থেকে বিতর্ক পর্যবেক্ষণ করতে এবং নিজেদের জ্ঞান সমৃদ্ধ করার জন্য আবেদন করছি।' কিন্তু, চেয়ারম্যানের বার্তাকে উপেক্ষা করেই, জ্বালানি তেলের মূল্যবৃদ্ধি নিয়ে রাজ্যসভায় আলোচনার দাবি জানিয়ে হইহট্টগোল করলেন কংগ্রেস সাংসদরা।

নারীশক্তিতে ভরসা! একদিনের জন্য মধ্যপ্রদেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মীনাক্ষী বর্মা

ভোপাল, ৮ মার্চ (হি.স.): অনিল কাপুর অভিনীত 'নায়ক' ছবিতে একজন সাংবাদিককে একদিনের জন্য মুখ্যমন্ত্রী হতে দেখা গিয়েছিল। সোমবার আন্তর্জাতিক নারী দিবসে মুখ্যমন্ত্রী না-হলেও, একদিনের জন্য স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হলেন মধ্যপ্রদেশের একজন মহিলা কনস্টেবল। মধ্যপ্রদেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী নরোত্তম মিশ্র একদিনের জন্য নিজের মন্ত্রকের যাবতীয় দায়িত্ব তুলে দিয়েছিলেন মীনাক্ষী বর্মা নামে একজন কনস্টেবলের হাতে।

নারীশক্তিতেই ভরসা ও আস্থা রয়েছে, তা একপ্রকার বুঝিয়ে দিয়েছেন নরোত্তম মিশ্র। একদিনের জন্য মধ্যপ্রদেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হয়ে উচ্ছ্বসিত ওই মহিলা কনস্টেবল। শিবরাজ সিং চৌহান সরকার মন্ত্রিসভার সদস্য নরোত্তম মিশ্র জানিয়েছেন, 'আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষ্যে আমি একদিনের জন্য আমার চেয়ার মহিলা কনস্টেবল মীনাক্ষী বর্মাকে দিয়েছি।'

করোনা-মুক্ত হওয়ার পথে আফগানিস্তান, দৈনিক সংক্রমণ মাত্র ১৪

কাবুল, ৮ মার্চ (হি.স.): করোনাভাইরাসের প্রকোপ কাটিয়ে ধীরে ধীরে স্বাভাবিক ছন্দে ফিরছে আফগানিস্তান। বিগত ২৪ ঘন্টায় (রবিবার) আফগানিস্তানে মাত্র ১৪ জন করোনাভাইরাসে সংক্রমিত হয়েছেন। এই সময়ে করোনা-টেস্ট করা হয়েছে ১,২২৫। পাশাপাশি রবিবার সারাদিনে আফগানিস্তানে করোনা-আক্রান্ত কারও মৃত্যুও হয়নি এবং সুস্থ হয়েছেন ২৪ জন। আফগানিস্তানের স্বাস্থ্যমন্ত্রক জানিয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় আফগানিস্তানে আক্রান্ত হয়েছেন ১৪ জন, তাঁদের মধ্যে কাবুলে ৩ জন, হেরাতে ৪ জন, কান্দাহারে ২ জন, বলখে একজন, নানগারহারে ৩ জন এবং নিমরুজ প্রদেশে একজন।

আফগানিস্তানে সোমবার পর্যন্ত মোট করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা ৫৫, ৮৬৮ জন। মৃত্যু হয়েছে ২,৪৫১ জনের এবং সুস্থতার সংখ্যা ৪৯,৪০২ জন। আফগানিস্তানে এই মুহূর্তে সক্রিয় রোগীর সংখ্যা ৪,০১৫ জন। মোট ৩ লক্ষ ১০ হাজার ৬১৩টি স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে। এই মুহূর্তে করোনাভাইরাসের কবল থেকে মুক্তি নেওয়ার পথে আফগানিস্তান।

নিজেকে প্রার্থী বলে ঘোষণা করে দিলেন প্রাক্তন মন্ত্রী ও বরিষ্ঠ কংগ্রেস নেতা সুখবিলাস বর্মা

কলকাতা, ৮ মার্চ (হি.স.) : সাংবাদিক সম্মেলন ডেকে ঘোষনা করেছিলেন তিনি এবারে আর প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন না। একমাস যেতে না যেতেই ১৮০ ডিগ্রি ঘুরে জানালেন, ''আমি প্রার্থী হতে প্রস্তুত।"

গত ৩০ জানুয়ারি সুখবিলাসবাবু বলেন, "এ বার জলপাইগুড়ি গিয়ে জেলা কংগ্রেস সভাপতি পিনাকীবাবুকে (সেনগুপ্ত) জানিয়ে দেব, আর ভোটে লড়ব না। আপনারা অন্য লোক খুঁজে নিন।" জানান, দল বারণ করলেও তিনি আর শুনবেন না বলেও ভেবে রেখেছি। অন্য কোনও দলে যোগ দেওয়ার সম্ভাবনার কথা উড়িয়ে বিধায়ক বললেন, "সাতাত্তর বছর বয়স হল। আর কত পারব বলুন তো! কোভিডেও আক্রান্ত হয়েছি।" বছরখানেক পরে জানুয়ারির গোড়ায় জলপাইগুড়ি ফেরেন বিধায়ক তথা রাজ্যের প্রাক্তন আমলা সুখবিলাস। বিধায়কের ঘনিষ্ঠ কংগ্রেস নেতা শুভ্রজিৎ দাসের মেয়ের বিয়েতে যান সুখবিলাসবাবু।

বছরখানেক ধরে জলপাইগুড়িতে অনুপস্থিত থাকা নিয়ে কংগ্রেস এবং বামেদের অন্দরে ক্ষোভ জমে বিধায়কের বিরুদ্ধে। সেই ক্ষোভ প্রকাশ্যেও জানিয়েছেন অনেকে নেতা। সে-সব কথা কানেও গিয়েছে বিধায়কের।

কিন্তু ফের তাঁর ভোটে দাঁড়ানোর ঘোষনায় অস্বস্তি বাড়লো প্রদেশ কংগ্রেসের অন্দরে। তাঁর আর প্রার্থী হচ্ছেন না, এই ঘোষণার পর থেকে দুই তরুন প্রার্থীর নাম সম্প্রতি কংগ্রেস দলের অন্দরে ঘোরাফেরা করছিল সম্ভাব্য প্রার্থী হিসাবে। কিন্তু মাস পার হতে না হতেই তাতে জল ঢেলে দিয়ে বর্তমান বিধায়ক জানালেন দল সম্মতি দিলে তিনি প্রার্থী হতে প্রস্তুত। বিধায়কের এহেন মন্তব্যে রীতিমত অস্বস্তিতে প্রদেশ কংগ্রেস।

সুখবিলাসবাবু জানিয়েছেন, ''এবার লড়াই কঠিন। তাই নতুন কোনও তরুন প্রার্থী দিয়ে দল এই আসন থেকে লড়াতে চাইছে না। তাই প্রদেশ কংগ্রেসের অনুরোধে আমি আবারও প্রার্থী হচ্ছি। যদিও শারীরিক অসুস্থতার জন্য এবারে নির্বাচনে দাঁড়াবার ইচ্ছা ছিল না। তাই এর আগে সাংবাদিক সম্মেলন করে জানিয়েছিলাম এবারে আর ভোটে প্রার্থী হব না। কিন্তু পরে প্রদেশ কংগ্রেস আর জোট শরিকদের বারবার অনুরোধে সেই সিদ্ধান্ত বদলাতে হয়েছে। এবারেও এই আসন থেকে জিতব।"

যদিও প্রদেশ কংগ্রেসের তরফে জানানো হয়েছে, এই বিষয়ে তাঁরা কিছুই জানেন না। আর এই ধরনের অনুরোধ কেউ প্রদেশ কংগ্রেসের তরফে করেওনি। কংগ্রেসের জলপাইগুড়ি জেলা সম্পাদক পিনাকী সেনগুপ্ত জানান, ''এই ব্যাপারে আমি কোনও মন্তব্য করব না। কারন কংগ্রেস দলে প্রার্থী ঘোষনা করে এআইসিসি। তাই সেখান থেকে কোনও নির্দেশ না আসা পর্যন্ত আমি কিছু বলতে পারবো না। আবার এই ঘটনায় সিপিএমের জলপাইগুড়ি জেলা সম্পাদক সলিল আচার্য জানান, ''প্রতিটি সংযুক্ত মোর্চার প্রার্থী চয়ন সেই নির্দিষ্ট দল করবে। সুতরাং এই আসনে কংগ্রেস যাকেই প্রার্থী করবে তাকেই আমরা স্বাগত জানাবো।"

তৃণমূল পরিচালিত মালদহ জেলা পরিষদের পতন, নিয়ন্ত্রণে এবার বিজেপি

কলকাতা, ৮ মার্চ (হি.স.): মালদহ জেলা পরিষদ তৃণমূলের হাতছাড়া হয়ে গেল। শুধুই সময়ের অপেক্ষায় ছিল প্রশ্নটি। কারণ, রবিবার থেকেই বড়সড় ভাঙনের মুখে ছিল মালদহ জেলা পরিষদ।

সোমবারই মালদহ জেলা পরিষদের একাধিক তৃণমূল সদস্য বিজেপিতে যোগদান করতে পারেন বলে সূত্রের খবর। দলত্যাগীদের তালিকায় ছিলেন খোদ জেলা পরিষদের সভাধিপতি গৌরচন্দ্র মণ্ডল। বিজেপি সূত্রের খবর, সোমবার মালদহ জেলা পরিষদের ১৪ জন সদস্য বিজেপিতে যোগ দেন। মালদহ জেলা পরিষদের সংখ্যা গরিষ্ঠতা চলে যায় বিজেপির দখলে।

মালদহ জেলা পরিষদে মোট আসন সংখ্যা ৩৮। এর মধ্যে ৩৭ টি আসনে নির্বাচন হয়। অর্থাৎ বর্তমানে মালদহ জেলা পরিষদের সদস্য সংখ্যা ৩৭ জন। এরমধ্যে বিজেপির দখলে ছিল ছয়টি আসন। তৃণমূলের দখলে ছিল ৩২ আসন। বিজেপির ৬ আসনের মধ্যে গত ৫ মার্চ একজন বিজেপি সদস্য উজ্জ্বল চৌধুরি তৃণমূলে যোগ দিয়ে মালদা আসনে প্রার্থী হন। ফলে বিজেপির সদস্য সংখ্যা কমে দাঁড়ায় পাঁচজন। তৃণমূল থেকে ১৪ জন সদস্য যোগ দেওয়ায় বিজেপির শক্তি বেড়ে দাঁড়াল ১৯ জন। এর ফলে জেলা পরিষদে প্রয়োজনীয় সংখ্যা গরিষ্ঠতা চলে এল বিজেপির হাতে। মালদহ জেলা পরিষদ বিজেপির দখলে আসবে বলে বেশ কিছুদিন ধরেই দাবি করে আসছিলেন বিজেপির রাজ্য নেতারা। এর আগে দিঘাতে গিয়ে সভাধিপতি সহ কয়েকজন সদস্যের শুভেন্দু অধিকারির সঙ্গে সাক্ষাৎ ঘিরেও জল্পনা তৈরি হয়েছিল। সেই সময় তড়িঘড়ি ড্যামেজ কন্টোলে নেমে সংখ্যা গরিষ্ঠ সদস্যকে দিয়ে তৃণমূলেই থাকছেন বলে রেজলিউশন তৈরি করা হয়।

কিন্তু রবিবার রাত থেকেই শুরু হয়ে যায় পালাবদল। দেখা যায় রাতারাতি মালদহ জেলা পরিষদের সভাধিপতির মানিকচকের অফিসে তৃণমূলের প্রতীক চিহ্ন মুছে ফেলা হয়। রাতেই মালদহ থেকে রওনা দিয়ে সোমবার সকালেই দলত্যাগের জন্য কলকাতা পৌঁছে যান মালদহ জেলা পরিষদের সভাধিপতি অনুগামী সদস্যরা। বিকালে বিজেপি অফিসে তাঁরা সরকারিভাবে দলত্যাগ করেন।

১৮ হাজারের ঊর্ধ্বেই দৈনিক সংক্রমণ ভারতে মৃত্যু বেড়ে ১,৫৭,৮৫৩

নয়াদিল্লি, ৮ মার্চ (হি.স.): উদ্বেগ বাড়িয়ে ভারতে ফের ১৮ হাজারের গণ্ডি ছাড়াল দৈনিক করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা, দৈনিক মৃত্যু সংখ্যা ১০০-র নীচে নেমে ৯৭-তে পৌঁছেছে। রবিবার সারা দিনে ভারতে নতুন করে করোনাভাইরাসে সংক্রমিত হয়েছেন ১৮ হাজার ৫৯৯ জন, এই সময়ে ১৩৩ কোটি জনসংখ্যার ভারতে মৃত্যু হয়েছে ৯৭ জনের। পাশাপাশি বিগত ২৪ ঘন্টায় ১৪, ২৭৮ জন করোনা-রোগী ভারতে সুস্থ হয়ে উঠেছেন। ফলে সোমবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট সুস্থ হয়েছেন ১,০৮,৮২,৭৯৮ জন করোনা-রোগী। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিগত ২৪ ঘণ্টায় ভারতে নতুন করে করোনাভাইরাসে সংক্রমিত হয়েছেন ১৮,৫৯৯ জন। ফলে ভারতে মোট করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা ১ কোটি ১২ লক্ষ ২৯ হাজার ৩৯৮-এ পৌঁছে গিয়েছে।

শেষ ২৪ ঘন্টায় ভারতে সুস্থ হয়েছেন ১৪,২৭৮ জন। ৯৭ বেড়ে ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ১,৫৭, ৮৫৩ জন। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের রিপোর্ট অনুযায়ী, সোমবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে সক্রিয় করোনা রোগীর সংখ্যা ১ লক্ষ ৮৮ হাজার ৭৪৭ জন (১.৬৮ শতাংশ), বিগত ২৪ ঘন্টার মধ্যে বেড়েছে ৪,২২৪ জন। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, সোমবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট ২ কোটি ০৯ লক্ষ ৮৯ হাজার ০১০ জনকে করোনা-টিকা দেওয়া হয়েছে, তাঁদের মধ্যে ৬৬ হাজার ৬৬৬ জনকে বিগত ২৪ ঘন্টায় কোভিড টিকা দেওয়া হয়েছে।

চৈত্র সেলে মন্দার আশঙ্কা ব্যবসায়ীদের

কলকাতা, ৮ মার্চ (হি.স.): গত বছর লকডাউন থাকায় চৈত্র সেলের বাজার বন্ধ ছিল। ভোট এগিয়ে আসায় এ বছর বাজার জমবে না বলে আশঙ্কা করছেন ব্যবসায়ীরা।

গতবারের মত এবারেও চৈত্রের বাজার মন্দা যাবে বলে আশঙ্কা। এবার কাঁটা হয়ে দাঁড়িয়েছে ভোট। বাংলা নববর্ষের আগে গুদাম ঘরে জমে থাকা মালপত্র খালি করতে চৈত্র সেলে দামে অনেকটা ছাড় দিয়ে থাকেন ব্যবসায়ীরা। দামে ছাড় মেলায় চৈত্র সেলে মার্কেটগুলোতে ভিড় জমান ক্রেতারা। এবার চৈত্রের বাজারে সেই চেনা ছবি ফিরবে না বলে মনে করছেন ছোট থেকে বড় ব্যবসায়ীরা।

২৭ মার্চ থেকে রাজ্যে ভোটগ্রহণ শুরু হচ্ছে। ২৯ এপ্রিল শেষ দফার ভোট। এরই মাঝে রয়েছে পয়লা বৈশাখ। ১৪ এপ্রিল নববর্ষ। অর্থাৎ আর দিনকয়েক পর থেকেই শুরু হয়ে যাবে চৈত্র সেল। পুজোর পর চৈত্র সেলে ভাল ব্যবসা করে থাকে হাতিবাগান, গড়িয়াহাটের মতো মার্কেটগুলো। কিন্তু এবার চৈত্রেও অশনি সংকেত দেখছেন ব্যবসায়ীরা। হাতিবাগান বিধান সরণি হকার্স অ্যাসোসিয়েশনের সদস্য অমল সাহা বলেন, "লকডাউন থেকেই আর্থিক ক্ষতি বহন করে চলছি। ব্যবসা চালু হলেও বাজার নেই। পুজোতে কিছুটা ব্যবসা চলেছে। তারপর থেকে বিক্রিবাটা নেই। পুজোর পর চৈত্র সেলে বাজার ভাল থাকে। কিন্তু এ বছর ভোট থাকায় সে বাজারটাও মাঠে মারা যাবে।"

গড়িয়াহাট ইন্দিরা হকার্স ইউনিয়নের ট্রেজারার অজয় দে বলেন, "লকডাউনে যে ক্ষতি হয়েছে, তা আর পূরণ হবে না। আনলক হলেও আগের মতো বাজার নেই। ক্রেতাসংখ্যা অনেক কমে গিয়েছে। সেই পুজোর সময় ক্রেতাদের একটু ভিড় ছিল। তারপর ব্যবসা মন্দা চলছে। ভেবেছিলাম চৈত্র সেলে বাজার চাঙ্গা হবে। কিন্তু ভোট পড়ে যাওয়াতে এ বছর চৈত্রের বাজার মন্দা থাকবে। এতে ব্যবসায়ীদের আর্থিক ক্ষতির পরিমাণ আরও বাড়বে।

দক্ষিণ কলকাতার গড়িয়াহাটের পোশাকের দোকানের কর্মী বাবলু মাইতি বলেন, 'চৈত্র মাসে দোকান খালি করে দেওয়া হয়। নববর্ষে নতুন করে দোকানে পোশাক নিয়ে আসা হয়। লকডাউন থাকায় ২০১৯ সালে মজুত করা পোশাক এখনও দোকানে পড়ে রয়েছে। ভেবেছিলাম এবার চৈত্র সেলে সেগুলো বিক্রি হয়ে যাবে। কিন্তু ভোট পড়ায় এবারও পুরনো পোশাক দোকানে পড়ে থাকবে।"

শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গে সাক্ষাৎ সোমেন মিত্রের স্ত্রী শিখার, বিজেপির প্রার্থী হওয়া নিয়ে জল্পনা

কলকাতা, ৮ মার্চ (হি.স.): বামেদের সঙ্গে আসনরফা নিয়ে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে তোপ দেগেছেন প্রদেশ কংগ্রেসের প্রাক্তন সভাপতি তথা তৃণমূলের প্রাক্তন সাংসদ সোমেন মিত্র পুত্র রোহন। এই পরিস্থিতিতে সোমেনপত্নী শিখা মিত্রের সঙ্গে সাক্ষাৎ সারলেন বিজেপি নেতা শুভেন্দু অধিকারী। সাক্ষাৎ ঘিরে তুঙ্গে উঠেছে দলবদলের জল্পনা। সূত্রের খবর, কলকাতায় চৌরঙ্গী কেন্দ্রের প্রার্থী হওয়ার ব্যাপারে আগ্রহী শিখা মিত্র। যদিও তিনি এখনও দল বদলের সিদ্ধান্ত নেননি বলেই জানিয়েছেন প্রয়াত কংগ্রেস নেতার ছেলে রোহন মিত্র।

অধীর চৌধুরী প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি হওয়ার পর নানা সময়ে দলের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিয়েছিলেন সোমেন পুত্র রোহন। রবিবারও রোহন বলেছিলেন, আসনরফা করতে গিয়ে উত্তর কলকাতা থেকে কংগ্রেস দলটিকে প্রায় মুছে ফেলা হচ্ছে। সোমেন মিত্রের বাড়িতে গিয়ে শুভেন্দু অধিকারী সোমেন জায়া শিখা মিত্রের সঙ্গে বেশ কিছুক্ষণ কথা বলেন। মধ্য কলকাতার চৌরঙ্গী আসন থেকে নির্বাচনে লড়ার প্রাথমিক কথা হয়। তবে সেই সিদ্ধান্ত নিয়ে এখনও কিছু ভাবনাচিন্তা করেননি বলেই জানিয়েছেন শিখা।

এ প্রসঙ্গে সোমেন মিত্রের ছেলে রোহন জানিয়েছেন, "মায়ের সঙ্গে অনেকক্ষণ কথা হয়েছে। প্রার্থী হওয়ার প্রস্তাব দিয়েছেন শুভেন্দু। ওঁর সঙ্গে আমাদের যোগযোগ রয়েছে। থাকবেও কিন্তু এখনই বিজেপিতে যাওয়ার ভাবনা নেই। যেতে হলে তো আগেই যেতে পারতাম। তবে রোহন স্পষ্ট করে দিয়েছেন, কংগ্রেসে তিনি ও তাঁর মা শিখা মিত্র 'অপমানিত'। সোনিয়া গান্ধীর সঙ্গে দেখা করার জন্য সময় চেয়েছেন শিখা। এই সাক্ষাতের পরই কি চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবেন শিখা ও রোহন? তা নিয়ে ইতিমধ্যে জল্পনা তৈরি হয়েছে।

অধীররঞ্জন চৌধুরী প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি পদে বসার পর থেকেই ক্রমশ সোমেন মিত্রের পরিবারের সঙ্গে তাঁর দূরত্ব বাড়ছিল। মধ্য কলকাতার বদলে বাঁকুড়ার পর্যবেক্ষক করায় ক্ষুব্ধ রোহন। তাঁর কথায়, "বাবার মৃত্যুর পর অধীর আমাকে বলেছিলেন মায়ের সঙ্গে সঙ্গে থাকতে। এখন তিনিই আমাকে বাঁকুড়া পাঠাচ্ছেন। এ কীরকম দ্বিচারিতা!"

এদিকে বামদের সঙ্গে আসনরক্ষায় সোমেন গড়েও প্রার্থী দিতে পারেনি কংগ্রেস। যা নিয়ে টুইটারে ক্ষোভ উগড়ে দিয়েছিলেন রোহন। এর মাঝেই শুভেন্দুর সঙ্গে শিখার সাক্ষাৎ দলবদলের জল্পনা আরও উসকে দিল।

নারী দিবসে গ্রামের সফল কিশোরীকে স্বীকৃতি কলকাতা প্রেস ক্লাবের

অশোক সেনগুপ্ত

কলকাতা, ৮ মার্চ (হি.স.): ২০২১ এ জুনিয়ার ন্যাশনালে ৬০০ দৌড়ে প্রথম স্থান, ২০১৮ তে ন্যাশনালে ১০০ হার্ডেলসে তৃতীয় স্থান, ২০১৮ তে রাজ্য স্তরে ১০০ মিটার হার্ডেলসে প্রথম স্থান, ২০২০ তে মাদ্রাসা রাজ্য মিটে তিনটি বিভাগে প্রথম স্থান ১০০ মিটার হাডেল প্রথম স্থান, ১০০ মিটার দৌড় প্রথম স্থান, ৪০০ মিটার দৌড়ে প্রথম স্থান।

তহুরা খাতুনের জীবনপঞ্জীতে এ রকম সাফল্যের সাতকাহন। কিন্তু দারিদ্র্য আর অসহায়তা স্বপ্ন দেখার কাজে প্রতি মুহূর্তে টেনে ধরেছে। সোমবার নারী দিবসে এ রকমই এক কিশোরীকে স্বপ্ন দেখানোর অনুপ্রেরণা দিল কলকাতা প্রেস ক্লাব।

বাবার মীর তৈয়েব আলি। মা আনোয়ারা বিবি আইসিডিএস সহায়িকা। দক্ষিণ ২৪ পরগনার ভাঙ্গড়ের ফুলবাড়ীর এই পরিবারের পেশা চাষবাস। চাকরির জন্য ১৯৯৬ সাল থেকে মামলা চলছে। ভাঙ্গড় এ এইচ হাই মাদ্রাসার দশম শ্রেণীর ছাত্রী তহুরা এই প্রতিবেদককে জানান, শৈশব থেকেই খেলাধুলা খুব প্রিয়। খেলতে খুব ভালোবাসি, সব ধরণের খেলা পারি তবে বেশি আকর্ষণ অ্যাথলেটিকস। খেলছি তৃতীয় শ্রেণী থেকে।

স্বীকৃতিতে অভিভূত তহুরা বলেন, "আমি আজ কলকাতা প্রেস ক্লাব থেকে সংবর্ধনা পেয়ে খুবই খুশি। ক্লাবের সদস্যদের আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই।" নারী হিসাবে কি বাড়তি লড়াই করতে হচ্ছে? তহুরার জবাব, "১০০ মিটার ও ৬০০ মিটার হার্ডলসের মত দৌড় আমাদের চালিয়ে যাওয়া বর্তমানে রীতিমত লড়াইয়ের মত হয়ে দাঁড়িয়েছে। কারণ, উপযুক্ত শারীরিক সক্ষমতার জন্য যা যা প্রয়োজন, তার অভাব। আধুনিক প্রশিক্ষণের সুযোগ নেই। আমাদের অনেক কুকথা শুনতে হয় হাফ প্যান্ট ও গেঞ্জি পড়ার জন্য গ্রামের বিভিন্ন লোকের মুখ থেকে।"

তহুরা 'হিন্দুস্থান সমাচার'-কে বলেন, "বিশ্ব নারী দিবসে বিশ্বের সকল নারীদের জানাই আমার পক্ষ থেকে আন্তরিক ভালোবাসা। আজ সমগ্র বিশ্বে যে নারী পুরুষের বিভাজন রেখা তৈরি হয়েছে তার নিপাত যাক এটাই কামনা করি এবং বৈষম্যহীন সাম্যবাদী সমাজ সৃষ্টি হোক। নারীদের সমাজে যাতে দ্বিতীয় শ্রেণী হিসাবে যাতে না দেখা হয় তার জন্য সকলকে অনুরোধ করছি। সমাজে আমরা মহিলা বলে কেন বৈষম্যমূলক আচরণের সম্মুখীন হতে হব? সমগ্র বিশ্বে শ্রেণীহীন, বৈষম্যহীন, লিঙ্গ হীন সমাজ ব্যবস্থা সৃষ্টি হোক। এটাই প্রার্থনা করি নারি দিবসে। প্রত্যেকে ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন।

প্রেস ক্লাবের সহ সম্পাদক নিতাই মালাকার ও কোষাধ্যক্ষ অরিজিৎ দত্ত জানান, আন্তর্জাতিক নারী দিবসে গ্রাম থেকে আসা একজন উদীয়মান মহিলা ক্রীড়াবিদ তহুরা খাতুনকে ক্লাবের ৭৫ বছরপূর্তিতে সংবর্দনা দিতে পেরে আমরা বাধিত। তিনি সম্প্রতি জাতীয় জুনিয়র এথলেটিক্স চাম্পিয়ানশিপে বাংলাকে সোনা এনে দিয়েছেন। আমরা তাঁর পাশে থাকার চেষ্টা করব।

কলকাতায় বাড়ছে করোনার নতুন প্রজাতির সংক্রমণ, চিন্তিত স্বাস্থ্যমহল

কলকাতা, ৮ মার্চ (হি.স.): করোনায় আক্রান্ত ও মৃত্যুর সংখ্যা আগের চেয়ে কমেছে। কিন্তু সতর্কতায় বিন্দুমাত্র ঢিলে না দিতে বারবার সতর্ক করছেন চিকিৎসকরা। সেই আপত্তিকে গুরুত্ব দিতে রাজি নন অনেকেই। রাজ্য বাড়ছে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা। তবে এবারের কাঁটা বিদেশি প্রজাতি।

বেপরোয়া মিছিল-মিটিং, মাস্ক না পরার প্রবণতা, শারীরিক দূরত্বের শিকেতে ওঠা। আগেই সতর্ক করেছিল কেন্দ্র এই সমস্ত কারণেই ফের সংক্রমণের ঢেউ বাড়তে পারে করোনার। নির্বাচনের নির্ঘন্ট প্রকাশ পাওয়ায় হয়ত রাজ্যে করোনা সংক্রমণের কথা মাথাতেই নেই আর। কিন্তু কলকাতায় বাড়ছে বিদেশি করোনার প্রজাতির আক্রান্তের সংখ্যা। আর সেই বিষয়ে চিন্তিত চিকিতসকেরা।

এ রাজ্যে ৬ জনের শরীরে ব্রিটেন এবং দক্ষিণ আফ্রিকার করোনার নতুন প্রজাতির সন্ধান মিলেছে। তাই চিকিতসকেরা বারবার বলছেন বিমানবন্দরে নজরদারি আরও বাড়াতে হবে। যাঁরা বিদেশ থেকে আসছেন তাঁদের করোনা পরীক্ষা করাতে হবে। মাস্ক ও দূরত্ববিধি মানাতে ফের নিয়ম করে কড়া হতে হবে সরকারকে।

বাংলায় আপাতত ভোটপ্রচারে নেই সামাজিক দূরত্ব। তাই করোনার আক্রান্তের সংখ্যা খুব দ্রুত আবারও বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা। দেশজুড়ে টিকাকরণ শুরু হলেও করোনার নতুন প্রজাতিতে উপকারী হবে না এই টিকা। স্বাস্থ্য ভবন সূত্রে খবর, গত শুক্রবার ৪ জনের শরীরে ধরা পড়ে করোনার নতুন বিদেশি প্রজাতি। রবিবার সেই সংখ্যাটা বেড়ে ৬ হয়েছে। আরও কোনও ব্যক্তি করোনার বিদেশি প্রজাতিতে আক্রান্ত হয়েছেন কি না, তা খতিয়ে দেখছে স্বাস্থ্য দফতর।

রাজ্যে ভোটের জন্য পরীক্ষার সংখ্যাও কমে গিয়েছে। কেন্দ্রের নিয়ম অনুযায়ী দুবাই এবং দোহা থেকে যে সব উড়ান কলকাতা বিমানবন্দরে যাত্রী নিয়ে পৌঁছচ্ছে, তাঁদের করোনা পরীক্ষা করা হচ্ছে। কিছুদিন আগেই এমন যাত্রীদের ১১ জন কোভিড পজিটিভ হন। জিনোম সিকোয়েন্স করে জানা যায়, তাঁদের মধ্যে ৬ জন বিদেশি প্রজাতিতে আক্রান্ত। আর এটাই মূল চিন্তার বিষয় রাজ্যের স্বাস্থ্যমহলে।

আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষ্যে নজরুল কলাক্ষেত্রে আয়োজিত আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন পশ্চিম জেলার সভাধিপতি। ছবি ঃ নিজস্ব

“বাংলা সাহিত্যের জগৎ অতিমাত্রায় পুরুষতান্ত্রিক”, কী বলেন সাহিত্যানুরাগীরা ?

অশোক সেনগুপ্ত

কলকাতা, ৮ মার্চ (হি.স.): শান্তিনিকেতন-নিবাসী বিশ্বভারতীর প্রাক্তনী তথা লেখিকা অহনা বিশ্বাস সোমবার নারীদিবসের দিন বিতর্কটা উস্কে দিলেন সামাজিক মাধ্যমে। আর তার জেরেই স্রোতের মত প্রতিক্রিয়া। অহনা লিখেছেন, “মনে করেন, বাংলা সাহিত্যের জগৎ অতিমাত্রায় পুরুষতান্ত্রিক। সেখানে অধিকাংশ ক্ষেত্রে নারী -লেখকরা লেখক নয়, মেয়ে মাত্র।’ অনুরাধা কুন্ডু, সুজাতা রায়, পম্পা (টিনা) দেব, রত্না রসিদ ব্যানার্জি, সুপর্ণা দেব, সুদীপা চৌধুরীর মত অসংখ্য সাহিত্যানুরাগী ছোট্ট জবাবে লিখেছেন, “সহমত“। যাদবপুরের প্রাক্তনী তথা সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজের সহকারী প্রফেসর অরুন্ধতী দাস লিখেছেন, “সম্পূর্ণত পুরুষতান্ত্রিক এবং সেটা এত সাটল, যে বাইরে থেকে ধরতে পারা যায় না। আমি যে-কোনো পত্রিকার সূচিপত্র খুলে ধরতে পারি। পুরুষ লেখক আর মহিলা লেখকদের অনুপাত দেখলেই ঠাহর হবে। খবরের কাগজে যত বইয়ের রিভিউ হয়, তার কটা বই মহিলাদের লেখা? ফেসবুকে চারপাশে এত বিমুগ্ধ পাঠকদের দেখি, তাঁরা কজন মহিলার লেখা নিয়ে মুগ্ধতা প্রকাশ করেন? যাঁদের নিয়ে কথা বলেন, সবাই বিগত, ক্লাসিক। ”আপনার লেখা ভালো লেগেছে”---এই কথাটা মুখ ফুটে একজন মেয়েকে বলতে খুউব ইগোয় লাগে। এমনকি মহিলা শিক্ষকরাও কোন এক অজানা কারণে কিছুতেই যেন প্রবাদপ্রতিম হয়ে উঠতে পারেন না।’ সজল দে লিখেছেন, “যথার্থ। আর যে সমস্ত মেয়েরা কোনও পেশায় নিজের যোগ্যতায় উঠে দাঁড়াতে চাইছেন, তাঁদের কাছেও সোচ্চারে বা অনুচ্চারে কী কী দাবি করা হয় অনেকেই জানেন।“ অহনার জবাব, “মেয়েরা এই সত্য উচ্চারণ করতেও ভয় পায়।’ অনুরিমা সাহা লিখেছেন, “এ তো আদিতম সত্য।। শুধু সাহিত্য ক্ষেত্রে কেন জীবনক্ষেত্রেও তাই।’

নিজামুদ্দিন মন্ডল লিখেছেন, “নারীই তো পুরুষকে করেছে কবি।“ জবাবে অহনা লিখেছেন, “নিজামুদ্দিন মণ্ডল এটাই সমস্যা। নারীকে শুধুমাত্র প্রেরণাদাত্রীর রূপেই সমাজ দেখতে চায়।’ সুলগ্না মিত্র লিখেছেন, “কেন আশাপূর্ণা দেবী , মৈত্রেয়ী দেবী লীলা মজুমদার, সুচিত্রা ভট্টাচার্য, , মহাশ্বেতা দেবী ....“। অহনা প্রশ্ন করেছেন, “নারী পুরুষের অনুপাত?’ অমিত মজুমদার লিখেছেন, “ওইভাবে বিচার করা যাবে না দিদি। প্রত্যেক সাহিত্যিকের রচনাসমগ্র আর আর কালজয়ী রচনার অনুপাত দেখলে লেখকদের থেকে লেখিকারা পিছিয়ে থাকবেন না। সংখ্যাটা সব সময় মাপকাঠি হয় না দিদি। সৃষ্টিটাই মাপকাঠি হয়ে থেকে যায়। সুলগ্নাদি কথাটা ঠিকই বলেছেন।’ শ্রীপর্ণা বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন, “প্রতিভা থাকলেই ওঠা যায় এটা মেয়েদের ক্ষেত্রে ঠিক নাও হতে পারে। যতই ভালো লেখো সামনে দেওয়াল তুলে রাখা হয়, গেটপাস দিয়ে পেরোতে হবে। আবার একটা ঈর্ষাও কাজ করে। একে পথ ছাড়লে বা সুযোগ দিলেই তো নাম করে ফেলবে, তাই আটকে দাও। আবার কোনও মহিলা কলমের জোরে উঠলেও তাকে শুনতে হয়, মেয়ে বলে সুবিধা পাচ্ছে। অথচ মেয়ে বলেই তার পথে সবচেয়ে বেশি কাঁটা বিছানো থাকে। যেসব মহিলা ওঠার জন্য নীচেও নামে, সেটা ঠিক তাদের দোষ নয়। তার সামনে যারা এমন শর্ত রেখেছে, সেই সব পুরুষদের আগাপাশতলা লাগানো উচিত। আবার এটাও নিদারুণ সত্য, মেয়েরা মেয়েদের সঙ্গে তেমন সহযোগিতা করতে চায় না। আমি মূল্য দিয়েছি, তুমি শুধু মেধার জোরে টিঁকে থাকবে?’

শ্যামাপ্রসাদ কুন্ডু লিখেছেন, “শুধু সাহিত্য কেন জীবনের অধিকাংশ ক্ষেত্রেই একই পরিসংখ্যান পাওয়া যাবে। তবে সব ক্ষেত্রেই লিঙ্গ -বিভাজনের প্রচলিত সুত্র দিয়ে বিচার করা যাবে না। পৃথিবীর সব ভাষার কথা জানিনা। তবে ইংরাজী ভাষায় এবং হিন্দী ভাষার ক্ষেত্রেও কি একই ছবি নয় ? নারীরা প্রকশনায় বা সম্পাদনায় প্রায় অনুপস্থিত। শঙ্করলাল ভর লিখেছেন, “আনুপাতিক হার বলতে পারব না তবে এর পিছনে আমাদের ধারাবাহিক আর্থ সামাজিক সমস্যাই এর মূল কারণ। পুরুষরা এই ব্যবস্থায় বাইরের কর্ম জগৎ সামলান আর নারীরা অন্দরমহল। ফলে পুরুষরা যেভাবে কর্ম জগতে সময় দিতে পারে নারীরা তা পারেনা আর তার প্রতিভার প্রসার ও ব্যাপ্তি ও স্বাভাবিক ভাবে কম হয়। তার মধ্যেই কিছু উজ্জ্বল তারাকে দমিয়ে রাখা যায় না। তাই আমরা মহাশ্বেতা দেবী, লীলা মজুমদার দের পাই। আর আপনাদের একেবারে হাতের মুঠোয়। তবে এই আর্থসামাজিক ব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটছে। নারীরা কর্ম জগতে এখন অনেক বেশী যুক্ত হচ্ছে। সময় লাগবে এর পরিবর্তন ঘটতে। আমি আশাবাদী।’

অরিজিৎ ঘোষ লিখেছেন, “লেখা শুরু থেকে পাঠকের হাত অবধি পৌঁছনোর যাত্রাপথে তো নানা ধরণের মানুষের সঙ্গে কথাবার্তা, চিন্তার আদানপ্রদান হতেই থাকে। এত দশক ধরে লেখালিখি করছেন, তাই এই সময়ে, যখন লিঙ্গনির্বিশেষে আমরা অনেক ভাল কবি সাহিত্যিককে পাচ্ছি, সেখানে দাঁড়িয়ে আপনার এই উক্তি তো অকারণে হতে পারে না। জমিতে চাষ যে করে, জমির চরিত্র তার থেকে ভাল আর কেই বা বুঝবে? তবে বাকি ভারতে পুরুষতন্ত্র যতটা সগৌরবে প্রতিষ্ঠিত, বঙ্গদেশে তা কিছুটা অন্তঃসলিলা ধাঁচের। আমাদের জীবনযাপনের প্রতিটা পদক্ষেপে তা ললিত রূপে, মিষ্টি করে মিশে আছে। সেটাকে আলাদা করতে সহস্রাব্দ লেগে যাবে ধরে নিয়ে ওসব ঝামেলায় অধিকাংশ সুধীজন যান না। আর লেখালিখির জগৎটা তো চেনা জীবনের বাইরে কিছু নয়। তবে এটাও কি ঠিক নয়, যে বিভীষণ না থাকলে যেমন রাবণকে কেউ হারাতে পারত না, তেমনই ফিমেল ম্যাসকুইড়িনিটিও বিজয়রথের একটা চাকা কি নয় প্রায়ক্ষেত্রেই?’ ধরিত্রী গোস্বামী লিখেছেন, “অনেক লড়াই করে জায়গা পেতে হয়।“ সৌমনা দাশগুপ্ত লিখেছেন, “আমি বলবো লেখক নারীরা।“ সুপ্রভা ঘোষ লিখেছেন, “সমস্ত ক্ষেত্রেই আমাদের সমাজ পুরুষতান্ত্রিক।“ আবার সলিল সাহানি লিখেছেন, “তাঁরা হয়তো লেখেন কম বলেন বেশি। এতেও যে সাহিত্য সম্ভার তৈরি হয় তাকে অস্বীকার করা কেন? এটাও তো ” তান্ত্রিক”।’

নারী দিবসে বাগমারির নেই-রাজ্যের বাসিন্দাদের ভাল থাকার পাঠ

কলকাতা, ৮ মার্চ (হি.স.):“বিশেষজ্ঞরা বলছেন মেয়েদের হাতে টাকা থাকলেই জীবনযাত্রার মান উন্নত হবে। আসবে মেয়েদের স্বাস্থ্যের পরিবর্তন।

এইসব মেয়েরা প্রায় প্রত্যেকেই কিছু না কিছু রোজগার করেন। কিন্তু নিজের জন্য বা নিজের স্বাস্থ্যের জন্য কিছুই করেন না।”

সোমবার বাগমারির এক শিবিরের অন্যতম উদ্যোক্তা সমাজকর্মী তথা ’স্বাস্থ্যের বৃত্ত সোসাইটি’-র এক্সিকিউটিভ এডিটর পিয়ালি দে বিশ্বাস এই মন্তব্য করেন। এ বছর বিশ্ব নারী দিবস উপলক্ষে বাগমারি খালপাড় এলাকায় ভাষা ও চেতনা সমিতির পাঠশালায় বসব স্যানিটারি ন্যাপকিন ভেন্ডিং মেশিন। উদ্যোগ স্বাস্থ্য শিক্ষা নির্মাণ-এর। নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশনের শিক্ষক স্বামী জিতাত্মানন্দের স্মৃতিরক্ষার্থে অর্থসাহায্য করেছেন তাঁর ছাত্ররা। পিয়ালির কথায়, বাগমারি আমার কর্মক্ষেত্র। বাগমারির মেয়েরা কেউ বসে থাকে না। মৌলিক অধিকারের দায়ে, কর্মমুখর এরা সবসময়ই সচল- প্রাণবন্ত। এইসব কামলা সুন্দরীদের সঙ্গে যখনই দেখা হয়েছে তারা যে কোনও কাজে ব্যস্ত। হয় লোকের বাড়ি কাজে যাচ্ছেন বা আসছেন। কলতলায় কাপড় কাচছেন -জল তুলছেন। বাচ্চা মানুষ করছেন, একটা কোলে, একটা কাঁখে নিয়েই। মূলত আশেপাশের এলাকায় ঠিকে ঝির কাজ, কেউ বা করেন প্লাস্টিক থেকে তামার তার সংগ্রহের কাজ, কেউ বা খাতার কাটিং থেকে রঙিন পাতা বেছে বস্তায় ভরার কাজ করেন। ঝিরিঝিরি কাগজের স্তুপ থেকে রঙিন কাগজের স্ট্রিপ বেছে এক কেজির বস্তায়, প্রাপ্তি সাড়ে তিন টাকা। শ্রমে-ঘামে মাখামাখি সেইসব প্রাপ্তি।

কিন্তু নিজের জন্য সময়?? দেন কি তাঁরা?? প্রশ্ন করতেই হাসিতে একে অন্যের গায়ে গড়িয়ে পড়ল আমার কামলা সুন্দরীরা। সেকি গো দিদি? সবই তো নিজের জন্যই?? না, সারাদিন এত পরিশ্রম। বিশ্রাম বা নিজের স্বাস্থ্যের কথা তো ভাবতেই হয়। না গো স্বাস্থ্য আবার কি? দুবেলা পেট ভরা ভাত আর বছর বছর বিয়ানো (সন্তানের জন্ম দেওয়া)— এই হলেই ঢের।

এখানকার মেয়েরা একেবারেই নেই-রাজ্যের বাসিন্দা। উন্নয়ন এখনও এসে দাঁড়ায় নি। ফেলে দেওয়া বস্তা, পলিথিন, মাটি, সরু চাঁচের বাখারি দিয়ে ছোট্ট ছোট্ট ভাঙ্গা ঝুপড়ি। পেছনের প্রায় খালের উপর ব্যক্তিগত খাটা পায়খানা। তাতেও অস্থায়ী পলিথিনের আব্রু। করপোরেশনের আজমালি জলের ব্যবস্থা, আর মাথার উপরের হাই এক্সটেনশন তারে হুকিং। এই নিয়েই চলে বাগমারি খালপাড়ের বস্তি জীবন। সংসারের নুন আনতে পান্তা ফুরায়। বর মদে টাকা ওড়ায়। একার আয়ে কোনরকম চলে। প্যাড ট্যাড-ওসব বিলাসিতা। কারো কাছে উত্তর পেলাম, মেয়েটার জন্য এনে দি গো, দিদি। নিজের জন্য আর হয় না।“

পিয়ালি বলেন, “প্রশ্ন করলাম মাসিকের প্যাড ব্যবহার করো? অবধারিত উত্তর—না গো, দিদি, অনেক দাম। মেয়েদের স্বাস্থ্য!! যার দায়, সেই রাষ্ট্র তখন ঘুমোচ্ছে। মেনস্টুয়েশনের প্যাডে জিএসটি বসাচ্ছে। কামলা সুন্দরীরা শ্রম দিয়ে ইঁট গাঁথছেন, গাঁথছেন রাষ্ট্রের বুনিয়াদ।

তার মানে জানো, মাসিকে কেন প্যাড ব্যবহার করা উচিত! পড়াশোনা জানিনা, অতশত বুঝিনা। মেয়েটা বায়না করে। ইস্কুলে কয়েকবার পেয়েছিল। তা থেকেই আর ন্যাকরা ব্যবহার করতে চায় না।পাঠশালা নিয়মিত নয়। মাঝেমধ্যে স্যারেরা, দিদিমণিরা এসে পড়াশোনা করান, ছবি আঁকান। ছোট ছোট ছেলেমেয়েগুলোর চোখে কিছু স্বপ্ন বুনে দেওয়ার চেষ্টা করেন। ওড়ার জন্য ডানা তৈরীর চেষ্টা করেন। কিন্তু মেয়েরা। তাদের ভাঁড়ার শূন্য। ল্যানসেট পত্রিকায় প্রকাশিত রিপোর্ট অনুযায়ী ২০১৮-তে সার্ভাইক্যাল ক্যান্সারে রেকর্ড সংখ্যক মহিলা মারা গেছে এদেশে। পায় ৩১১৯০১ জন। যেখানে সরকারি তথ্য অনুযায়ী নথিভূক্ত আক্রান্তের সংখ্যা প্রায় ৫ লক্ষ ৭০ হাজার মহিলা। এখনও প্রতিবছর এদেশের ৩৫ মহিলারা এই ক্যান্সারে আক্রান্ত হন। মেয়েদের প্রাপ্তির ভাঁড়ার শূন্য। এখনো দেশের মাত্র ৩৬ শতাংশ মহিলারাই স্যানিটারি ন্যাপকিন ব্যবহারের সুবিধা ভোগ করেন। বাকিরা??? মাসিকের সময় নোংরা পুরাতন কাপড়। সংক্রমণ। দীর্ঘস্থায়ী সংক্রমণ। সার্ভাইক্যাল ক্যান্সার। এই খাতরো কা খিলাড়িতে যাঁদের রোগ প্রতিরোধের ক্ষমতা বেশি, কোনরকম উতরে যাচ্ছেন তাঁরা। উতরে যাচ্ছেন। শ্রম দিচ্ছেন। দৌড়াচ্ছেন কামলা সুন্দরীরা।

আমাদের লক্ষ্য সবার জন্য স্বাস্থ্য আর সবার জন্য চিকিৎসা পরিষেবা। আমাদের আশা, এই লক্ষ্যে ডাক্তার, স্বাস্থ্যকর্মী, রোগী ও আপামর মানুষ, স্বাস্থ্য ব্যবস্থার সমস্ত স্টেক হোল্ডারদের আলোচনা ও কর্মকাণ্ডের একটি মঞ্চ হয়ে উঠছে ডক্টরস ডায়ালগ। বিশ্ব নারী দিবসে এবার একটু নিজেদের কথা ভাবি। স্বাস্থ্য, শারীরিক- মানসিক দুই দিকেই সচেতন হই। একটু। আপনারা সবাই জানেন মহিলাদের স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে স্যানিটারি ন্যাপকিন ব্যবহার একটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখে। কিন্তু এ বিষয়ে এখনো বেশিরভাগ মহিলারাই সচেতন নয়। কেন স্যানিটারি ন্যাপকিন ব্যাবহার করবেন বা কতক্ষণ করবেন সেই বিষয়ে সচেতনতা তেমন ভাবে গড়ে ওঠেনি। সময় এসেছে মহিলাদের স্বাস্থ্যের প্রয়োজনীয়তা তাদের নিজেদেরকে উপলব্ধি করানোর।“

কংগ্রেস কর্মী হিসেবে ২২ বছর নষ্ট করে এখন আফশোস হচ্ছে : হিমন্তবিশ্ব শর্মা

গুয়াহাটি, ৮ মার্চ (হি.স.) : কংগ্রেস কর্মী হিসেবে জীবনের মূল্যবান ২২টি বছর নষ্ট করার জন্য আফশোস করছেন অসমের অর্থ, স্বাস্থ্য, শিক্ষা পূর্ত ইত্যাদি দফতরের মন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা। গুয়াহাটিতে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ-কে নিয়ে লেখা বই উন্মোচন অনুষ্ঠানে এ-কথা বলেন তিনি। সাথে যোগ করেন, অমিত শাহের সাথে কাজ করার পর আমার এই উপলব্ধি হয়েছে। আমি ওই মূল্যবান সময়গুলি হারিয়েছি এখন তা বুঝতে পারছি। তাই, এখন সেই সময় আমি ফেরত চাইছি।

এদিন তিনি বলেন, উত্তর-পূর্বাঞ্চলে যে উন্নয়ন সম্ভব বিজেপি তা প্রমাণ করেছে। শুধু তা-ই নয়, ত্রিপুরা, অসমে নির্বাচনে বিজয়, বিজেপিকে অসাম্প্রদায়িক পরিচিতি দিয়েছে। কারণ, নাগাল্যান্ড এবং খ্রিষ্টান সহ অন্য সম্প্রদায় ও জাতিভুক্ত এলাকায় কাজের সুযোগ সম্প্রসারিত করতে সক্ষম হয়েছে। এই বই তারই জীবন্ত দলিল, বলেন তিনি। তাঁর কথায়, অমিত শাহ তাঁকে বুঝিয়েছেন দেশের জন্য কীভাবে কাজ করতে হয়। কারণ, তিনি জাতীয়তাবাদ নিয়ে কখনও কোনও আপস করেন না।

প্রসঙ্গত, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের জীবনপঞ্জি নিয়ে অনির্বাণ গঙ্গোপাধ্যায় এবং শিবানন্দ দ্বিবেদীর ইংরেজিতে লেখা ”অমিত শাহ অ্যান্ড দ্যা মার্চ অব বিজেপি” শীর্ষক বই ২০১৯ সালে প্রকাশিত হয়েছিল। এই বইয়ের অসমিয়া ভাষায় ”অমিত শ্বাহ আরু অগ্রগামী বিজেপি” (অমিত শাহ এবং অগ্রগামী বিজেপি) শিরোনাম দিয়ে অনুবাদ করেছেন মন্ত্রী ড় হিমন্তবিশ্ব শর্মা। আজ সোমবার হোটেল তাজ ভিভান্টায় কেন্দ্রীয় ডোনার মন্ত্রী ড় জীতেন্দ্র সিং, অসমে বিজেপির কেন্দ্রীয় প্রভারী বৈজয়ন্তজয় পাণ্ডা, দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক দিলীপ শইকিয়া, প্রদেশ সভাপতি রঞ্জিতকুমার দাসকে সঙ্গে নিয়ে ”অমিত শ্বাহ আরু অগ্রগামী বিজেপি” শীর্ষক অসমিয়া বই উন্মোচন করেছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়াল।

মহিলাদের অসন্মান মানবনা, নারী দিবসে হুংকার মমতার

কলকাতা,৮ মার্চ (হি.স.) : আর দেরি নেই নির্বাচনের। তারই মাঝে গতকালই শহরে এসেছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তারই মাঝে আজ সোমবার জ্বালানির মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে পথে নামে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আর তারপরেই ”মহিলাদের অসন্মান মানবনা” হুংকার মমতার।

রবিবারের পর ফের সোমবার পরপর দুদিন জ্বালানি পণ্যের মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে পথে মমতা। কলেজ স্ট্রিট থেকে ডোরিনা ক্রসিং পর্যন্ত মিছিলে অংশ নেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আর তারপরেই ডোরিনা ক্রসিং থেকে মুখ্যমন্ত্রী প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে সুর চড়িয়ে বলেন, ”ফোন করে বলবেন জয় বাংলা, হ্যালো বলবেন না।আমফান, করোনায় সময় আমি রাস্তায় নেমেছি। আপনি ভার্চুয়াল করে কাজ সেরেছেন। সব জায়গায় নিজের ছবি, নাম। কোভিড ভ্যাকসিনে নিজের মুখ। পেট্রোল পাম্পে নিজের মুখ। নিজের নামে স্টেডিয়ামে। ইসরোতেও নিজের ছবি পাঠিয়েছেন।

যতই কর হামলা, জবাব দেবে বাংলা। কাল বললেন ডাক্তার-ইঞ্জিনিয়ার বানাবেন। বাংলায় ঘরে ঘরে ডাক্তার।প্রধানমন্ত্রী আপনার ধ্বংসের কথা শুনতে চাই না। আগে দিল্লি সামলান, তারপর বাংলার দিকে তাকাবেন। বিনা পয়সায় আমরা চাল দিচ্ছি, ফোটাতে লাগছে ৯০০ টাকার গ্যাস। কিছু দরকার নেই, প্রধানমন্ত্রী বিনামূল্যে গ্যাস দিন।বাংলার মেয়েরা সুরক্ষিত নয়। বাংলায় মেয়েরা দিন-রাত সবসময় সুরক্ষিত। মোদী-শাহর রাজ্য গুজরাটে অপরাধ সবথেকে বেশি। ধর্ষণে শীর্ষে আমদাবাদ, আর যোগী-রাজ্য উত্তরপ্রদেশ।প্রধানমন্ত্রীর চেয়ারকে সম্মান করি। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী এত মিথ্যে বলেন, সেটা আজব বিষয়। নারীদের অধিকার রক্ষা আমাদের প্রথম দায়িত্ব। মহিলাদের অসম্মান মানব না। মেয়েরাই দেশ গড়েছে, বিশ্ব গড়েছে”। হিন্দুস্থান সমাচার/ পায়েল / কাকলি

তৃণমূলের টিকিট পেয়েও বিজেপিতে যাচ্ছেন হবিবপুরের প্রার্থী

কলকাতা, ৮ মার্চ (হি.স.): প্রার্থীতালিকায় নাম রয়েছে, তা সত্ত্বেও বিজেপিতে যাচ্ছেন মালদহের তৃণমূল নেত্রী সরলা মুর্মু। কারণ, দল পছন্দের আসনটি তাঁকে দেয়নি। সোমবারই তাঁর বিজেপিতে যোগ দেওয়ার কথি।

২৯১ টি বিধানসভা আসনের প্রার্থীর নাম ঘোষণা করেছেন তৃণমল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ‘দিদি’র অনেক পুরনো সৈনিকই বাদ পড়েছেন তালিকা থেকে। প্রার্থীতালিকা ঘোষণা হতেই দলের বিরুদ্ধে সুর চড়িয়েছেন প্রত্যাখ্যাত প্রত্যাশীরা। অনেকেই তাঁদের মতো ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন টিকিট না মেলায়।

প্রার্থীতালিকায় নাম ছিল মালদহের প্রাক্তন জেলা পরিষদের সভাপতি সরলা মুর্মুর। তা সত্ত্বেও দল ছাড়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তিনি। তাঁর দাবি, বহুবার দলকে জানিয়েছিলেন, পুরাতন মালদহের প্রার্থী হতে চান তিনি। কিন্তু দল তাতে কর্ণপাত করেনি। হবিবপুরের প্রার্থী করা হয়েছে তাঁকে। যা মোটেও ভালভাবে নেননি তিনি।

এই কারণেই দলত্যাগের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন সরলা মুর্মু। সূত্রের খবর, রবিবার রাতের ট্রেনে মালদহ থেকে কলকাতার উদ্দেশে রওনা হন তিনি। আজ অর্থাৎ সোমবার বিজেপিতে যোগ দেবেন। ইতিমধ্যেই শারীরিক অসুস্থতার কারণ দেখিয়ে সরলা মুর্মুকে প্রার্থী পদ থেকে সরানোর কথা ঘোষণা করেছে তৃণমূল। তাঁর জায়গায় হবিবপুরের প্রার্থী হচ্ছেন প্রদীপ বাস্কে।

প্রদীপ বাস্কে আদতে বিজেপিরই নেতা। তিনি আবার হব্বিবপুরেরই বাসিন্দা। ২০১৬ সালে তিনিই বিজেপির প্রার্থী ছিলেন হব্বিবপুর আসনে। গত মাসেই তিনি অনুগামীদের নিয়ে তৃণমূলে যোগ দিয়েছেন। ২০১৬ সালের নির্বাচনে তিনি পরাজিত হন সিপিএমের খগেন মুর্মুর কাছে। তৃণমূলে যোগ দিয়ে জানিয়েছিলেন, তিনি বিজেপির এসটি মোর্চার জেলার দায়িত্বে ছিলেন। জেলা বিজেপির সম্পাদক পদেও ছিলেন তিনি। তা সত্ত্বেও দলে গুরুত্ব পাচ্ছিলেন না। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উন্নয়নে সামিল হওয়ার জন্যই দলত্যাগের সিদ্ধান্ত নেন তিনি। আর এবার তো নিজের ঘরেই ভোটে লড়াই করার টিকিট পেয়ে গেলেন তিনি।

যদিও রাজ্য বিজেপি সূত্রে এখনও জানা যায়নি সরলা মুর্মু পুরাতন মালদা আসন থেকেই দলের টিকিট পাচ্ছেন কিনা। কারন বিজেপির অন্দরে সেই আসনের একাধিক দাবিদার রয়েছেন। সরলাকে ওই আসন থেকে টিকিট দিলে তাঁদের অবস্থান কী হয় এখন সেটাও দেখার। ইঙ্গিত মিলেছে সরলাকে টিকিট দেওয়া হলে মালদায় দলের অন্দরেই বিদ্রোহ শুরু হয়ে যাবে। সেক্ষেত্রেই কেউ কেউ সরলার বিরুদ্ধে নির্দল প্রার্থী হয়ে দাঁড়িয়ে যেতেও পারেন।

প্রসঙ্গত, রবিবারই দলত্যাগের কথা ঘোষণা করলেন মালদহ জেলা তৃণমূলের কো-অর্ডিনেটর অম্লান ভাদুড়ি। তাঁর অভিযোগ, শুভেন্দু ঘনিষ্ঠ হওয়ার কারণে টিকিট পাননি তিনি। তবে দল ছাড়লেও বিজেপিতে যোগ দেওয়া নিয়ে কোনও মন্তব্য করেননি তিনি।

“বেশ কিছু নারী পুরুষতান্ত্রিক চিন্তা চেতনার শিকার নিজেদের অজান্তেই“ ডঃ উজ্জয়িনী হালিম

কলকাতা, ৮ মার্চ (হি.স.): নারীরা অনেকে পুরুষবিদ্বেষী। কতটা? এর জন্য দায়ী নারী না পুরুষ? কেন? প্রশ্নের জবাবে সুপরিচিত সমাজকর্মী উজ্জয়িনী হালিম ‘হিন্দুস্থান সমাচার’-কে জানালেন, “নারী বলতে যদি দেশের বেশিরভাগ মহিলার কথা বলি, তাঁরা পুরুষবিদ্বেষী বলে আমার মনে হয় না। বরং বেশ কিছু নারী পুরুষতান্ত্রিক চিন্তা চেতনার শিকার নিজেদের অজান্তেই। তাই সমান অধিকার চাইতে তাদের আজও কুণ্ঠা। কন্যা সন্তানের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ মানে শেষ পর্যন্ত একটা ভালো বিয়ে।“ উজ্জয়িনীর কথায়, “যেটা না বললেই নয়। আন্তর্জাতিক নারী দিবসে মহিলাদের সমানাধিকারের দাবি উদযাপন যেন আরেকটা বানিজ্যিক দিন না হয়ে পরে। এ লড়াই চলে একদিন - প্রতিদিন।“ নারী স্বাধীনতা শুধুই কি কথার কথা? না, আগের চেয়ে সংসারে, সমাজে নারীদের অবস্থান আইগের চেয়ে ইতিবাচক হয়েছে? উজ্জয়িনীর জবাব, “আগের থেকে তো অবশ্যই অগ্রগতি হয়েছে মেয়েদের অধিকার আদায়ের লড়াই। তবে অনেক সময় বৈষম্যমূলক রীতিনীতি আইন করে বন্ধ করা হলেও, সমাজে তা অন্যরূপে রয়েই গেছে। আজো কটা বিধবাবিবাহ হয়? পণপ্রথা তো এখনও সাবলীল। সাথে আছে কন্যা ভ্রূণ হত্যার মত অপরাধ, ‘অনার কিলিং’। দেশের বর্তমান পরিস্থিতিতে এক শক্তিশালী দলের প্রধান ও তাঁর অনুগামীরা বার বার মেয়েদের বলছেন তাদের স্থান পরিবারে, পরিচয় জননী, সুগৃহিণী, পতিব্রতা বধু। এই মহাকাশ অভিযানের যুগে মেয়েদের কেবল মাতৃরূপে পুজো করলে, মানুষ হিসেবে তাঁদের সমান অধিকারের লড়াইটাকে অসম্মান করা হয়। তাছাড়া এখন অনেক মহিলা পুরুষদের সাথে তাল মিলিয়ে নানান পেশায় আছেন। তাদের অধিকাংশের কিন্তু কাজের বোঝা দ্বিগুণ হয়েছে। বাইরের কাজ সামলেও, ঘরের কাজটা তাদেরই করতে হয়। সেই স্টিরিওটাইপ - সংসারের কাজ মেয়েদের, সেটা খুব কি পালটেছে? তারপরও বলব বর্তমান পরিসরে মেয়েদের অধিকার অর্জনের যে যাত্রা শুরু হয়েছে, তা আমাকে অনুপ্রেরণা দেয় ও নিরাশ হতে দেয় না।“

উন্নত দেশগুলির তুলনায় ভারতে বা এদেশের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে নারীস্বাধীনতার চরিত্রগত কোনও পার্থক্য চোখে পড়ে? এই প্রতিবেদককে জবাবে উজ্জয়িনী জানান, “সে তো আছেই তবে কারণটা বেশীরভাগ অর্থনৈতিক। আর হ্যাঁ শিক্ষাও একটা ফ্যাক্টর। তবে সুদীর্ঘকাল বিদেশে থেকে ও সেখানেও সামাজিক কর্মকাণ্ডের সাথে জড়িত থেকে এটা বুঝেছি লিঙ্গ সাম্যাবস্থা সে দেশেও নেই। সে সব দেশেও গার্হস্থ্য হিংসার বহু নিদর্শন রয়েছে। সেখানেও রয়েছে পরোক্ষ সামাজিক চাপ মা হওয়ার, সংসার সামলানোর এমনকি পণেরও - অন্যরূপে, কিন্তু আছে। হ্যাঁ, যে মহিলারা এর প্রতিবাদ করেন, আইনী সাহায্য নিতে চান, সেখানে এই পরিষেবা পাওয়া মনে হয় এদেশের তুলনায় সহজ। পরিসংখ্যান দিতে পারছি না। বিদেশে বহু মহিলা একা থাকেন - সিঙ্গল উওমেন। এদেশে সেই সংখ্যা দ্রুত বাড়ছে। ওদেশে সরকারি পরিকাঠামো উন্নত বলে তাঁরা নিজেদের একক সংসার সামলাতে বেশি স্বচ্ছন্দ। এদেশে যদিও সরকারের চমৎকার আইন ও নীতি আছে, যা সিঙ্গল উওমেনদের সমর্থনে, কিন্তু প্রায়োগিক সমস্যা ও সমাজের ভর্ৎসনা দুটোই আইনের কার্যকারিতাকে সীমিত করেছে। তাছাড়া মেয়েদের মধ্যেও আইনি শিক্ষার অভাব আছে।“

উজ্জয়িনীর কথায়, “আমি একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের সাথে যুক্ত। সহকর্মীদের সাহায্যে তার পরিচালনার ভার আমার উপর। আমাদের কাজের একটা বড় দিক মহিলাদের অধিকার ও আইন নিয়ে সচেতন করা। পশ্চিমবঙ্গ, উড়িষ্যা ও ঝাড়খণ্ড এ আমাদের কাজ। গ্রামে ঘুরে একটা জিনিস মনে হয় পুঁথিগত শিক্ষাই নারীর ক্ষমতায়নের জন্য যথেষ্ট নয়, দরকার আলোচনা, মতের আদানপ্রদান। নারীদের অধিকার রক্ষার লড়াইটা পুরুষদের বিরুদ্ধে লড়াই নয়। পুরুষতান্ত্রিকতা আর পুরুষ এক নয়। বহু পুরুষও পুরুষতান্ত্রিকতার শিকার। তাই সচেতনতা বৃদ্ধির কাজ নারী - পুরুষ - তৃতীয় লিঙ্গ সবার মধ্যেই আমরা করি, করা উচিৎ। মহিলাদের জীবনের সর্বক্ষেত্রে সমান অধিকার যখন চাই, তাদের রাজনৈতিক পরিসরেও সমান অংশগ্রহণ চাই, টোকেনিজম নয়। তাদের উন্নয়নের রূপরেখা তারাই ঠিক করবে। নারীকে আপন ভাগ্য জয় করার অধিকার কেউ দিতে পারবে না, সেটা তাদেরই অর্জন করতে হবে। অনেক মহিলার সান্নিধ্যে এসেছি, যারা এই অধকারের লড়াইটা লড়ছেন ঘরে, বাইরে গঠনমূলক ভাবে; ভঙ্গি সর্বস্ব ভাবে নয়। তারাই আমার কাছে আলোর পথের যাত্রী, এদের সাথে পুরুষেরাও আছেন বৈকি। শেষে একটা উদ্যোগের কথা বলি। আজ আমাদের হাতে হাতে স্মার্ট ফোন। সোশ্যাল মিডিয়ায় অবাধ যাতায়াত। আর সেই সোশ্যাল মিডিয়াতেই পাতা আছে নারীদের হয়রান করার নানান ফাঁদ। তাই বর্তমানে আমাদের একটা বড় কাজ সোশ্যাল মিডিয়ার ব্যবহারে মেয়েরা কি করে সাবধান হবে ও সকলে কি ভাবে দায়িত্বশীল ভাবে এই প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করতে পারে তার উপর সচেতনতা শিবির আয়োজন। এই ধরনের শিবিরে আমরা গ্রাম থেকে শহরে খুব ভালো সাড়া পেয়েছি।“

আন্তর্জাতিক নারী দিবসে বিভিন্ন দাবীতে এআইএমএসএস এর উদ্যোগে ধরণা কর্মসূচি আগরতলায়। ছবি নিজস্ব।

আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে স্টেট এনএসএস ইউনিটের উদ্যোগে আগরতলা শহরে বর্ণাঢ্য রেলি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ মার্চ।। আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে সোমবার স্টেট এনএসএস ইউনিটের উদ্যোগে রাজধানী আগরতলা শহরে এক বর্ণাঢ্য রেলি সংঘটিত করা হয়। মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন বর্ণালী ঘোষ উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়াম থেকে রেলির আনুষ্ঠানিক সূচনা করেন।৮ মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবস। নারীদের অধিকার আদায়ের দিন।গোটা বিশ্বের সঙ্গে আমাদের দেশে ও আন্তর্জাতিক নারী দিবস যথাযোগ্য মর্যাদায় পালিত হচ্ছে। এ উপলক্ষে রাজধানী আগরতলা শহরে স্টেট আরএসএস ইউনিটের উদ্যোগে এক বর্ণাঢ্য রেলি অনুষ্ঠিত হয়।ছেলেটি উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামের সামনে থেকে শুরু হয়ে আগরতলা শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে। রেলের আনুষ্ঠানিক সূচনা করেন রাজ্য কমিশনের চেয়ারপার্সন বর্ণালী ঘোষ। আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে রেলির সূচনা করে রাজ্য মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন বর্ণালী ঘোষ বলেন, আজকের দিনে আমাদের গ্রহণ করতে হবে সমাজ থেকে নারী নির্যাতন পুরোপুরি বন্ধ বন্ধ করতে হবে।সর্বস্তরের মহিলা যেন আজকের দিনে সঠিক দিক খুঁজে পায় তার উপর তিনি গুরুত্ব আরোপ করেন।মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন বলেন আমাদের রাজ্যে যেসব ছোটখাটো সমস্যা রয়েছে সেগুলো সম্পর্কে সকলকে সচেতন থাকতে হবে। ২০২১ সালেও নারী-পুরুষের মধ্যে ব্যবধান রয়েছে বলে তিনি উল্লেখ করেন। কাজের সময়ের মধ্যে ফারাপ রয়ে গেছে। বিংশ শতাব্দীতে শুরু হয়েছিল নারী স্বাধীনতা ও নারী মর্যাদার আন্দোলন। এ বিষয়ে আমাদেরকে নতুন করে চিন্তা ভাবনা করতে হবে।মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন বলেন বর্তমান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি তাদের জন্য বিশেষ বিশেষ প্রকল্প ঘোষণা করে নারীদের কল্যাণ করার চেষ্টা চালাচ্ছেন। আমরা আজকের দিনে সমান অধিকার চাই।প্রসঙ্গক্রমে তিনি বলেন সংসদে বর্তমানে মাত্র সাড়ে ১৫ শতাংশ নারী সদস্য রয়েছেন।নারীদের সকল ক্ষেত্রে সমান অধিকার স্বীকৃত না হওয়া পর্যন্ত নারীরা তাদের অধিকার পূর্ণভাবে করতে পারবেন না বলেও তিনি উল্লেখ করেন। নারী নির্যাতন বন্ধ করতে নারী-পুরুষ উভয়ের সহযোগিতা আহ্বান করেছেন মহিলা কমিশনের চেয়ারপারসন। তিনি বলেন সমাজ সংস্কারের মাধ্যমে সমাজের পরিবর্তন আনা সম্ভব।

আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষ্যে দক্ষিণ ত্রিপুরা কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রের উদ্দ্যোগে অনুষ্ঠান

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ৮ মার্চ।। আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষ্যে দক্ষিন ত্রিপুরা কৃষি বিজ্ঞানকেন্দ্রের উদ্দ্যোগে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করাহয়েছে। আজ আন্তর্জাতিক নারী দিবস। এই মহান দিনকে কেন্দ্র করে গ্রামে অঞ্চলে কৃষি কাজের সাথে যুক্ত নারীদের সন্মান প্রদর্শনে শান্তির বাজার মহকুমার অন্তর্গত মনপাথর এলাকায় দক্ষিন ত্রিপুরা কৃষি বিজ্ঞানকেন্দ্রে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করাহয়েছে। এই অনুষ্ঠানে কৃষকদের দ্বারা উৎপাদিত বিভিন্ন কৃষিজ ফসল নিয়ে একটি প্রদর্শনী ষ্টল খোলাহয়েছে। এই ষ্টলের মধ্যে কৃষিজ ফসলগুলি বাছাইকরে প্রথম, দ্বীতিয় ও তৃতীয় স্থানাধিকারীদের কৃষি বিজ্ঞানকেন্দ্রের উদ্দ্যোগে পুরষ্কৃত করাহয়। এর পাশাপাশি ষ্টলে মহিলাদের দ্বারা নির্মিত ঐতিয্যবাহী পোষক প্রদর্শনকরাহয় ও এদেরকেও পুরষ্কৃত করাহয়। আজকের এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন তৈকর্ম হলিক্রস দ্বাদশশ্রেনী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা সিষ্টার রিনা, কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রের ইনচার্জ বিশ্বজিৎ দেবনাথ সহ অন্যান্য অতিথিবৃন্দরা। আজকের এই অনুষ্ঠানে ১৩২ জন মহিলা অংশ গ্রহন করে। এদের মধ্যে ৮২ টি আইটেম নিয়ে প্রদর্শনী ষ্টল নির্মান করাহয়। আজকের এই সমগ্র অনুষ্ঠান সম্পর্কে সংবাদমাধ্যমের সামনে কিছু তথ্য তুলে ধরনে কৃষিবিজ্ঞান কেন্দ্রের ইনচার্জ বিশ্বজিৎ দেবনাথ। কৃষিবিজ্ঞান কেন্দ্র কতৃক আয়োজিত আজকের অনুষ্ঠানে আগত লোকজনদের মধ্যে উৎসাহ উদ্দিপনা ছিলো চোখেপরার মতো।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

এডিসি

● প্রথম পাতার পর

নেতৃবৃন্দ বলেন বর্তমানে রাজ্যের বিজেপি আইপিএফটি জোট সরকার উপজাতি জনগণের কল্যাণে কিছুই করছে না। বিগত বামফ্রন্ট সরকার যেসব প্রকল্প হাতে নিয়েছিল সেই সব প্রকল্পের কাজ শেষ করে ফিতা কাটার কাজ করে চলেছে বর্তমান সরকার। একমাত্র বামফ্রন্ট উপজাতি জনগণের কল্যাণে কাজ করবে বলে দলীয় নেতৃবৃন্দ অভিমত ব্যক্ত করেন। রাজ্য এবং কেন্দ্রে যে সরকার রয়েছে তারা কর্পোরেটদের সেবা করতে চায় বলে তারা মন্তব্য করেন। আসন্ন জেলা পরিষদ নির্বাচনে বামফ্রন্ট প্রার্থীদের বিপুল ভোটে জয়ী করার জন্য নেতৃবৃন্দ গণদেবতাদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। উল্লেখ্য বামফ্রন্টই প্রথম এডিসির জন্য প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করে মনোনয়নপত্র জমা দিতে শুরু করেছে। জেলা পরিষদ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল এবং ভোটারদের মধ্যে এখন তৎপরতা তুঙ্গে।

ঠিকেদার

● প্রথম পাতার পর

আমলে প্রকল্পের কাজ শেষ না করে অর্থ হাতিয়ে নেওয়ার ঘটনাকে কেন্দ্র করে স্থানীয় জনমনে তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে। অর্থ আত্মসাৎকারী ঠিকাদারের বিরুদ্ধে কঠোর আইনি ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এলাকাবাসীর তরফ থেকে দাবি জানানো হয়েছে।

ভারতীয় মজদুর সংঘের উদ্যোগে পশ্চিম জেলার জেলা শাসকের কাছে ১৫ দফা দাবিতে স্মারকলিপি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ মার্চ।। সোমবার আন্তর্জাতিক নারী দিবসে ভারতীয় মজদুর সংঘের উদ্যোগে পশ্চিম জেলার জেলা শাসকের কাছে ১৫ দফা দাবিতে স্মারকলিপি প্রদান করা হয়েছে।মহিলা স্ব শক্তিকরণসহ ১৫ দফা দাবিতে সোমবার আন্তর্জাতিক নারী দিবসে পশ্চিম জেলার জেলা শাসকের কাছে ডেপুটেশন ও স্মারকলিপি প্রদান করেছে ভারতীয় মজদুর সংঘ। সংগঠনের মহিলা নেত্রীরা পশ্চিম জেলার জেলাশাসক অফিসে গিয়ে ডেপুটেশন ও স্মারকলিপি প্রদান করেন। ডেপুটেশনের স্মারকলিপির দাবিগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো, জরুরী কালীন পরিস্থিতি ছাড়া মহিলাদের রাত্রিকালীন পরিষেবায় নিযুক্ত করা যাবে না, এ ক্ষেত্রে মহিলাদের উপযুক্ত সুরক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে, গর্ভকালীন অবস্থায় মহিলাদের রাত্রিকালীন কাজ বন্ধ করতে হবে, পারিবারিক স্থিতি বিবেচনা করে মহিলা কর্মীদের নিজ নিজ জেলাতে নিযুক্ত করতে হবে।অঙ্গনওয়াড়ি মহিলা কর্মী ও সহায়িকাদের সরকারি কর্মচারীর মর্যাদা প্রদান করতে হবে এবং ন্যূনতম বেতন ভাতা দিতে হবে। তাদের জন্য অবসরকালীন সামাজিক পেনশন সুনিশ্চিত করতে হবে। শ্রমিকদের জন্য ইএসআইসি হাসপাতাল এর সংখ্যা বৃদ্ধি করতে হবে। মহিলা সশক্তিকরণ সহ দাবি পূরণের উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ না করে তারা আন্দোলনে সামিল হবেন বলেও জানিয়েছেন।

করোনার টিকা নিলেন মানিক সরকার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ মার্চ।। রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা বিরোধী দলনেতা মানিক সরকার আইজিএম হাসপাতালে সোমবার করোনা প্রতিষেধক টিকা নিলেন।করোনা ভাইরাস সংক্রমণ মোকাবেলায় রাজ্য টিকাকরণ কর্মসূচি এগিয়ে চলেছে। নানা বিতর্ক থাকলেও বিতরকের ঊর্ধে উঠে রাজ্যের বিরোধী দলনেতা প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার আইজিএম হাসপাতালে গিয়ে করোনা প্রতিষেধক টিকা নিয়েছেন। বিরোধী দলনেতা টিকা সাধারন মানুষের মধ্যে সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণার অনেকটাই অবসান ঘটেছে বলা যেতে পারে।যাবতীয় স্বাস্থ্যবিধি মেনে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা বিরোধী দলনেতা মানিক সর্কার আইজিএম হাসপাতালে গিয়ে টিকা নিয়েছেন।

চাঞ্চল্য

● প্রথম পাতার পর

স্ত্রী নিরুপমা রেহাই পায়নি ঐ মানুষ রূপী হিংশ্র অনন্তের হাত থেকে। ধারালো অস্ত্র দিয়ে অনন্ত তার স্ত্রীর মাথায় কোপ বসিয়ে দেয়।সঙ্গে সঙ্গেই রক্তাক্ত অবস্থায় মাটিতে লুটিয়ে পরে নিরুপমা। তাকে ফটিকরায় হাসপাতালে নিয়ে আসলে চিকিৎসক তাকে মৃত বলে ঘোষনা করেন।এমনটাই জানিয়েছেন মৃতার মেয়ে,।পাশাপাশি পাষণ্ড পিতার ফাঁসির দাবিও করেছে সদ্য মাতৃহারা সন্তান সন্ততী।ঘটনার খবর পেয়ে অকুস্থলে পৌছায় মহকুমা পুলিশ আধিকারিকের নেতৃত্বে ফটিকরায় থানার পুলিশ। অভিযুক্ত অনন্ত দাসকে গ্রেপ্তার করে হাজতে পুরে।ঘটনার তদন্তে নেমেছে ফটিকরায় থানার পুলিশ।এদিকে স্থানীয় বাসিন্দা ও পরিবারের লোকেদের মতে অভিযুক্ত ব্যক্তি রবিবার রাতে বাড়িতে ছিলোনা।সোমবার সকালে বাড়ীতে ফিরে পরিবারের লোকেদের উপর নানান অভিযোগ তুলতে থাকে।এর পরই রুদ্ররূপ ধারন করে নিজের স্ত্রীর প্রাণ কেড়ে নেয় অনন্ত দাস।ঘটনায় তদন্তক্রমে অভিযুক্তের শাস্তির দাবী তুলছেন স্থানীয়রা। ঘটনার খবর পেয়ে হাসপাতালে ছুটে যান এলাকার বিধায়ক শুধাংশু দাস। পরিবার পরিজনদের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করেন।ঘটনাকে কেন্দ্র করে তীব্র চাঞ্চল্য ও শোকের ছায়া নেমেছে গোটা এলাকায়।

ধারালো

● প্রথম পাতার পর

দেববর্মারাও কৈলাসহর থানা এসে ছিনতাইকারীদের সনাক্ত করন করে তিন ছিনতাইকারীর বিরুদ্ধে কৈলাসহর থানায় লিখিত মামলা করে। পুলিশ সূত্রে জানা যায় যে, ধীরেন্দ্র পাঠক, শান্তি লাল রাজবর এবং সুজাতা দাশ এই তিন ছিনতাইকারীরা এই ঘটনা করে।

তবে,ধীরেন্দ্র পাঠক এবং শান্তি লাল রাজবরের বাড়ি উত্তরপ্রদেশ রাজ্যের মাও জেলায় এবং সুজাতা দাশের বাড়ি কৈলাসহরের ভগবান নগর এলাকায়। শান্তি লাল রাজবর এবং সুজাতা দাশ উনারা স্বামী স্ত্রী। প্রায় দশ বছর পূর্বে উনাদের বিয়ে হয়েছিল। তিন ছিনতাইকারীর মধ্যে ধীরেন্দ্র পাঠকের অবস্থা খারাপ হওয়াতে ধীরেন্দ্র পাঠক কৈলাসহরের ঊনকোটি জেলা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছে।কৈলাসহর থানার পুলিশ অফিসার নিখিল দেববর্মার নেতৃত্বে পুলিশ গোটা ঘটনার তদন্তে নেমেছে।

বিজেপি সাম্প্রদায়িক দল উপজাতিবিরোধী, অভিযোগ ডিমা হাসাও জেলা কংগ্রেসের

হাফলং (অসম), ৮ মার্চ (হি.স.) : নির্বাচনের প্রাক মুহূর্তে ডিমা হাসাও জেলায় কংগ্রেস দলে যোগদানের হিড়িক পড়েছে। সোমবার হাফলঙে রাজীব ভবনে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ছেড়ে প্রায় শতাধিক পুরুষ ও মহিলা কর্মী সমর্থক আনুষ্ঠানিক ভাবে কংগ্রেস দলে যোগ দেন। তাদের দলে স্বাগত জানান ডিমা হাসাও জেলা কংগ্রেসের সভাপতি নির্মল লাংথাসা, কংগ্রেস নেতা সমরজিৎ হাফলংবার, লোকমণি লাংথাসা ও মহিলা কংগ্রেসের সভানেত্রী হিমাদ্রিকা বাটারি।

সোমবার এদের দলীয় উত্তরীয় দিয়ে কংগ্রেস দলে স্বাগত জানান নির্মল লাংথাসা। কংগ্রেস দলে এই যোগদান অনুষ্ঠানের পর ডিমা হাসাও জেলা কংগ্রেসের মুখপাত্র সমরজিৎ হাফলংবার নির্মল লাংথাসাকে পাশে বসিয়ে বিজেপির তীব্র সমালোচনা করে বলেন, বিজেপি হচ্ছে একটি সাম্প্রদায়িক দল। তাছাড়া এই দল হচ্ছে উপজাতি জনগোষ্ঠীর বিরোধী। উপজাতি জনগোষ্ঠীয় মানুষের জন্য এক ক্ষতিকারক দল হচ্ছে বিজেপি। এই অভিযোগ এনে সাংবাদিক সম্মেলনে সমরজিৎ বলেন, বিজেপি ক্ষমতায় আসার পরই অর্থনৈতিক অবস্থা খুব খারাপ হয়েছে। হু হু করে প্রতিদিন বাড়ছে পেট্রোল ডিজেল ও রন্ধন গ্যাস সহ অত্যাবশক সামগ্রীর মূল্য। তাই বিজেপির এই জনবিরোধী নীতির বিরুদ্ধে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ ভাবে লড়াই চালিয়ে যেতে হবে।

সমরজিৎ বলেন, ডিমা হাসাও জেলায় গত পাঁচ বছরে অশান্তি সৃষ্টি করার কম প্রয়াস চালায়নি বিজেপি। প্রথমে নাগালিম ইস্যু, তার পর ষষ্ঠ তফশিলি নিয়ে পাহাড়ি জেলাকে অশান্ত করার চেষ্টা করা হয়েছে বলে গুরুতর অভিযোগ উত্থাপন করে সংবিধানে ষষ্ঠ তফশিলি অনুসারে উপজাতি জনগোষ্ঠীর জন্য যে-সব সুরক্ষা কবচ ছিল তা বিলুপ্ত করার ষড়যন্ত্র করেছে বিজেপি। এই অভিযোগ তুলে বলেন, নির্বাচনের আগেই বিজেপি দল রাজ্যের পার্বত্য এলাকা উন্নয়ন বিভাগকে বিলুপ্ত করার চেষ্টা করেছিল।

কিন্তু পাহাড়ি জেলার সাধারণ মানুষের প্রতিবাদে এবং আসন্ন নির্বাচনে এ-নিয়ে ডিমা হাসাও এবং কারবি আংলং জেলায় ব্যাপক প্রভাব পড়তে পারে অনুমান করে অবশেষে রাজ্যের ক্ষমতাসীন বিজেপি সরকার ক্যাবিনেট সিদ্ধান্ত বাতিল করতে বাধ্য হয়েছে। তবে পুনরায় যদি রাজ্যে বিজেপির সরকার ক্ষমতায় এলে ষষ্ঠ তফশিলির ক্ষমতা হ্রাস করার চেষ্টা করবে। তাই আসন্ন নির্বাচনে সবাইকে এক জোট হয়ে এর জবাব দিতে হবে বলে আহ্বান জানান জেলা কংগ্রেসের মুখপাত্র সমরজিৎ হাফলংবার। তাছাড়া আসন্ন নির্বাচনে কংগ্রেস দল ভালো ফলাফল করতে সক্ষম হবে বলে আশা ব্যক্ত করেন সমরজিৎ হাফলংবার।

বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডে নিদ্রাবস্থায় অগ্নিদগ্ধ হয়ে মৃত্যু কিশোরীর

মাইবাং (অসম), ৮ মার্চ (হি.স.) : ডিমা হাসাও জেলার মহকুমা সদর মাইবাঙে এক ভয়ঙ্কর অগ্নিকাণ্ডে ঘরের ভিতরেই জীবন্ত অগ্নিদগ্ধ হয়ে মৃত্যু ঘটেছে বছর ১৭-এর এক কিশোরীর। হৃদয় বিদারক ঘটনাটি সংঘটিত হয়েছে রবিবার রাত প্রায় সাড়ে আটটা নাগাদ মাইবাঙের দিহুর ফংলো এলাকায়।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মাইবাং জাতীয় সড়ক লাগোয়া দিহুর ফংলোয় গবিন্দ্রা হোজাই নামের এক ব্যক্তির বাড়িতে এই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা সংঘটিত হয়। অগ্নিকাণ্ডের সময় ঘরের ভিতরে বিছানায় নিদ্রাচ্ছন্ন অবস্থায় জীবন্ত অগ্নিদগ্ধ হয়ে মৃত্যু ঘটে আবরতা ফংলো নামের এক কিশোরীর। যে সময় এই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা সংঘটিত হয়েছে সে সময় এই কিশোরী ছাড়া ঘরে আর কেউ ছিলেন না বলে জানা গিয়েছে।

উল্লেখ্য শনিবার রাত থেকে পুরো মাইবাং শহরে বিদ্যুৎ পরিষেবা সম্পূর্ণভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিল। গোটা মাইবাং শহর শনিবার রাত থেকে অন্ধকারে ডুবে রয়েছে। এরই মধ্যে রবিবার রাতে এই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা সংঘটিত হয়। তবে কীভাবে এই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনার সূত্রপাত হয়েছে এ-নিয়ে পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে। এদিকে অগ্নিদগ্ধ হয়ে মৃত্যুবরণকারী কিশোরীর মৃতদেহ হাফলং সরকারি হাসপাতালে ময়না তদন্তের পর তার পরিবারের হাতে তুলে দিয়েছে পুলিশ।

"বাংলার মেয়েদের অসম্মান করা হয়েছে তার বদলা চাই": লকেট

কলকাতা,৭ মার্চ (হি স): দোরগোড়ায় কড়া নাড়ছে একুশের নির্বাচন। নির্বাচন নিয়ে ইতিমধ্যেই উত্তেজনা চরমে রাজ্য জুড়ে। নির্বাচনের আগে এক ইঞ্চি জমি ছাড়তে নারাজ বিজেপি তৃণমূল। এরই মাঝে সোমবার "বাংলার মেয়েদের অসম্মান করা হয়েছে তার বদলা চাই" বলে হুংকার ছাড়লেন বিজেপি নেত্রী লকেট চট্টোপাধ্যায়ের।

এই প্রসঙ্গে লকেট চট্টোপাধ্যায় আরও বলেন, "বাংলার মেয়েদের অসম্মান করা হয়েছে তার বদলা চাই। ভোটের সময় বাংলার মেয়ে নামে প্রচার করা হচ্ছে। মহিলাদের উপর অত্যাচারের কেস নেওয়া হয় না থানায়। যাঁরা নির্যাতিতা সেইসব বাংলার মেয়েকে ফেরত চাই। রিপোর্ট না পাঠালে এনসিআরবিতে রেকর্ড হবে কী করে। উত্তরবঙ্গ চা বাগানে বহু মহিলা নিঁখোজ। তার কোনও তথ্য বাংলা দেয়নি। ধর্ষণের কোনও তথ্য বাংলার সরকার দিতে পারেনি। নারী দিবসে আমরা বাংলার মেয়েদের সম্মান ফেরত চাই। বিজেপি ক্ষমতায় এলে সেই সম্মান ফেরানো হবে"।

"ব্রিগেডকে বি-গ্রেড করে ছেড়েছেন" প্রধানমন্ত্রী মোদিকে কটাক্ষ মমতার

কলকাতা,৮ মার্চ(হি স): গতকাল শহরে এসেছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এরই মাঝে আজ সোমবার জ্বালানি পণ্যের মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে কলেজ স্ট্রিট থেকে ধর্মতলা অবধি মিছিলে হাঁটেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

এরপরেই ধর্মতলা থেকে প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে তোপ দাগিয়ে "ব্রিগেডকে বি-গ্রেড করে ছেড়েছেন" বলে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মদীকে কটাক্ষ তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের।

প্রধানমন্ত্রীকে কটাক্ষ করে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আরও বলেন, "নারীদের অধিকার রক্ষা আমাদের প্রথম দায়িত্ব। মহিলাদের অসম্মান মানব না।মেয়েরাই দেশ গড়েছে, বিশ্ব গড়েছে। প্রধানমন্ত্রীর চেয়ারকে সম্মান করি। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী এত মিথ্যে বলেন, সেটা আজব বিষয়।প্রধানমন্ত্রী বলছেন, বাংলার মেয়েরা সুরক্ষিত নয়। বাংলায় মেয়েরা দিন-রাত সবসময় সুরক্ষিত।মোদী-শাহর রাজ্য গুজরাটে অপরাধ সবথেকে বেশি। ধর্ষণে শীর্ষে আমদাবাদ, আর যোগী-রাজ্য উত্তরপ্রদেশ। সব জায়গায় নিজের ছবি নাম। ইসরোতেও নিজের ছবি পাঠিয়েছেন। কাল ব্রিগেডকে বিগ্রেড করে ছেড়েছেন। টাকা দিয়ে সব হয় না। যতই কর হামলা জবাব দেবে বাংলা"।

কুণাল ঘোষকে ফের জেরা ইডি-র

কলকাতা, ৮ মার্চ (হি.স.): তৃণমূল নেতা কুণাল ঘোষকে ফের জেরা করল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)। সোমবার সারদা-কাণ্ডে কুণালকে জেরা করা হয় ইডি সূত্রে খবর। কুণাল দিনের প্রথমার্দ্ধেই নথিপত্র নিয়ে সল্টলেকের সিজিও কমপ্লেক্সে ইডি দফতরে হাজির হন।

দফতরে ঢোকার সময় তিনি বলেন, এদিন তিনি বলেন, আমাকে যে যখন ডেকেছে, আমি সবসময় এসেছি। কেন্দ্রের হোক বা রাজ্যের-- যে এজেন্সি ডেকেছে তদন্তে সহযোগিতা করেছি।

এর আগে গত মঙ্গলবার ইডি-র জিজ্ঞাসাবাদের মুখোমুখি হন কুণাল ঘোষ। প্রায় দু'বছর পর সারদাকাণ্ডে জিজ্ঞাসাবাদের মুখোমুখি হন তৃণমূল মুখপাত্র।

ইডি সূত্রের খবর, প্রভাবশালীদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন সময়ে কুণাল ঘোষ একাধিক তথ্য দিয়েছিলেন। সেই তথ্যকে সামনে রেখেই তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়!এর আগে ২ মার্চ তাঁকে তলব করা করেছিল ইডি।

আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে আগরতলায় এনএসএসের উদ্যোগে সচেতনতা র‍্যালী। ছবি নিজস্ব।

াঙ্গন

শেষ মুহূর্তে বেনজেমার গোলে ড্র হল মাদ্রিদ ডার্বি

শেষ মুহূর্তে করিম বেনজেমার গোলে ড্র হল মাদ্রিদ ডার্বি। গত পাঁচ বছরে মাদ্রিদ ডার্বি জিততে পারেনি দিয়েগো সিমেওনের দলের। এদিন খেলার প্রথমেই লুই সুয়ারেজ গোল করে আতলেতিকো মাদ্রিদকে এগিয়ে দিলেও শেষ রক্ষা হলো না। অবশেষে ড্র করেই মাঠ ছাড়তে হল আতলেতিকো মাদ্রিদকে। খেলার অন্তিম মুহূর্তে বেনজেমা গোল করে জিদানের মান রাখলেন।এদিন ওয়ান্দা মেত্রোপলিতানোয় লা লিগার ম্যাচে মুখোমুখি হয় রিয়াল মাদ্রিদ ও আতলেতিকো মাদ্রিদ। মাদ্রিদ ডার্বি ঘিরে সমর্থকদের উতাহ ছিল চোখে পড়ার মতো। এদিন প্রথমার্ধের শুরু থেকেই আক্রমণাত্মক শুরু করলেও গোলের সুযোগ তৈরি করতে পারছিল না আতলেতিকো মাদ্রিদের ফুটবলাররা। বারবার রিয়াল মাদ্রিদ রক্ষণে আটকে যাচ্ছিল তারা। তবে খেলার ১৫ মিনিটে গোলের সুযোগ পেয়ে যায় আতলেতিকো মাদ্রিদ। মার্কোস ইয়োরেন্তের দুরন্ত পাস থেকে লুই সুয়ারেজ রিয়ালের জালে বল জড়িয়ে দেন। এরপর খেলার ৪১ মিনিটে পেনাল্টির দাবি তোলে রিয়াল মাদ্রিদ। কিন্তু রেফারি ভিআরের সাহায্য নিয়ে গোল দেননি।প্রথমার্ধে ১-০ গোলে পিছিয়ে থেকে শুরু করে রিয়াল মাদ্রিদ। গোলমুখ খুলতে আক্রমণের ঝাঁঝ বাড়ায় জিদানের ছেলেরা। যার ফলস্বরূপ খেলার ৪৮ মিনিটে গোল শোধ করার সুযোগ এসেগিয়েছিল রিয়াল মাদ্রিদের সামনে। কাসেমিরোর ক্রস থেকে হেডে গোল করতে ব্যর্থ হন নাচো। এর ঠিক ৯ মিনিট পর প্রতিআক্রমনে ভালো সুযোগ পেয়ে যায় আতলেতিকো মাদ্রিদ। কিন্তু রিয়াল গোলরক্ষক কোতর্য়োর প্রচেষ্টায় তা ব্যার্থ হয়। দ্বিতীয়ার্ধের ৬১ মিনিটে ডি-বক্সে ফাঁকায় বল পেয়ে যান কারাসকো কিন্তু তিনি বাইরে মারেন। বেনজেমার দুটি প্রচেষ্টা আটকান আতলেতিকো মাদ্রিদের গোলরক্ষক ইয়ান ওবলাক। কিন্তু খেলার একদম শেষ মুহূর্তে ৮৮ মিনিটে বেনজেমাকে আর থামানো যায়নি। দুরন্ত গোল করে দলকে সমতায় ফেরান তিনি। এদিনের গোল নিয়ে লা লিগায় তার গোল সংখ্যা হল ১৩। এদিন লুই সুয়ারেজের গোল সংখ্যা হল ১৭টি। শীর্ষস্থানে আছে লিওনেল মেসি। যার গোলসংখ্যা ১৯ টি। এদিনের ম্যাচ ড্র হওয়ায় লিগ টেবিলে ২৫ ম্যাচে ৫৯ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে রয়েছে আতলেতিকো মাদ্রিদ। ২৬ ম্যাচে ৫৬ পয়েন্ট নিয়ে দুই নম্বরে রয়েছে বার্সেলোনা। সমসংখ্যক ম্যাচ খেলে রিয়াল মাদ্রিদ ৫৪ পয়েন্ট নিয়ে তিনে অবস্থান করছে।

আইপিএলের জন্য খেলোয়াড়দের ছেড়ে দেবে ইংল্যান্ড

মুম্বই: এই মুহূর্তে ভারত সফরে রয়েছে ইংল্যান্ড। সদ্য শেষ হয়েছে চার টেস্টের সিরিজ। ১২ মার্চ থেকে শুরু হচ্ছে পাঁচ ম্যাচের টি-২০ সিরিজ। তার আগেই আইপিএলে খেলা ইংল্যান্ড ক্রিকেটাদের জন্য সুখবর। আইপিএলের জন্য ইংরেজ ক্রিকেটারদের ছেড়ে দেওয়ার কথা জানিয়ে দিলেন ইংল্যান্ড কোচ ক্রিস সিলভারউড।রবিবারই সরকারিভাবে চতুর্দশ আইপিএলের দিনক্ষণ ঘোষণা করেছে বিসিসিআই। ২০২১ সালে বিশ্বের সবচেয়ে বড় ক্রিকেট ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগ শুরু হচ্ছে ৯ এপ্রিল। করোনা আবহে গত বছর আইপিএল হয়েছিল সংযুক্ত আরব আমীরশাহীতে। কিন্তু এবার ঘরের মাটিতেই আইপিএল আয়োজন করতে চায় বিসিসিআই। মেগা এই টুর্নামেন্টের ফাইনাল হবে মোতেরায় নরেন্দ্র মোদী স্টেডিয়ামে ৩০ মে। প্লে-অফ ম্যাচগুলি হবে যথাক্রমে ২৫, ২৬ ও ২৮ মে। এই মুহূর্তে ভারতীয় সফরে থাকা ইংল্যান্ড দলের ৭ জন ক্রিকেটার চতুর্দশ আইপিএলে রয়েছেন। ২ জুন থেকে ঘরের মাঠে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে টেস্ট শুরু হচ্ছে ইংল্যান্ডের। কিন্তু ইংল্যান্ডে দলের কোনও ক্রিকেটারকে তার ফ্র্যাঞ্চাইজির হয়ে খেলার ছাড়পত্র দেওয়ার কথা ঘোষণা করেন ইংল্যান্ড কোচ। সংশ্লিষ্ট ফ্র্যাঞ্চাইজি আইপিএলের প্লে-অফে উঠলে সেই ক্রিকেটার কিউয়িদের বিরুদ্ধে সিরিজের প্রথম টেস্ট মিস করবেন। কিন্তু তাদের ছেড়ে দেওয়ার কথা পরিষ্কার জানিয়ে দেন ইংল্যান্ড কোচ।সিলভারউড জানান, ”আমরা এখনও টেস্ট নিয়ে কিছু ভাবিনি। আমার কাছে দেশের হয়ে খেলাটা সবচেয়ে বড় অনুভূতি। কিন্তু আইপিএলের জন্য দলে পরিবর্তন করাটাও কঠিন। আমরা টেস্ট সিরিজ নিয়ে আলোচনা করব। টেস্ট সিরিজের প্রস্তুতি নিয়ে আমরা পরে ভাবব। এখনই এ সব নিয়ে কিছু ভাবছি না। তবে আমরা কিছু একটা করব।” ইংল্যান্ড টেস্ট দলে থাকা যে সাত ক্রিকেটার আইপিএলের দলের রয়েছেন, তাঁরা হলেন বেনস্টোকস, স্যাম কারেন, জোস বাটলার, জোফরা আর্চার, মোয়েন আলি, জনি বেয়ারস্টো এবং ক্রিস ওকস।দেশের মাটিতে কোটিপতি লিগের প্রত্যাবর্তন ঘটলেও আটটি নয়, মোট ৬টি ভেন্যুকে বেছে নেওয়া হয়েছে এই টুর্নামেন্টের জন্য। তালিকায় রয়েছে মুম্বই, দিল্লি, কলকাতা, বেঙ্গালুরু, চেন্নাই এবং আমদাবাদ। চতুর্দশ আইপিএলের ঢাকে কাঠি পড়ছে আগামী ৯ এপ্রিল। টুর্নামেন্টের ফাইনাল অনুষ্ঠিত হবে ৩০ মে বিশ্বের সবচেয়ে বড় নরেন্দ্র মোদী ক্রিকেট স্টেডিয়ামে। হোম-অ্যাওয়ে ভিত্তিতে প্রত্যেক ফ্র্যাঞ্চাইজি খেলার সুযোগ পেলেও নিজেদের হোম গ্রাউন্ডে খেলার সুযোগ হচ্ছে না কোনও দলেরই।

লাল-নীল-গেরুয়া...! ”রঙ” ছাড়া সংবাদ খুঁজে পাওয়া কঠিন। কোন খবরটা ”খাচ্ছে”? সেটাই কি শেষ কথা? নাকি আসল সত্যিটার নাম ”সংবাদ”! ”ব্রেকিং” আর প্রাইম টাইমের পিছনে দৌড়তে গিয়ে দেওয়ালে পিঠ ঠেকেছে সত্যিকারের সাংবাদিকতার। অর্থ আর চোখ রাঙানিতে হাত বাঁধা সাংবাদিকদের। কিন্তু, গণতন্ত্রের চতুর্থ স্তম্ভে ”রঙ” লাগানোয় বিশ্বাসী নই আমরা। আর মৃত্যুশয্যা থেকে ফিরিয়ে আনতে পারেন আপনারাই। সোশ্যালের ওয়াল জুড়ে বিনামূল্যে পাওয়া খবরে ”ফেক” তকমা জুড়ে যাচ্ছে না তো? আসলে পৃথিবীতে কোনও কিছুই ”ফ্রি” নয়। তাই, আপনার দেওয়া একটি টাকাও অক্সিজেন জোগাতে পারে। স্বতন্ত্র সাংবাদিকতার স্বার্থে আপনার স্বল্প অনুদানও মূল্যবান।

আইএসএলের ফাইনালে ওঠার লড়াইয়ে সবুজ-মেরুন দলে নেই এডু, অনিশ্চিত সন্দেশও

মঙ্গলবার নর্থইস্টের বিরুদ্ধে সেমিফাইনালের দ্বিতীয় লেগেও সম্ভবত খেলবেন না সন্দেশ জিঙ্ঘান ও এডু গার্সিয়া। তবে ফিরছেন তিরি। সন্দেশের আজ প্র্যাকটিসে নামার কথা। তারপর সিদ্ধান্ত নেবে টিম ম্যানেজমেন্ট। তবে এডু খেলছেন না। মুম্বইয়ের বিপক্ষে খেলার সময় পাঁজরে চোট পেয়েছিলেন সন্দেশ। সেই চোট থেকে পুরোপুরি মুক্ত হতে পারেননি। এখন খেলতে নামলে যদি সেই জায়গায় ফের চোট পান তাহলে বেশ কিছুদিন বিশ্রামে যাওয়া ছাড়া উপায় থাকবে না। তাই টিম ম্যানেজমেন্ট ঠিক করেছে, আপাতত সন্দেশকে বাইরে রাখা হবে। এডু গার্সিয়া গোড়ালিতে চোট পেয়েছেন। তাই তাঁকেও বিশ্রাম দেওয়া হচ্ছে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক দলের এক সিনিয়র ফুটবলার বলছিলেন, ”আমাদের টিম ম্যানেজমেন্ট ঠিক করেছে, সন্দেশ ও এডু গার্সিয়ার ক্ষেত্রে অযথা ঝুঁকি নেবে না। দু”জনের চোট খুব মারাত্মক তা নয়। কিন্তু ফের সেই জায়গায় লেগে গেলে ভয়ংকর পরিস্থিতি হবে। সামনে ফাইনাল আছে। তার উপর আছে এএফসি কাপের খেলা। তাই কেন অযথা বাড়তি ঝুঁকি নেওয়া হবে?তিরি ফিরছেন। কিন্তু তাঁর সঙ্গী হবেন কে? শোনা যাচ্ছে, প্রীতম কোটালকে খেলানো হবে। সেমিফাইনালের প্রথম লেগে প্রীতম ও কার্ল ম্যাকিহিউগ খেলেছিলেন। তিরি ফেরায় কার্লকে মাঝমাঠে তুলে আনা হবে। তখন মাঝমাঠ ও ডিফেন্সের মধ্যে একটা ভারসাম্য চলে আসবে।মঙ্গলবার জেতা নিয়ে নিশ্চিত এটিকে মোহনবাগান শিবির। যদিও মুখে কেউ কিছু বলছেন না। তবে আকারে-ইঙ্গিতে দলের কোচ থেকে ফুটবলাররা মনে করছেন, ফাইনালে খেলা তাঁদের আটকাবে না। হাবাস বলেই দিয়েছেন, ”প্রথম ৭০ মিনিট আমরা নিঃসন্দেহে ভাল খেলেছি। তারপর ওরা চাপ সৃষ্টি করতে থাকে। তা সত্ত্বেও বলছি, ওরা মোটেই সুযোগ তৈরি করতে পারেনি। তারা শুধু ফ্রি-কিক ও লং বলে খেলেছে। মঙ্গলবার ফের তাদের বিপক্ষে নামব। তখন মনে হয় না ওরা আমাদের রুখতে পারবে।” গত মরশুমে প্রথম সেমিফাইনালে বেঙ্গালুরুর কাছে ১-০ গোলে হেরেছিল হাবাসবাহিনী। দ্বিতীয় সেমিফাইনালে রয় কৃষ্ণরা ৩-১ গোলে জিতে ফাইনাল খেলে। অতীত রেকর্ডই আত্মবিশ্বাস জোগাচ্ছে এটিকে মোহনবাগানকে।

সুইস ওপেনের ফাইনালে স্বপ্নভঙ্গ পিভি সিন্ধুর

অসহায় আত্মসমর্পণ ভারতের মহিলা ব্যাডমিন্টন তারকা পিভি সিন্ধু। এদিন সুইস ওপেনের ফাইনালে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী স্প্যানিশ তারকা ক্যারোলিনা মারিনের কাছে হার মানল সিন্ধু। প্রতিযোগিতায় রূপো জিতেই সন্তুষ্ট থাকতে হল তাকে। টোকিও অলিম্পিকের আগে নিজেকে যাচাই করে নিতে সুইস ওপেনের কোর্টে নেমেছিলেন তিনি। ছিলেন দুর্দান্ত ফর্মে। সুইস ওপেনের সেমিফাইনালে ডেনমার্কের মিয়া বিচফেল্ডকে ২২-২০, ২১-১০ হারিয়ে ফাইনালে ওঠেন তিনি। এর আগে কোয়ার্টার ফাইনালে কোয়ার্টার ফাইনালে সিন্ধু স্ট্রেট গেমে পরাজিত করেন তাইল্যান্ডের বুসনানকে। ম্যাচ স্কোর ছিল ২১-১৬, ২৩-২১। কিন্তু ফাইনালে শেষরক্ষা হলো না। ২০১৬ সালের রিও অলিম্পিকের মহিলা

সিঙ্গলসের ফাইনালে স্মৃতি এখনও ভারতীয় সমর্থকদের মনে দগদগে। সেইবারও ফাইনালে ক্যারোলিনা মারিনের কাছে হেরে বিদায় নিতে হয়েছিল পিভি সিন্ধুকে। করোনা পরবর্তী সময়ে ১৮ মাস পর কোর্টে নেমে সুইস ওপেনের ফাইনালে ক্যারোলিনা মারিনের কাছেই হেরে রূপো নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হল। রবিবার সুইস ওপেনের মহিলা সিঙ্গলসের ফাইনালে মারিনের মুখোমুখি হয়েছিলেন সিন্ধু। কিন্তু শুরু থেকেই খেলার রাশ ছিল স্প্যানিশ ব্যাডমিন্টন তারকার হাতে। কোনোভাবেই প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারেননি পিভি সিন্ধু। স্ট্রেট গেমে মাত্র ৩৫ মিনিটে ২১-১২ ও ২১-৫ সেটে সিন্ধুকে হারিয়ে সোনা যেতেন মারিন। বিশ্বের ৭ নম্বর ব্যাডমিন্টন তারকা পিভি সিন্ধুকে এরপর দেখা যাবে অল ইংল্যান্ড চ্যাম্পিয়নশিপের কোর্টে। যা শুরু হচ্ছে আগামী আগামী ১৭ মার্চ থেকে। যা শেষ হবে আগামী ২১ মার্চ।

রোমে সোনা জিতলেন বজরং পুনিয়া

টোকিও অলিম্পিকের আগেই দারুণ ছন্দে রেসলার বজরং পুনিয়া। রোমে মাত্তেও পেলিকোন সিরিজে সোনা জিতলেন তিনি। গতবারও এই টুর্নামেন্টে সোনাই ছিল ভারতীয় কুস্তিগিরের। ৬৫ কেজি বিভাগের ফাইনালে মঙ্গোলিয়ার টুলগা টুমুর ওচিরের বিরুদ্ধে শুরুটা বেশ খারাপই হয়েছিল বজরংয়ের। একটা সময় ০-২ পিছিয়েও ছিলেন। কিন্তু বাউটের শেষ ৩০ সেকেন্ডেই জ্বলে ওঠেন বজরং। স্কোর ২-২ করেন। বাউটের একেবারে শেষ সেকেন্ডে একটা পয়েন্ট পেয়ে চ্যাম্পিয়ন হন তিনি।ফাইনালের আগে বজরং ছিলেন বিশ্বের দু'নম্বর রেসলার। কিন্তু সোনা জয়ের ফলে ১৪ পয়েন্ট নিয়ে বজরং এখন বিশ্বের এক নম্বর হয়ে গেলেন। টোকিও অলিম্পিকের আগে যা তাঁর আত্মবিশ্বাস চূড়ান্ত বাড়াবে। এ বারের টোকিওতে যে ক'জন ভারতীয় কুস্তিগিরের পদক পাওয়ার উজ্জ্বল সম্ভাবনা আছে, তাঁদের মধ্যে বজরং অন্যতম। এত দিন লেগ ডিফেন্সে কিছু ত্রুটি ছিল বজরংয়ের। লকডাউনে এই ভুল শুধরে এখন অনেক ধারাল তিনি। আর এক ভারতীয় বিশাল কালিরামানা ৭০ কেজি বিভাগে ব্রোঞ্জ জিতলেন। যা নন-অলিম্পিক ইভেন্ট। ব্রোঞ্জ বিশাল ৫-১ জেতেন কাজাকাস্তানের সিরবাজ তালগাটের বিরুদ্ধে।

ভারতীয় দলের কোন ক্রিকেটার তাঁকেও ছাপিয়ে যাবেন? জানালেন রবি শাস্ত্রী

তরুণ ওয়াশিংটন সুন্দরের প্রশংসায় পঞ্চমুখ প্রধান কোচ রবি শাস্ত্রী। তিনি মনে করেন মাথা ঠিক রাখতে পারলে তামিলনাড়ুর এই ক্রিকেটার ভবিষ্যতে রবি শাস্ত্রীকেও ছাপিয়ে যাবেন। শুধু তাই নয়, বর্তমান কোচের থেকে ওয়াশিংটনের সহজাত প্রতিভা অনেক বেশি। এমনটাই মনে করেন শাস্ত্রী।তরুণ অলরাউন্ডারের প্রসঙ্গ আসতেই শাস্ত্রী বলেন, “আমার মতে ‘ওয়াশি’-র সহজাত প্রতিভা আমার থেকেও বেশি। মাথা ঠিক রেখে খেলে গেলে ওর ভবিষ্যৎ আরও উজ্জ্বল হবে। তবে বিদেশের মাটিতে টেস্টে সাফল্য পেতে হলে বোলিং নিয়ে আরও খাটতে হবে। সেটা করতে পারলে ও কিন্তু দলের ৬ নম্বর জায়গার জন্য আদর্শ ক্রিকেটার হতে পারে।”পরিসংখ্যান অবশ্য সেই

দিকেই ইঙ্গিত দিচ্ছে। মাত্র ৪ টেস্টের ছোট্ট টেস্ট কেরিয়ারে ২৬৫ রান। গড় ৬৬.২৫। সর্বোচ্চ অপরাজিত ৯৬। এত কম সময়ের মধ্যেই জাত চিনিয়েছেন ওয়াশিংটন সুন্দর। ২১ বছরের ছেলেটা ইতিমধ্যে ৩টি অর্ধ শতরান করার সঙ্গে নিয়েছেন স্টিভ স্মিথ ও জো রুটের মত ব্যাটসম্যানের উইকেট। সুন্দরের কথা বলতে নিজের জামানায় ফিরে গেলেন শাস্ত্রী। বলছিলেন, “কেরিয়ার শুরু করার সময় আমিও এ ভাবেই খেলতাম। কেউ যদি দলের জন্য অর্ধ শতরান করার সঙ্গে ২০ ওভার বোলিং করে ২-৩টি উইকেট নিতে পারে সেই ক্রিকেটার কিন্তু এগোবেই। ওকে দেখলে আমার পুরনো দিনের কথা মনে পরে যায়।”শুধু তাই নয়, ওয়াশিংটনকে ব্যাটসম্যান হিসেবে সাফল্য পেতে হলে তামিলনাড়ুর হয়ে চার নম্বরে ব্যাট করা উচিত। এমনটাই জানালেন শাস্ত্রী। তিনি বলেন, “জাতীয় দলের হয়ে সীমিত ওভারে খেলার জন্য ২০১৭ সালে ও তামিলনাড়ুর হয়ে রঞ্জি ট্রফি খেলেছিল। তবে টেস্টে ধারাবাহিকভাবে সাফল্য পেতে হলে ওর চার নম্বরে ব্যাট করা উচিত। দরকার হলে এই বিষয়ে দীনেশ কার্তিক ও তামিলনাড়ুর নির্বাচকদের সঙ্গেও কথা বলব।

লর্ডস থেকে কি সরতে পারে টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনাল

আই সিসি প্রকাশিত তালিকা থেকে দেখা যাচ্ছে যে বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে মুখোমুখি হচ্ছে ভারত ও নিউজিল্যান্ড ঐতিহাসিক লর্ডসের মাঠে।তবে আইসিসি কর্তৃপক্ষের তরফে জানানো হয়েছে যে ,ব্রিটেনের করোনা পরিস্থিতির গভীরতা বাড়ায় শিগ্রই জানিয়ে দেওয়া হবে কোন মাঠে অনুষ্ঠিত হবে ফাইনাল। আই সিসি ও ইসিবি ও চিকিতকদের সাথে কথা বলে ঠিক হবে কোথায় হবে ফাইনাল।তবে যেইখানেই ফাইনাল হোক কঠোর জৈব সুরক্ষা বলয়ের মাঝেই হবে।

No.F.XX-1(3)/CEW/SFLCL/20/20366-374
ABRIDGED NOTICE INVITING E-TENDER
It is hereby notified for general information that e-tender is invited for settlement of 02(two) Nos. functioning retail vend of FL shop and **one defunct (non- functioning) FL shop** under West Tripura District for the remaining part of the financial year **2020-21, 2021-22 & 2022-23 as** per the provisions of rule 154 read with rule 29A and rule 22 of the Tripura Excise Rules, 1990(as amended time to time) subject to certain terms and conditions through e-procurement website of the Government of Tripura, https://tripuratenders.gov.in.
The other details related to e-tender can be seen and obtained from the website haps://tripuratenders.gov.in and available in the office notice Board of the Collector of Excise (DM 86 Collector), West Tripura District, Agartala.
Last date of submiss' In of e- tender addressed to the Collector of Excise, West Tripura District is 5.30 PM on 25/03/2'321. The technical bids will be opened at 11.00 AM on 26/03/2021.
Corrigendum/ addendum, if any will be published only on the above website.
ICA-C-3394/21
Collector of Excise
West Tripura, Agartala.

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: ePT-49/EE/RDAD/2020-21 Dt. 05/03/2021
The Executive Engineer, R D Agartala Division, R D Department, Agartala, West Tripura invites percentage rate e-tender in PWD Form No. 7 in two bid system from the eligible bidderF up to 3.00 P.M. of 18/03/2021 for the following works:
(1) "Upgraciation & Renovation of Health Sub Centre at (1) Narsingarh (2) Durjoynagar (3) Singerbill and (4) Laxmilunga of Mohanpur CHC under Bamutia RD Block". ECV: Rs. 27,52,595.00
(2) "Upgradation & Renovation of Sub Centre at (1) Taranagar and (2) Laxmipur of Mohanpur CHC under Mohanpur RD Block". ECV: Rs. 13,66,885.00
(3) "Upgradation of West Naobadi Health Sub Centre to Health & Wellness Centre (HW&C) under Old Agartala RD Block". ECV: T 4147,652.00
(4) "Upgradation & Renovation of (1) Anandanagar HSC under Anandanagar PHC and (2) Madhuban HSC under Kanchanmala PHC under Dukli RD Block". ECV: Rs. 13,59,148.00
(5) "Construction of Library at Patunagar High School, Bamutia RD Block and Matinagar High School, Dukli RD Block, West Tripura under Samagra Shiksha Programme during the year 2020-21". ECV: Rs. 40,90,086.00
Bid shall be uploaded in two-bid system - (i) Technical bid and (ii) Financial bid. Technical bids shall be opened first and after completion of technical evaluation, price/financial bids in respect of technically acceptable offers only shall be opened. For details, visit website https://tripuratenders.gov.in and contact at 0ni-2325988. Any subsequent corrigendum/ Memorandum will be available in the website only.
ICA-C-3388/21
Executive Engineer
RD Agartala Division
Gurkhabasti, Agartala

আমাদের ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা
আন্তর্জাতিক মেলা প্রাঙ্গণ, হাঁপানিয়া
৯ মার্চ, ২০২১-এর
অনুষ্ঠানসূচি

বিকাল ২:৩০ টা থেকে ৪:৩০ টা	বিকাল ৪:৩০ টা থেকে ৫:৩০ টা
কবিসম্মেলন সঞ্চালক শ্রী নকুল রায়	আলোচনা ত্রিপুরার লোক সংস্কৃতি বক্তা: ১) শ্রী বিকাশ রায় দেববর্মা, ২) শ্রী সমর চক্রবর্তী সঞ্চালক: ড. নির্মল দাস

বিঃদ্রঃ - প্রতিদিন দুপুর ২টা থেকে সন্ধ্যা ৮:৩০টা পর্যন্ত ক্যুইজের উত্তর মেলা প্রাঙ্গণে রাখা বাক্সে ফেলা যাবে।
অনুষ্ঠানে আপনারা সবাই আমন্ত্রিত
তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর
ত্রিপুরা সরকার
ICA-D-1634/21

আন্তর্জাতিক নারী দিবসে গণতান্ত্রিক নারি সমিতি সহ বিভিন্ন সংগঠনের উদ্যোগে নারী জমায়েত আগরতলায়। ছবি নিজস্ব।

আম্বানির বাড়ির বাইরে বিস্ফোরক ভর্তি পরিত্যক্ত গাড়ি, তদন্তে এনআইএ

নয়াদিল্লি, ৮ মার্চ (হি.স.) : মুকেশ আম্বানির বাড়ির বাইরে বিস্ফোরক ভর্তি পরিত্যক্ত গাড়ি উদ্ধারের ঘটনায় তদন্তভার নিজেদের হাতে তুলে নিল কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা এনআইএ। সোমবার এমনটাই জানানো হয়েছে কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থার মুখপাত্রের পক্ষ থেকে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের নির্দেশের পরই এই ঘটনার তদন্তের দায়ভার নিজেদের হাতে তুলে নিয়েছে এনআইএ। আপাতত নতুন করে মামলাটি রুজু করতে চলেছে কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা।

সোমবার কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক সূত্রে খবর, বিস্ফোরক আইন এবং বেআইনি কার্যকলাপ প্রতিরোধ আইন (ইউএপিএ)-এর আওতায় স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে এনআইএ-র হাতে এই মামলা তুলে দেওয়া হয়েছে। ওই আইন অনুযায়ী কোনও মামলার তদন্তভার জাতীয় সংস্থার হাতে ন্যস্ত করার জন্য সংশ্লিষ্ট রাজ্যের অনুমতির প্রয়োজন হয় না। এনআইএ জানিয়েছে, এই কাণ্ডের তদন্তভার পাওয়ার পরই নতুন করে মামলা রুজু করার প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে। সেই প্রস্তুতি শেষ হলেই ঘটনাস্থলে যাবেন সংস্থার তদন্তকারীরা। ২৫ ফেব্রুয়ারি মুকেশের বাড়ি 'অ্যান্টিলা' থেকে প্রায় দেড় কিলোমিটার দূরে যে জায়গায় ২০টি জিলেটিন ভর্তি গাড়িটি পরিত্যক্ত অবস্থায় পাওয়া গিয়েছিল, সেই কারমাইকেল রোডও ঘুরে দেখবেন তাঁরা। পাশাপাশি, ওই স্করপিও এসইউভি (স্পোর্টস ইউটিলিটি ভেহিকল)-টিও পরীক্ষা করে দেখবে এনআইএ। প্রসঙ্গত, এখনও পর্যন্ত এই মামলার তদন্ত করছিল এটিএস। তবে ওই গাড়ির 'মালিক' মনসুখ হিরেনের রহস্যমৃত্যুও এনআইএ খতিয়ে দেখবে কি না, তা সোমবার সন্ধ্যা পর্যন্ত স্পষ্ট নয়।

যদিও কেন্দ্রীয় সরকারের এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে সরব হয়েছেন মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী। সোমবার তিনি বলেন, "আপনারা জানেন এটিএস (মহারাষ্ট্রের সন্ত্রাসদমন শাখা) ওই ঘটনার তদন্ত করছিল। ওই সংস্থাগুলি তো কারও সম্পত্তি নয়। সরকারে পরিবর্তন হলেও সিস্টেম একই থেকে যায়। ফলে সিস্টেমের উপর আস্থা রাখা উচিত।" এখানেই থামেননি উদ্ধব। তাঁর মন্তব্য, "কেন্দ্র যদি এই মামলা নিজের হাতে তুলে নিতে চায়, তবে নিশ্চয় এর মধ্যে অন্য কিছু গোলমাল রয়েছে।"

এর আগে গত ২৫ ফেব্রুয়ারি মুকেশ আম্বানির বাড়ি অ্যান্টিলিয়ার বাইরে ২০টি জিলেটিন স্টিক-সহ একটি গাড়ি উদ্ধার হয়। ঘটনার পর থেকেই কারমাইকেল রোডের নিরাপত্তা বাড়ানো হয়। নিরাপত্তা বাড়ানো হয় মুকেশ আম্বানির বাড়িরও। তদন্তে নেমে পুলিশ জানতে পারে, মুকেশের বাড়ির বাইরে বিস্ফোরক বোঝাই স্করপিও গাড়িটি রেখে এক ব্যক্তিকে একটি সাদা ইনোভা গাড়ি চেপে চলে যেতে দেখা গিয়েছিল। এরই মধ্যে আবার চাউর হয়ে যায় জঙ্গি গোষ্ঠী জইশ-উল-হিন্দ এই ঘটনার দায় স্বীকার করেছে।

কিন্তু সেই খবরের ২৪ ঘণ্টা কাটতে না কাটতেই জঙ্গি গোষ্ঠীটি স্পষ্ট জানিয়ে দেয়, এই ঘটনার সঙ্গে তাদের কোনও যোগ নেই। আম্বানির সঙ্গে তাদের কোনও শত্রুতাও নেই। ফলে সমাধানসূত্র বের করতে আরও তৎপর হয়ে ওঠে মুম্বই পুলিশ। ঘটনায় এখনও পর্যন্ত অন্তত অনেককেই জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে। খতিয়ে দেখা হয়েছে শ'খানেক সিসিটিভি ফুটেজও। এর মধ্যেই আবার যে গাড়িটি থেকে বিস্ফোরক পাওয়া গিয়েছিল, সেই স্করপিওর মালিক মনসুক হিরেনের মৃতদেহও উদ্ধার হয়। যারপর রহস্য আরও ঘনীভূত হয়। এরমধ্যেই ঘটনার তদন্তভার নিজেদের হাতে তুলে নিল এনআইএ।

৮৬ বছরে জীবনাবসান প্রয়াত গুজরাটের প্রাক্তন রাজ্যপাল অংশুমান সিং

লখনউ, ৮ মার্চ (হি.স.): দীর্ঘ অসুস্থতার পর প্রয়াত হলেন গুজরাট ও রাজস্থানের প্রাক্তন রাজ্যপাল অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি অংশুমান সিং। সোমবার উত্তর প্রদেশের রাজধানী লখনউয়ের সঞ্জয় গান্ধী পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ইনস্টিটিউট অফ মেডিক্যাল সায়েন্সেস-এ শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন তিনি। মৃত্যুকালে বয়স হয়েছিল ৮৬ বছর। গুজরাট ও রাজস্থানের প্রাক্তন রাজ্যপাল অংশুমান সিংয়ের প্রয়াণে শোকপ্রকাশ করেছেন উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ, রাজস্থানের রাজ্যপাল কলরাজ মিশ্র, রাজস্থানের মুখ্যমন্ত্রী অশোক গেহলট প্রমুখ।

১৯৯৯ সালের ১৬ জানুয়ারি রাজস্থানের রাজ্যপাল হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণ করেছিলেন অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি অংশুমান সিং, ২০০৩ সালের মে মাস পর্যন্ত ওই পদে আসীন ছিলেন তিনি। ১৯৩৫ সালের উত্তর প্রদেশের এলাহাবাদে (প্রয়াগরাজে) তাঁর জন্ম। ১৯৮৪ সালে এলাহাবাদ হাইকোর্টের বিচারপতি নিযুক্ত হন তিনি, পরে রাজস্থান হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি হন। রাজস্থান ছাড়াও গুজরাটেরও রাজ্যপাল ছিলেন তিনি।

সংসদের অধিবেশনে সাময়িক বিরতি চেয়ে চিঠি, সুদীপ-ডেরেকের আর্জি খারিজ

নয়াদিল্লি, ৮ মার্চ (হি.স.): সংসদের বাজেট অধিবেশনের দ্বিতীয় দফার সূচনা হয়েছে সোমবার থেকেই। কিন্তু, পশ্চিমবঙ্গ-সহ চারটি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল পুদুচেরিতে ভোটের কারণ দেখিয়ে সংসদের অধিবেশনে সাময়িক বিরতি চেয়েছিল তৃণমূল কংগ্রেস। চিঠি লিখে তৃণমূলের রাজ্যসভার সাংসদ ডেরেক ও'ব্রায়েন এবং লোকসভার সাংসদ সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় আবেদন জানান, আপাতত সংসদের এই অধিবেশন মুলতুবি ঘোষণা করা হোক। কিন্তু, সেই আবেদন খারিজ করে দেওয়া হয়।

পশ্চিমবঙ্গ, তামিলনাড়ু, কেরল, অসম এবং পুদুচেরিতে বিধানসভা নির্বাচন সামনেই। তাই তৃণমূলের দুই সাংসদ ডেরেক ও'ব্রায়েন এবং সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লা এবং রাজ্যসভার চেয়ারম্যান এম বেঙ্কাইয়া নাইডুকে জানান, নির্বাচনের জন্য আপাতত স্থগিত রাখা হোক সংসদ অধিবেশন। ডেরেক চিঠিতে লেখেন, 'পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভা নির্বাচন সামনে। তাই সংসদের এই অধিবেশনে তৃণমূল সাংসদরা উপস্থিত থাকতে পারবেন না।' সুদীপের চিঠির বয়ানও মোটের উপর এক। তিনিও এই কারণে সংসদের অধিবেশন আপাতত মুলতুবি ঘোষণা করার জন্য আবেদন করেন। কিন্তু সেই আবেদন খারিজ করে দেওয়া হয়।

সংবাদ মাধ্যমের কর্মীরা পোস্টাল ব্যালটে ভোট দিতে পারবেন অনুমোদন নির্বাচন কমিশনের

শিলচর (অসম), ৮ মার্চ (হি.স.) : এবারের নির্বাচনে সংবাদ মাধ্যমের কর্মীরা পোস্টাল ব্যালটের মাধ্যমে ভোট প্রদান করতে পারবেন। এ ব্যাপারে অনুমোদন দিয়েছে ভারতীয় নির্বাচন কমিশন (ইসিআই)। সংবাদ মাধ্যমের কর্মীরা সংবাদ সংগ্রহের জন্য ভোটকেন্দ্রে অনুপস্থিত থাকেন। এ-প্রসঙ্গে অসমের তথ্য ও জনসংযোগ অফিসের ডেপুটি ডিরেক্টর সাংবাদিকদের মধ্যে এ-বিষয়ে সচেতনতা তৈরি করতে সোমবার এনএইচএম-এর মিডিয়া বিশেষজ্ঞ সুমন চৌধুরীকে নোডাল অফিসার হিসেবে নিয়োগ করেছেন।

প্রসঙ্গত, রাজ্যের সংবাদ কর্মীদের জন্য প্রথম এই উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। এ প্রসঙ্গে কাছাড়ের জেলাশাসক কীর্তি জল্লি বলেন, 'নির্বাচনি প্রক্রিয়া নিয়ে স্বচ্ছ ও নিরপেক্ষ প্রতিবেদন পরিবেশনের ক্ষেত্রে গণতন্ত্রের চতুর্থ স্তম্ভ হিসেবে সংবাদ মাধ্যমের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। তাই নির্বাচন কমিশন তাঁদেরকে প্রয়োজনীয় পরিষেবার অন্তর্গত বলে ঘোষণা করেছে। যা অত্যন্ত আনন্দের বিষয়। জেলা প্রশাসন ইতিমধ্যে এই ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। পোস্টাল ব্যালট বা ইটিপিবিএসের মাধ্যমে তাঁদের ভোটদান প্রক্রিয়া ভালোভাবে সম্পন্ন করতে পদক্ষেপ নেওয়া শুরু করেছে। একই সঙ্গে ভোট দেওয়ার জন্য যাতে তাঁদের দায়িত্ব পালনে অসুবিধা না হয় সে দিকে খেয়াল রাখা হবে।'

জেলাশাসক আরও বলেন, 'অনুমোদিত সংবাদ মাধ্যমের ব্যক্তিদের ফর্ম ১২ ডি দেওয়া হবে। তা পূরণ করার পর নোডাল অফিসার তা খতিয়ে দেখবেন। প্রসঙ্গত, অনুপস্থিতি ভোটার নির্বাচন কমিশন কর্তৃক বিজ্ঞপ্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তির শ্রেণির অন্তর্গত ব্যক্তি হিসাবে ১৯৬১ সালের নির্বাচন পরিচালন বিধি ২২৭-ক ধারা (ক) এ সংজ্ঞায়িত হয়েছে (গ) জনগণের প্রতিনিধিত্ব আইন, ১৯৫১-এর ৬০০ অনুচ্ছেদে প্রয়োজনীয় পরিষেবা দিতে নিযুক্ত ব্যক্তিদের সমন্বয়ে দায়িত্ব পালনের বাধ্যবাধকতার কারণে ভোটদানের দিন তাঁদের ভোটকেন্দ্রে উপস্থিত থাকতে পারবেন না।' অসমে ২৭ মার্চ, ১ এপ্রিল এবং ৬ এপ্রিল, এই তিন দফায় বিধানসভা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। বরাক উপত্যকার তিনটি জেলার ১৫টি বিধানসভা আসনে নির্বাচন হবে আগামী ১ এপ্রিল।

বাটলা হাউস কাণ্ডে ইন্সপেক্টর হত্যায় দোষী সাব্যস্ত ইন্ডিয়ান মুজাহিদিন জঙ্গি আরিজ খান

নয়াদিল্লি, ৮ মার্চ (হি.স.) : তেরো বছর আগের বাটলা হাউস সংঘর্ষ কাণ্ডে অভিযুক্ত আরিজ খানকে দোষী সাব্যস্ত করল দিল্লির এক আদালত। আগামী ১৫ মার্চ তার শাস্তি ঘোষণা করবে আদালত। সোমবার অতিরিক্ত দায়রা বিচারক সন্দীপ যাদব জানিয়েছেন, আরিজের বিরুদ্ধে যে তথ্য পেশ করা হয়েছে তাতে প্রমাণিত হয়েছে পুলিশ ইনস্পেক্টর মোহন চাঁদ শর্মাকে আরিজ এবং তার সঙ্গীরা খুন করেছে। ওই পুলিশ আধিকারিককে লক্ষ্য করে গুলি চালিয়েছিল তারা।

২০০৮ সালের ১৯ সেপ্টেম্বর নয়াদিল্লিতে বাটলা হাউস এনকাউন্টারের ঘটনার প্রায় ১০ বছর পর আরিজকে গ্রেফতার করেছিল দিল্লি পুলিশের স্পেশাল সেল। ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০২, ৩০৭, ৩৩৩, ৩৫৭. ১৮৬, ৩৪এ এবং ১৭৪এ ধারায় দণ্ডিত ধরা হয়েছে। একইসঙ্গে অস্ত্র আইনের ২৭ ধারায় (বেআইনি অস্ত্র রাখার জন্য জেল) আরিজকে দণ্ডিত করেছে আদালত।

সোমবার অ্যাডিশনাল সেশন জজ সন্দীপ যাদব জানান, যে তথ্যপ্রমাণ পেশ করা হয়েছে, তাতে কোনও সন্দেহ নেই যে ইন্সপেক্টর মোহনচাঁদ শর্মার কাজে বাধা দিয়েছিল আরিজ ও তার সহযোগীরা। হেড কনস্টেবল বলবন্ত সিং এবং বলবীর সিংকে লক্ষ্য করেও গুলি চালিয়েছিল তারা। বিচারক বলেন, 'এটা প্রমাণিত যে নিজের সহযোগীদের সঙ্গে ইচ্ছাকৃতভাবে এবং সজ্ঞানে আগ্নেয়াস্ত্র থেকে গুলি করে শর্মাকে হত্যা করেছে।' একইসঙ্গে ইন্সপেক্টর শর্মার পরিবারকে আর্থিক সাহায্য প্রদানের জন্য দণ্ডিতের আর্থিক অবস্থা কেমন, তা দেখার জন্য তদন্তকারী আধিকারিককে নির্দেশ দেন বিচারক। সেই সময় আদালতে হাজির ছিল আরিজ। কিন্তু দণ্ডিত হওয়ার পর তার অঙ্গভঙ্গিতে লেশমাত্র পরিবর্তন ধরা পড়েনি।

প্রসঙ্গত, ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে স্নাতক আজিজ খান ছিল একজন বিস্ফোরক বিশেষজ্ঞ। ২০০৮ সালের বিস্ফোরণের পরে পালিয়ে নেপালে চলে যায় সে। সেখানে নাম বদলে একটি রেস্তরাঁ খুলেও ফেলে আজিজ। কিন্তু সন্ত্রাসমূলক কাজকর্ম থেকে সরে যায়নি সে। এদিকে দিল্লি পুলিশও তাকে খুঁজে চলেছিল লাগাতার। তিন বছর আগে সিমি জঙ্গি আবদুল সুহানের কাছ থেকে খবর পেয়ে ভারত ও নেপালের সীমান্তবর্তী এলাকায় তাকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। সেই থেকে জেল খাটছে আরিজ। অবশেষে তাকে দোষী সাব্যস্ত করা হল। এর আগে, আরেক অভিযুক্ত শাহজাদ আহমেদও পলাতক ছিল। কিন্তু ২০১৩ সালেই সে ধরা পড়ে যায়। পরে তাকে সাজাও শুনিয়েছে আদালত।

করোনা-আক্রান্ত টি এস সিং দেও, আইসোলেশনে ছত্তিশগড়ের স্বাস্থ্যমন্ত্রী

রায়পুর, ৮ মার্চ (হি.স.): করোনাভাইরাসে সংক্রমিত হয়েছেন ছত্তিশগড়ের স্বাস্থ্যমন্ত্রী টি এস সিং দেও। সোমবার ছত্তিশগড়ের স্বাস্থ্যমন্ত্রী নিজেই করোনা-আক্রান্ত হওয়ার খবরটি জানিয়েছেন। একইসঙ্গে তিনি জানিয়েছেন, 'উদ্বেগের কোনও লক্ষণ দেখা যায়নি, তবুও নিয়মানুযায়ী সেলফ আইসোলেশনে রয়েছি আমি।' পাশাপাশি সম্প্রতি যাঁরা তাঁর সান্নিধ্যে এসেছিলেন তাঁদের করোনা-পরীক্ষা করিয়ে নেওয়ার অনুরোধ জানিয়েছেন টি এস সিং দেও। সোমবার দুপুরে হিন্দিতে টুইট করে ছত্তিশগড়ের স্বাস্থ্যমন্ত্রী টি এস সিং দেও জানিয়েছেন, 'আমার করোনা-রিপোর্ট পজিটিভ এসেছে। এখনও পর্যন্ত উদ্বেগের কোনও লক্ষণ দেখা যায়নি, তবুও নিয়মানুযায়ী সেলফ আইসোলেশনে রয়েছি।' টুইটারে তিনি আরও জানিয়েছেন, 'বিগত দিনে আমার সান্নিধ্যে যাঁরা এসেছিলেন তাঁদের কাছে অনুরোধ করছি, কোনও রকম লক্ষণ দেখা দিলে তৎক্ষণাৎ করোনা-সংক্রমণের পরীক্ষা করিয়ে নেবেন। নিজেকে এবং অন্যদের সুরক্ষিত রাখুন।'

ভারতে ২২.১৯-কোটির উর্ধ্বে করোনা-টেস্ট, সুস্থতা ৯৬.৯১ শতাংশ

নয়াদিল্লি, ৮ মার্চ (হি.স.): বাড়তে বাড়তে ভারতে ২২.১৯-কোটির গণ্ডি ছাড়িয়ে গেল করোনা-পরীক্ষার সংখ্যা। শেষ ২৪ ঘন্টায় ৫.৩৭-লক্ষের বেশি মানুষের করোনা-পরীক্ষা করার পর ভারতে ২২.১৯-কোটির ঊর্ধ্বে পৌঁছে গিয়েছে করোনা-টেস্টের সংখ্যা। সোমবার সকালে ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, ৭ মার্চ সারা দিনে ভারতে ৫,৩৭,৭৬৪টি করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে। সবমিলিয়ে ভারতে করোনা-টেস্টের সংখ্যা ২২,১৯,৬৮,২৭১-এ পৌঁছে গিয়েছে।

অস্বস্তি বাড়িয়ে করোনা-আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা ফের বাড়ল ভারতে। বিগত ২৪ ঘন্টায় একধাক্কায় বেড়েছে ৪,২২৪ জন। দৈনিক আক্রান্তের সংখ্যা বাড়লেও, সুস্থতা প্রতিদিনই স্বস্তি দিচ্ছে। বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে করোনা-মুক্ত হয়েছেন ১৪,২৭৮ জন। সোমবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে করোনা-আক্রান্ত ১,৫৭,৮৫৩ জনের মৃত্যু হয়েছে (১.৪১ শতাংশ)। বিগত ২৪ ঘন্টায় মৃত্যু হয়েছে ৯৭ জনের। ভারতে সুস্থতার সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ১,০৮,৮২,৭৯৮ জন (৯৬.৯১ শতাংশ)। বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে চিকিৎসাধীন করোনা-রোগীর সংখ্যা অনেকটাই বেড়েছে, ৪,২২৪ জন বেড়ে এই মুহূর্তে ভারতে মোট ১,৮৮,৭৪৭ জন করোনা-রোগী চিকিৎসাধীন রয়েছেন (১.৬৮ শতাংশ)।

দ্রুত বাড়ছে করোনা-সংক্রমণ, ব্রাজিলে ১,০৫৪ বেড়ে মৃত ২,৬৫,৫০০

রিও ডি জেনেইরো, ৮ মার্চ (হি.স.): ব্রাজিলে করোনাভাইরাসের বাড়বাড়ন্ত থামছেই না। বাড়তে বাড়তে ব্রাজিলে ২ লক্ষ ৬৫ হাজারেরও বেশি করোনা-আক্রান্ত রোগীর মৃত্যু হয়েছে। বিগত ২৪ ঘন্টায় (রবিবার) ব্রাজিলে নতুন করে ১ হাজার ০৫৪ জনের মৃত্যু হয়েছে, ফলে ব্রাজিলে করোনায় মৃতের সংখ্যা ২ লক্ষ ৬৫ হাজার ৫০০-তে পৌঁছেছে। মৃত্যুর পাশাপাশি সুস্থতা স্বস্তি দিচ্ছে, ব্রাজিলে এখনও পর্যন্ত সুস্থ হয়েছেন ৯,৭৫৭,১৭৮ জন।

তবে, সংক্রমণ দ্রুততার সঙ্গে বাড়ছে ব্রাজিলে। ব্রাজিলের স্বাস্থ্য মন্ত্রক জানিয়েছে, রবিবার সারা দিনে ব্রাজিলে নতুন করে ৮০,০২৪ জন করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন। সবমিলিয়ে মহামারীর শুরু থেকে এযাবৎ ব্রাজিলে ১১,০১৯,৩৪৪ জন করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে সুস্থ হয়েছেন ৯,৭৫৭,১৭৮ জন। ব্রাজিলে এই মুহূর্তে সক্রিয় রোগীর সংখ্যা ৯ লক্ষ ৯৬ হাজার ৬৬৬ জন, তাঁদের মধ্যে ৮,৩১৮ জনের শারীরিক অবস্থা সঙ্কটজনক। মৃদু অসুস্থ ৯,৮৮,৩৪৮ জন।

ব্রিটিশ রাজ পরিবারের বিরুদ্ধে বিস্ফোরক অভিযোগ প্রিন্স হ্যারি ও মেগান মার্কল

নয়াদিল্লি, ৮ মার্চ (হি.স.) : ব্রিটিশ রাজ পরিবারের বিরুদ্ধে বিস্ফোরক অভিযোগ আনলেন রাজকীয় দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি নিয়ে এখন সাধারণ জীবনযাপন করা ব্রিটিশ রাজ পরিবারের সদস্য প্রিন্স হ্যারি ও মেগান মার্কল। বিয়ের পর রাজ পরিবারে থাকাকালে আত্মহত্যাও করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু কেউ তাঁদের সাহায্য করেন নি, বলে জানিয়েছেন মেগান মার্কল। ভারতীয় সময়ানুসারে সোমবার সকালে সিবিএস চ্যানেলে সম্প্রচারিত জনপ্রিয় মার্কিন সঞ্চালক অপরাহ উইনফ্রেকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে একের পর এক বোমা ফাটান মেগান। ব্রিটিশ রাজপরিবারের পুত্রবধূ হওয়ার খারাপ অভিজ্ঞতার কথা বলতে গিয়ে ক্যালিফোর্নিয়ার কৃষ্ণাঙ্গ মা আর শ্বেতাঙ্গ বাবার ঘরে জন্ম নেওয়া মেগান জানান, বিয়ের কিছুদিন পর থেকেই অসহায়তাবোধ এবং হতাশা ক্রমেই গ্রাস করেছিল তাঁকে, সেইসময় আত্মহত্যার চিন্তাও মাথায় এসেছিল তাঁর। বারবার সাহায্য চেয়েও যখন কাউকে পাশে পাননি, তখন নিজের ক্ষতি করার কথা ভাবতে শুরু করেছিলেন মেগান মার্কেল।

নতুন ভাবনায়
পথ চলা শুরু
বাংলার সাথে এখন
হিন্দি
খবর-ও
hindi.jagarantripura.com

বিজেপিতে কোনওদিনই মুখ্যমন্ত্রী হতে পারবেন না জ্যোতিরাদিত্য, দাবি রাহুল গান্ধীর

নয়াদিল্লি, ৮ মার্চ (হি.স.) : বিজেপিতে যোগ দিয়ে পিছনের সারিতে চলে গিয়েছেন। এই পরিস্থিতিতে ওঁর পক্ষে কোনওদিনই মুখ্যমন্ত্রী হওয়া সম্ভব হবে না। নিজের একদা ঘনিষ্ঠ দলীয় সতীর্থ জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়া সম্পর্কে এমনই দাবি করলেন রাহুল গান্ধীর। কংগ্রেস নেতার দাবি, পুরনো দলেই ফিরে আসতে হবে জ্যোতিরাদিত্যকে।

জানা গেছে, কংগ্রেসের যুব শাখায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে জ্যোতিরাদিত্যের প্রসঙ্গ উঠে আসে রাহুলের মুখে। তাঁর কথায়, "ও যদি কংগ্রেসে থাকত তাহলে একদিন মুখ্যমন্ত্রী হত। অথচ বিজেপিতে গিয়ে পিছনের সারিতে চলে গেল। সিন্ধিয়ার সুযোগ ছিল কংগ্রেস কর্মীদের সঙ্গে কাজ করে সংগঠনকে আরও মজবুত করার। আমি ওকে বলেছিলাম, একদিন তুমি মুখ্যমন্ত্রী হবে। কিন্তু ও অন্য একটা পথ বেছে নিল।" এরপরই তাঁকে উত্তেজিত স্বরে বলতে শোনা গিয়েছে, "লিখে রাখুন ও কোনও দিনই মুখ্যমন্ত্রী হতে পারবে না। সেজন্য এখানেই ফিরে আসতে হবে।" পাশাপাশি এদিন দলের যুব কর্মীদের আরএসএসের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য উদ্বুদ্ধ করেন রাহুল। জানিয়ে দেন, কাউকে ভয় পাওয়ার কোনও দরকার নেই।

প্রসঙ্গত, গত বছর কংগ্রেস ছেড়ে বিজেপিতে যোগ দিয়েছিলেন জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়া। সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন একদল বিধায়ককে। যার ধাক্কায় পতন হয় মধ্যপ্রদেশের কমল নাথ সরকারের। রাজ্যের ক্ষমতা দখল করে বিজেপি। মুখ্যমন্ত্রী হন শিবরাজ সিং চৌহান। তিনি নতুন দল বিজেপিতে যোগ দেওয়ার পর থেকেই রাজনৈতিক মহলের জল্পনা ছিল, কোনও বড় পদে শিগগিরি দেখা যাবে তাঁকে। কিন্তু কয়েক মাস আগে রাজ্যসভার সাংসদ জ্যোতিরাদিত্য পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছেন, তিনি কোনও পদ প্রত্যাশা করছেন না। তাঁর কথায়, "আমি বরাবরই মাটিতে নেমে কাজ করা কর্মী। ওটাই আমার ভূমিকা। আর সেটাই থাকবে। কংগ্রেসের অনেকের মতো আমি কোনও দিনই চেয়ারের পিছনে দৌড়ইনি। তবে তাঁদের নাম আমি করতে চাই না।"

আন্তর্জাতিক নারী দিবসে মহিলাদের জন্য বিশেষ উপহার এএসআইয়ের

নয়াদিল্লি, ৮ মার্চ (হি.স.) : আন্তর্জাতিক নারী দিবসে মহিলাদের জন্য বিশেষ উপহার। আজ বিনা টিকিটেই তাজমহলে প্রবেশ করলেন মহিলারা। সৌজন্যে আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া বা এএসআইয়। পাশাপাশি অন্যান্য ঐতিহাসিক জায়গাতেও মহিলারা বিনা টিকিটেই প্রবেশ করলেন মহিলারা।

জয়গুরু জয়গুরু জয়গুরু
শুভ ১৩তম জন্মবার্ষিকী
অন্বেষা সরকার (গুনগুন)
জন্ম : ০৯/০৩/২০০৮, শুক্রবার

সদগুরু শ্রীশ্রী ১০৮ স্বামী নিগমানন্দ সরস্বতী পরমহংসদেবের আশীর্বাদে মুখ ভড়া হাসিতে দুষ্টুমি ভড়া চোখেতে করলে তুমি ১৩টি বছর পার। এই শুভ দিনটি তোমার জীবনে আসুক বারবার। তুমি মোদের লক্ষ্মী সোনা জন্মেছো এই শুভ দিনে, সবার আশীষ মাথায় নিয়ে বড় হও দিনে দিনে।
আশীর্বাদান্তে - অনুরাম সরকার (বাবা), লিলু দে সরকার (মা), কাকা-কাকিরা, পিসি-পিসুরা, মেসো-মাসিরা, মামা-মামীরা, দাদা-দিদিরা, জামাইবাবুরা, বোন-ভাইয়েরা, অন্যান্য আত্মীয় পরিজন ও শুভানুধ্যায়ীরা।
খিলপাড়া, উদয়পুর, গোমতী জেলা, ত্রিপুরা। মো : ৯৪৩৬৫১৮৩৭৮/৯৪৩৬৪৭০৭৪২

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।